চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 95 Tuesday, 5 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৯৫ সংখ্যা ❋ ২১ ফাল্গুন, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ৫ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সিআইডি তলবে সাড়া দিলেন না ডেপুটি ডিরেক্টর। এই অবস্থায় মঙ্গলবার ফের তাকে ভবানী ভবনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে সিআইডি। ...বিস্তারিত পাতা ৩

সেইল-এর কারখানায় দুর্ঘটনা। রবিবার রাতে কাজ করতে এলে ঋষিরাজ দাস নামে কর্মীর গায়ে আচমকাই হট মেটাল ছিটকে যাওয়ায় দগ্ধ হন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

আগামী ৮ মার্চ দুদিনের কার্যসূচি নিয়ে অসম সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সফরকালে রাত কাটাবেন কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান-এ। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ফরম্যাট যাই হোক, বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার রোহিত। সাদা বলের ক্রিকেটে তাঁর দাপট বিশ্ব জানে। ওয়ান ডে'তে সর্বাধিক স্কোরের রেকর্ড তাঁর দখলেই। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সব জেনে চুপচাপ রয়েছি, টাইমে বার করে দেব মমতা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ মার্চঃ পূর্ব মেদিনীপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে কারোর নাম না করে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ‘শিক্ষায় দুর্নীতি’ থেকে শুরু করে ‘মেয়েঘটিত কেস’ সব কিছুরই বিষয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিস্ফোরক সব অভিযোগ করলেন, তবে নাম নিলেন না কারোর। মুখ্যমন্ত্রী তোপ দাগলেন, ‘‘পূর্ব মেদিনীপুরে স্কুলশিক্ষায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে কার জন্য? আমিও সব খবর রাখি। কিসের বিনিময়ে চাকরি হয়েছে? আমি বলছি, কারও চাকরি আমি যেতে দেব না।’’ নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘দিল্লির জোরে ক্ষমতা দেখিয়ে এজেন্সি দিয়ে তৃণমূলকে বদনাম করেছে। মনে রাখবেন গদ্দারবাবুরা, গদ্দারদের কমরেডরা, সব থেকে বেশি খেয়েছে, যখন পার্টিতে ছিল, সব থেকে বেশি নিয়েছে, আর যখন ধরা পড়বে বুঝল, তখন লঙ্কাকাণ্ড ঘটাল। তিনি অভিযোগ করেন, গরিব ছেলেমেয়েদের চাকরি খেয়ে, এখন সাধু সেজে বসে রয়েছে।

সাধুর বেশে বসে রয়েছে।’’ বিরোধী নেতৃত্বকে বিঁধছিলেন মমতা, পাশপাশি বিঁধছিলেন কেন্দ্রকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলায় এসে দাবি করেছিলেন, ৪৭ হাজার কোটি টাকা বাংলাকে দিয়েছে কেন্দ্র। সেই প্রসঙ্গে বিঁধতে গিয়েই বিস্ফোরক দাবি করে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছিলেন, আর সেটা করতে গিয়েই বলে ফেললেন মেয়েঘটিত কেসের কথা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘তিনি নাকি ৪৭ হাজার কোটি টাকা বাংলাকে দিয়েছেন, আর আমরা নাকি খেয়ে নিয়েছি, ঘরবাড়ি দিইনি। অঙ্কটা বলি, যদি কারোর কোনও সন্দেহ থাকে, চ্যালেঞ্জ করবেন। আমি সরকারের কথা বলছি, পার্টির কথা নয়। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২১-২২ সালে মনে রাখবেন কিছু কিছু স্কিম আছে, এখান থেকে যে ট্যাক্স তুলে নিয়ে যায়, তার কিছু রাজ্যের অধিকার মতো দেয়। ১৪-১৫ থেকে ২১-২২ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৮৩৪ কোটি টাকা।’’ আর এই কথাটা বলতে গিয়েই চলে আসে ‘গদ্দার’ প্রসঙ্গ। সঙ্গে সাংবাদিকদের উদ্দেশেও তিনি বললেন, ‘‘গদ্দারদের বন্ধু যে সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন, তাঁরা ভাল করে লিখবেন।’’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘গদ্দারদের বন্ধু যে সাংবাদিকরা রয়েছেন, তাঁরা ভাল করে লিখবেন। আপনারা তো আবার তাঁদের দোষ দেখতে পারেন না। এমনকি মহিলাঘটিত কেসও দেখতে পারেন না। আমি কিন্তু জানি সব। সব জেনে চুপচাপ রয়েছি। টাইমে বার করে দেব। কতক্ষণ চেপে রাখবেন, দেখব আমি।’’ অবশ্য এক্ষেত্রেও মুখে কারোর নাম নেননি মুখ্যমন্ত্রী।

এক দফায় লোকসভা ভোট চায় তৃণমূল, জানাল কমিশনকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ ২০১৯ সালে রাজ্যে সাত দফায় হয়েছিলে লোকসভা নির্বাচন। এবার যাতে এক দফাতেই ভোট হয়, নির্বাচন কমিশনের কাছে সেই আর্জি জানাল তৃণমূল। আজ সোমবার কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছিল সব দলের বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি, তৃণমূল ও সিপিএমের প্রতিনিধিরা। সেই বৈঠকেই এক দফায় ভোট করার আর্জি জানিয়েছেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। তাঁদের দাবি, বিজেপিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য সাত দফায় নির্বাচন করা হয়। এক দফায় ভোট করার জন্য যত বাহিনী আনার আছে আনা হোক, এমনটাই দাবি করেছে তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মোদি-শাহদের সুবিধার জন্য সাত দফায় কেন ভোট হবে? এর বিরোধিতা করছি।’’ তাঁর আরও দাবি, সিআইএসএফ আনার জন্য মানুষ ভয় পাচ্ছে, ভোট দিতে

বেরচ্ছে না। তৃণমূল সাংসদ বলেন, ‘‘বিজেপি নেতাদের পিছনে দৌড়চ্ছে সিআইএসএফ, মহিলাদের হুমকি দিচ্ছে, বলছে পদ্মে ভোট দিতে হবে। বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ হচ্ছে।’ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, রাজ্যে সিআইএসএফ-কে নিয়ন্ত্রণ করছেন কন্ট্রোল করছেন শুভেন্দু অধিকারী। বলে দিচ্ছেন কে কোথায় যাবে, কী করে মানুষের ভরসা থাকবে। একই সঙ্গে তৃণমূল নেতা বলেন, ‘‘কমিশনকে নিরপেক্ষ হতে হবে। শুধু ইডি-সিবিআই নয়, বিচার ব্যবস্থার মধ্যে যদি কেউ থাকে যারা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, তাদের কন্ট্রোল করতে হবে।’’ ইডি ও সিবিআই দৌড়ে বেড়ালেন রাজ্যে ভোট কী করে হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। অন্যদিকে, বিজেপির প্রতিনিধিরা দাবি করেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কমিশন।

‘সময় এলে সব খাপ খুলব’, বিকাশকে বললেন কল্যাণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে এসএসসি মামলার শুনানি ছিল। সেখানে বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকদের তরফে আদালতে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এসএসসির সমস্ত মামলা খারিজ করার জন্য তিনি আদালতে আর্জি জানান। সঙ্গে কারও নাম না করে বললেন, ‘‘একক বেঞ্চের বিচারপতি গতকাল সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এসব নির্দেশ দিয়েছেন।’’ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন এও মন্তব্য করেন, এসব মামলার শুনানি করে তিনি রাজনৈতিক কেরিয়ার বানিয়ে ফেললেন। কল্যাণের দাবি, সবকিছুই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে। শুধু এই ধরনের মন্তব্যই নয়। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকেও এদিন আদালত কক্ষেই কড়া ভাষায় নিশানা তিনি। বিকাশরঞ্জনের উদ্দেশে কল্যাণ বললেন, ‘‘সময় আসলে সব খাপ খুলব তোমার এবং তোমার বিচারপতির।’’ সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা চলাকালীন কল্যাণের এই মন্তব্যে হইহই পড়ে গিয়েছে আইনজীবী মহলে। বিচারপতির উদ্দেশে কল্যাণ এদিন আরও বলেন, ‘‘আমরা আদালতের মর্যাদা নষ্ট করিনি। আপনার সহকর্মী করেছেন।’’ কল্যাণের দাবি ওই বিচারপতি, সিবিআই ও ইডি- সকলে মিলে আদালতের মর্যাদা নষ্ট করছে। আদালতকক্ষে কল্যাণ যখন এই ধরনের মন্তব্যগুলি করছিলেন, তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

ঘুষকাণ্ডে বড় ফাঁপড়ে সাংসদ-বিধায়করা

ঐতিহাসিক রায় শোনাল সুপ্রিম কোর্ট

রায়কে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চঃ ঘুষের মামলায় শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না সাংসদ-বিধায়করা। সোমবার এমনটাই ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। ১৯৯৮ সালের একটি মামলার রায়কে বাতিল করে দিয়েই এ দিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে ৭ বিচারপতির বেঞ্চের তরফে রায়ে বলা হয়, কোনও সাংসদ বা বিধায়ক যদি ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েন, তবে তারা আইনানুযায়ী শাস্তি থেকে সুরক্ষাকবচ পেতে পারেন না। দুর্নীতি দমন আইনে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। ১৯৯৮ সালে ঘুষের একটি মামলায় আদালতের রায়ে বলা হয়েছিল, সংসদে বক্তব্য রাখা বা ঘুষ নিলে বিধায়ক-সাংসদদের কোনও আইনত শাস্তির মুখে পড়তে হবে না। এ দিন সেই রায়কে বাতিল করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, ‘‘ঘুষ তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন তা গ্রহণ করা হয়। সংবিধানের স্বাধীকার ঘুষকে মান্যতা দেয় না। আমরা সমস্ত দিক পর্যালোচনা করেই পুরনো সিদ্ধান্তকে বাতিল করছি।’’ সুপ্রিম কোর্টের ৭ বিচারপতির সর্বসম্মতিতেই সাংসদ-বিধায়কদের এই রক্ষাকবচ বাতিলে করার নির্দেশ দেওয়া হয়। শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়, ঘুষ সংসদীয় সুবিধা দ্বারা সুরক্ষিত নয়। ১৯৯৮ সালের রায় সংবিধানের ১০৫ ও ১৯৪ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতি ও ঘুষ সাধারণ জনজীবন নষ্ট করতে পারে। ১৯৯৮ সালের সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের তরফে সাংসদ-বিধায়কদের সংবিধানের ১৯৪(২) অনুচ্ছেদ ও ১০৫(২) অনুচ্ছেদে সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধার অধীনে সংসদে বক্তব্য রাখা বা ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়ায় আইনি সুরক্ষাকবচ দেওয়া হয়। ২০১২ সালে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাংসদ সীতা সোরেনের বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় ভোট দেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তখন সাংসদ সংবিধানের ১০৫ অনুচ্ছেদে সুরক্ষাকবচ দাবি করেন। ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিলে, সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। গত বছর এই মামলায় দুইদিনের শুনানির পর রায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। এ দিন শীর্ষ আদালতে তরফে ১৯৯৮ সালের ওই রায়কে বাতিল করে দেওয়া হয় এবং সাফ জানানো হয় যে সাংসদ-বিধায়করা ঘুষকাণ্ডে আইনি সুরক্ষাকবচ পাবেন না। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই রায়কে স্বাগত জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, ‘অসাধারণ রায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের। এই রায় স্বচ্ছ রাজনীতিকে নিশ্চিত করবে এবং বিচারব্যবস্থায় মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় করবে।’

‘খবরটা শুনে ছুটে এসেছি’

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষদিনের এজলাসে অঝোরে কান্না মামলাকারীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ ‘আপনার জন্য আমার সন্তান চিকিৎসা পেয়েছে। আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে চাই।’’ এ কথা আদালত কক্ষে দাঁড়িয়ে বললেন এক মহিলা। উপস্থিত অনেক মামলাকারীর তখন চোখে জল। কলকাতা হাইকোর্টে আরও এক নজিরবিহীন ছবি দেখা গেল সোমবার। এদিন দুপুরে শেষবারের মতো এজলাসে বসেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, বিচারপতি পদে ইস্তফা দেবেন আগামী মঙ্গলবার। বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার জল্পনাও চরমে। সোমবার তাঁর এজলাসে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন মামলাকারীরা। মোট ৬৪টি মামলা ছিল বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। তার মধ্যে একটি মামলা এদিন শুনে অর্ডার দেন তিনি। বাকি ৬৩টি মামলা ছেড়ে দেন। এজলাসে উপস্থিত ছিলেন তাঁর অনেক গুণগ্রাহী। অনেকেই কেঁদে ফেলেন এদিন। আইনজীবী কমলেশ ভট্টাচার্য বিচারপতিকে বলেন, ‘‘আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাচ্ছি। আপনি চলে গেলে অনেক ক্ষতি হবে। আমাদের ছেড়ে যাবেন না।’’ এ কথা শুনে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, এখন থেকে নিজেকে অন্য কাজে নিয়োজিত করবেন তিনি। আইনজীবী তখন বলেন, ‘‘আপনার কাজ তো এখনও শেষ হয়নি।’’ এক মহিলা বিচারপতির দিকে এগিয়ে এসে বলেন, ‘‘আমি আপনার কাছ থেকে একটি মামলায় অনেক সুরাহা পেয়েছি। আপনার জন্য আমার সন্তান চিকিৎসা পেয়েছিল। আমি খোরপোষের টাকা পাই। কাল খবরটা পেয়ে ছুটে এসেছি। আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে চাই।’’ মহিলার কাছে বিচারপতি জানতে চান, তাঁর সন্তান কেমন আছে? মহিলাকে বলেন, ‘‘আমি পায়ে হাত দিয়ে কারও প্রণাম নিই না।’’ এক মামলকারী বলেন, ‘‘এই ১৭ নম্বর এজলাস ছিল আমাদের কাছে মন্দির। আপনি চলে গেলে আমাদের কী হবে?’’ ২৯ বছর ধরে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তাই সবার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে বলে এদিন উল্লেখ করেন তিনি। উপস্থিত মামলকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘আমার যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। আমার জায়গায় অন্য কেউ আসবেন। তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের সুরাহা করবেন।’’ শেষে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করেন বিচারপতি। আইনজীবী ও উপস্থিত সাধারণ মানুষের দিকে হাত নেড়ে শেষবারের মতো এজলাস ছাড়েন তিনি।

ক্যানসার আক্রান্ত ইসরো প্রধান!

বেঙ্গালুরু, ৪ মার্চঃ চন্দ্রযান-৩ অভিযানের সময়ই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছিলেন। তবে, কী হয়েছে তখনও স্পষ্ট ছিল না তাঁর কাছে। ২০২৩-এর ২ সেপ্টেম্বরটা ছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় দিন। ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান পয়েন্টের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল মহাকাশে ভারতের প্রথম সৌর মানমন্দির, আদিত্য এল১। ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান পয়েন্ট হল পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে অবস্থিত এমন এক জায়গা, যেখান থেকে সূর্যকে পর্যবেক্ষণের পথে আর কোনও বাধা থাকে না। এমন এক মহা গুরুত্বপূর্ণ দিনেই জোর ধাক্কা খেয়েছিলেন ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরোর প্রধান এস সোমনাথ। স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে এক রুটিন স্ক্যান করিয়েছিলেন তিনি। ধরা পড়েছিল তাঁর পেটে বাসা বেঁধেছে কর্কট রোগ, অর্থাৎ, ক্যানসার! সম্প্রতি টার্মাক মিডিয়া হাউসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, নিজেই তাঁর ক্যানসারের চিকিৎসা সম্পর্কে জানিয়েছেন ইসরো প্রধান।

দু’বছরেও একটা জবাব সিবিআই-কে দিতে পারল না রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ এসএসসি মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কি চার্জশিট দাখিল হয়েছে? এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এই প্রশ্ন করেন সিবিআই-কে। এখানেই সিবিআই ফের একবার রাজ্যের দিকেই আঙুল তুলল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানায়, চার্জশিট হয়েছে। কিন্তু সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করতে গেলে রাজ্য সরকারের অনুমতি লাগে। ২০২২ সালে রাজ্যের কাছে সেই চার্জ ফ্রেম করার অনুমতি চাওয়া হলেও, এখনও পর্যন্ত তারা কোনও উত্তর পাননি বলেই দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। সিবিআই-এর থেকে একথা শুনে বিচারপতি দেবাংশু বসাক রাজ্যের উদ্দেশে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, উত্তর না দিয়ে এভাবে বসে থাকা যাবে না। হয় অনুমতি দিতে হবে, নাহয় জানিয়ে দিতে হবে অনুমতি দেওয়া যাবে না।

কুণালকে শো কজ করল তৃণমূল, তাপস রায়কে বোঝানোর সময়েই নোটিস এল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেকদিন ধরেই দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমেছিল। কিন্তু তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়ের ক্ষোভের আঁচ যে বাড়তে বাড়তে চরমে পৌঁছেছে তা রবিবার কানাঘুষোয় শোনা যায়। তৃণমূল আর তিনি করবেন না, সোমবার দুপুরেই বিধানসভায় গিয়ে ইস্তফা দেবেন, রবিবাসরীয় দুপুরে এমনটাই রটেছিল। দলের সংকট সামলাতে সোমবার সাতসকালে তাপস রায়ের বাড়িতে হাজির হন ব্রাত্য বসু এবং কুণাল ঘোষ। এরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাপস রায়ের গলায় ঝরে পড়ে একরাশ অভিমান। শুধু তাই নয়, উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, তাঁর বাড়িতে থাকাকালীনই কুণালের কাছে সুব্রত বক্সীর শো কজ নোটিস এসেছে। যদিও কুণালকে যে দল শো কজ করতে চলেছে তা শনিবার রাত থেকেই জল্পনায় ছিল। বাড়িতে ইডি হানা এবং সেই ঘটনা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের নীরবতা, দুর্নীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বলার মাঝেই তাপসবাবু বলে ওঠেন, ব্রাত্য, কুণাল আমায় ভালোবাসে। ওঁরা এসেছিল। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম কুণাল যখন আমার সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনার জন্য এসেছে, তখনই নাকি ওঁর কাছে সুব্রিত বক্সীর শো কজ নোটিস আসে। এই তো দল... । বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে নাম না করে প্রথমবার উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বোমা ফাটান কুণাল ঘোষ। এর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সুদীপকে ‘রোজভ্যালির দালাল’ থেকে ‘ধেড়ে শাহজাহান’, কোনও কিছু বলতেই ছাড়েননি তৃণমূলের প্রাক্তন মুখপাত্র। সেদিন কুণালের কথায় পরোক্ষভাবে সায়ও দিয়েছিলেন তাপস রায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, কুণাল এবং তাপস রায় উভয়ের ক্ষোভই রয়েছে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। শুক্রবারই কুণাল তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও

মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা দেন। শনিবার মুখপাত্র পদে কুণাল ঘোষের ইস্তফা গৃহীতও হয়েছে। এরপর তাঁকে যে শোকজ নোটিস পাঠাতে চলেছে দল সে খবরও তৃণমূল সূত্রে পাওয়া গিয়েছিল। কাকতালীয়ভাবে তৃণমূলের আরেক বিক্ষুব্ধ নেতা তাপস রায়কে দলত্যাগ না করার অনুরোধ করতে গিয়েই দলের শো কজ নোটিস এল কুণালের কাছে!

সিভিক কী, গ্রিন পুলিশ কী, কলকাতার সিপির জবাব শুনে তাজ্জব নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ শিয়রে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্যে এসেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সোমবার রাজ্যের পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের সময় হঠাৎ কমিশনের ধমক খেতে হল কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েলকে। কমিশন বলল, ‘‘আপনারা এটা মনে করবেন না যে আমরা না জেনে বসে আছি। সেই ভেবে কথা বলবেন ও উত্তর দেবেন।’’ কিন্তু কেন হঠাৎ এতটা বিরক্ত হল কমিশন? জানা যাচ্ছে, এদিনের বৈঠকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কলকাতার নগরপালের কাছে প্রশ্ন করেছিল, সিভিক ভলান্টিয়ার ও গ্রিন পুলিশ কী? সেই প্রশ্ন শুনে কলকাতার সিপি বিনীত গোয়েল বলেন, ‘একই টাইপের’। আর এ কথা শুনেই বেজায় বিরক্ত হয় কমিশন। সিপির উদ্দেশে কমিশন

বলে, ‘‘জেনে কথা বলুন। পার্থক্য বুঝুন। তারপরে বলুন।’’ এদিন কমিশনের ফুল বেঞ্চের বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোনও ভাবেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের ব্যবহার করা যাবে না। অতীতে বাংলায় ভোট ঘিরে যে অশান্তির অভিযোগ উঠে এসেছে, সে প্রসঙ্গও এদিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কড়াভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, একটাও বোমাবাজির ঘটনা যেন না শুনতে হয়। কমিশন আরও জানিয়ে দিয়েছে, জামিন অযোগ্য ধারা প্রথম দফার আগে কার্যকর করতে হবে। তার আগেই কমিশনের কাছে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারের উদ্দেশে এদিন কমিশনের বার্তা, ‘‘যা বলার আছে বলুন। সমস্যা বলুন। এখনের রিপোর্ট আর পরবর্তী রিপোর্ট যেন একই থাকে, আলাদা হলে মুশকিল। আমরা কিন্তু বেশি সময় দেব না।’’

বিধানসভায় গিয়ে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা তাপসের, আজ সিদ্ধান্ত নেবেন স্পিকার

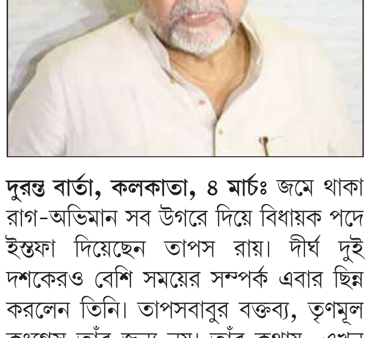

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ জমে থাকা রাগ-অভিমান সব উগরে দিয়ে বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়েছেন তাপস রায়। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময়ের সম্পর্ক এবার ছিন্ন করলেন তিনি। তাপসবাবুর বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর জন্য নয়। তাঁর কথায়, এখন তিনি মুক্ত বিহঙ্গ। তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক গতিবিধি কী হতে চলেছে, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। যদি তাপসবাবু অন্য দলে চলেও যান, তবে যাওয়ার আগে আগে বিধায়ক পদ ছাড়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ষীয়ান রাজনীতিকের এই পদক্ষেপকে ভাল দৃষ্টান্ত বলেই মনে করছেন স্পিকার। তবে তাপসবাবু এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, তাঁর যে খারাপ লেগেছে, সে কথাও গোপন করলেন না স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, আজই স্পিকারের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন তাপস রায়। তবে সেই ইস্তফাপত্রের বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেনটি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকার বলেন, ‘‘আজ তাপস রায় পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে গিয়েছেন। আজ পরীক্ষা করা হবে পদত্যাগ পত্র।’’ আগামিকাল দুপুর ১২টায় তাপস রায়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাবেন স্পিকার। সম্প্রতি উত্তর কলকাতার তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লাগাতার সুর চড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। একবার, দুবার নয় বারংবার উত্তর কলকাতার এই দুই দাপুটে নেতার সংঘাতের ছবি উঠে এসেছে সংবাদ শিরোনামে। কিছুদিন আগেও যখন কুণাল সুদীপের বিরুদ্ধে বোমা ফাটিয়েছিলেন, তখনও কুণালের পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে তাপস রায়কে। রবিবার রাত থেকেই তাপসের তৃণমূল ছাড়ার জল্পনা শুরু হয়েছিল। আজ সকালেও ব্রাত্য ও কুণাল দুজনে গিয়েছিলেন বর্ষীয়ান নেতার মান ভাঙাতে। কিন্তু তাপস রায় তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। কুণাল-ব্রাত্যরা চলে যেতেই সোজা বিধানসভায় গিয়ে স্পিকারের ঘরে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দেন তাপস। ২০২০ সালের শেষদিকে তৃণমূলের বিধায়ক পদ ছেড়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তারপর তিনি যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। এবার তাপস কী করেন, সেটাই দেখার। অন্যদিকে সূত্রের খবর, বিধায়ক পদ ছাড়ার পরই ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের ফোন তাপসকে। তাপস রায়কে পিকের পরামর্শ, বিশ্রাম নেওয়ার। সূত্রের দাবি, পিকে তাপস রায়কে বলেন, ‘‘এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিন। অন্য কোনও দলে এখনই যোগ দেবেন না।’’ প্রসঙ্গত, প্রশান্ত কিশোর বা পিকের সংস্থার সঙ্গে এখনও চুক্তি রয়েছে তৃণমূলের। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের আগে তারা তাদের সক্রিয়তা দেখাচ্ছে। এরইমধ্যে খবর, সোমবার প্রশান্ত কিশোর ফোন করেন তাপস রায়কে। তিনি অনুরোধ করেন, এখনই যেন তাপস রায় কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ না দেন। তিনি যেন কিছুদিন বিশ্রাম করেন। এদিন সকাল থেকেই তাপস রায়ের বৌবাজারের বাড়িতে সংবাদমাধ্যমের ভিড় ছিল। সূত্রের খবর, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকেই বারবার প্রশান্ত কিশোরের ফোন আসে তাপস রায়ের কাছে। সে সময় তিনি তা রিসিভ না করলেও রিং ব্যাক করেন বেশ কিছুক্ষণ পর। তখনই পিকের সঙ্গে কথা হয় তাঁর। তবে এই ফোনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হবে বলে মনে করছে না রাজনৈতিক মহল। বরং সূত্রের খবর, আগামী দু’দিনের মধ্যে নতুন কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানাতে পারেন তাপস রায়।

‘ইডি-র হানার ৫২ দিন পরও খোঁজ নেননি মমতা’, তাপসের গলায় একরাশ অভিমান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ নাহ্ বরফ গলল না। দলের বিরুদ্ধে একরাশ অভিমান উগরে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়। নাম করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আক্ষেপ ঝরে পড়ল তাঁর গলায়। জানালেন, ২৩-২৪ বছর তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। অথচ ইডি অভিযানের ৫২ দিন পর একবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর খোঁজ নেয়নি। দল পাশে দাঁড়ায়নি। তাপস রায় বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন সেই জল্পনা আগেই উঠেছিল। যোগ দিতে পারেন বিজেপি-তে। কানাঘুষো সেই খবরও শোনা যাচ্ছিল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সোমবারই তড়িঘড়ি তাঁর বাড়িতে পৌঁছন তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু ও কুণাল ঘোষ। তবে বরফ যে গলেনি সে কথা পরে সাংবাদিক বৈঠক করে নিজেই জানান তাপস। একরাশ অভিমানের সুর ঝরে পড়ে তাঁর গলায়। তিনি বারবার ১২ জানুয়ারি ইডি অভিযানের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘‘বিধানসভায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শেখ শাহজাহানকে ইডি টার্গেট করেছে বললেন অথচ আমার বাড়িতে ইডি-র হানার কথা উল্লেখ করতেই পারতেন। আমি আহত-আঘাতপ্রাপ্ত।’’ এও জানালেন ইডি অভিযানের দিনই তাঁর পিছনে দলেরই কেউ-কেউ রীতিমতো উল্লাস করেন। আনন্দ করেন। তিনি বলেন, ‘‘দলের ৪০-৫০ জন যাঁরা আমায় ভালবাসেন তারাই বলেছেন আমার পিছনে দলের কেউ কেউ যখন রেড চলছে উল্লাস করছেন। যদিও অনেকেই প্রতিবাদ করেছেন।’’ শুধু তাই নয়, তাপস এও বললেন, ‘‘৫২ দিন হয়ে গেল। ইডি অভিযানে বিধ্বস্ত আমি ও আমার পরিবার। ভেবেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়াবেন। অন্য কারোর বাড়িতে গেল ইডি কৌটো নাড়ালে বলেন। আমারও স্ত্রী-পুত্র রয়েছে। এগুলো হৃদয়কে নাড়াচাড়া করে।’’

কাটল না অস্বস্তি, হাইকোর্টে বড় ধাক্কা মহুয়া মৈত্রের

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চঃ আবারও আদালতে ধাক্কা খেলেন তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। টাকা নিয়ে লোকসভায় প্রশ্ন করার অভিযোগে সামনে আসার পর লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয় মহুয়া মৈত্রকে। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ও আইনজীবী জয় অনন্ত দেহদ্রাই-এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। সোমবার দিল্লি হাইকোর্টে ছিল সেই মামলার শুনানি। মহুয়ার আবেদন ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় দুবে ও দেহদ্রাই এমন কিছু পোস্ট করছেন, যা তৃণমূল ও তাঁর নিজের জন্য মানহানিকর। এমন কোনও পোস্ট যাতে আর না করেন, সেই নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন মহুয়া। এদিন বিচারপতি সেই আবেদন খারিজ করে দেন। বিচারপতি সচিন দত্তের এজলাসে মানহানির মামলার

শুনানি ছিল এদিন। মহুয়া আবেদন করেছিলেন, এতদিন এই সংক্রান্ত যা কিছু পোস্ট করা হয়েছে, তা যেন সরিয়ে নেন নিশিকান্ত দুবে ও জয় অনন্ত দেহদ্রাই। সব ছবি, ভিডিয়ো ও চিঠি সরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সংসদে প্রশ্ন করার জন্য টাকা নিয়েছিলেন তিনি। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেই প্রথম এই অভিযোগ সামনে এনেছিলেন। এরপর অভিযোগের তদন্ত করে এথিক্স কমিটি। কমিটির তদন্তে উঠে আসে, মহুয়া মৈত্র নিজের লোকসভার লগ ইন আইডি অন্য কাউকে দিয়েছিলেন। এরপর মহুয়াকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করে কমিটি। তারপরই বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয় মহুয়াকে। তিনি অবশ্য ওই অভিযোগ অস্বীকার করেন, দুবে ও দেহদ্রাইকে আইনি নোটিসও পাঠিয়েছিলেন তিনি। তৃণমূল নেত্রী দাবি করেন, শুধু প্রশ্ন কেন, কোনও কারণেই, কখনও টাকা নেননি তিনি।

বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে বিস্ফোরণের তদন্ত করবে এনআইএ, সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

বেঙ্গালুরু ও নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ ঃ বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণের তদন্ত করবে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে বিস্ফোরণের তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।গত ১ মার্চ বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ড এলাকায় অবস্থিত রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন আহত হন। সেই বিস্ফোরণের এবার তদন্ত করবে এনআইএ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে বিস্ফোরণের তদন্ত করবে এনআইএ। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তদন্তভার তুলেও দেওয়া হয়েছে।

পিচ্ছিল রাস্তায় ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে মৃত্যু ৪ জনের

জম্মু, ৪ মার্চ ঃ পিচ্ছিল রাস্তার কারণে জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় ভয়াবহ এক গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৪ জন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে পিছলে যায় গাড়িটি। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩ জন। নিহতদের নাম- আব্দুল ওয়াহেদ বালি, আনিতুল্লাহ, মুহাম্মদ আইয়ুব বালি এবং চালক সাজ্জাদ আহমেদ, সবাই পোগালের বাসিন্দা।পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলার উখরাল তহসিলের পোগালের মালিগাম এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মালিগাম থেকে তহসিল সদর উখরাল অভিমুখে যাচ্ছিল গাড়িট, সেই সময় রাস্তা পিচ্ছিল থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে নীচে পড়ে যায় গাড়িটি। মৃত্যু হয় ৪ জনের ও আহত ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ডায়মন্ড হারবারে চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, কোয়ার্টারে মিলল ঝুলন্ত দেহ

ডায়মন্ড হারবার, ৪ মার্চ ঃ চিকিসকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছা।ল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে। ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিসক কল্যানাশীস ঘোষের দেহ উদ্ধার হয় রবিবার রাতে। ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন তিনি। কোয়ার্টার থেকে ওই চিকিসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার গভীর রাতে পরিবারের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন ওই চিকিৎসক। তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশকে জানালে, গভীর রাতে মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালের কোয়ার্টারে পুলিশ কর্মীরা পৌঁছে দেখেন গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় রয়েছে ওই চিকিসক। এরপরই তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ডহারবার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। তবে কি কারণে মৃত্যু? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।

বুলন্দশহরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ল গাড়ি মৃত্যু ৩ জনের, নিখোঁজ এক

বুলন্দশহর, ৪ মার্চ ঃউত্তর প্রদেশের বুলঃদশহর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, এছাড়াও দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জাহাঙ্গিরপুর থানা এলাকায়। নিখোঁজ ৩ জনের খোঁজে সোমবার সকালেও তল্লাশি চালানো হয় ওই ক্যানালে।পুলিশ জানিয়েছে, একটি ইকো গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি খালে পড়ে যায়। তাতেই মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। দুর্ঘটনায .মৃত্যু হয়েছে অঞ্জলি, কান্তা ও মনীশের। গাড়ির আরোহীরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আলিগড় যাচ্ছিলেন, বৃষ্টির সময়. গাড়িটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং এই দুর্ঘটনা ঘটে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন

৮ বার তলব এড়িয়েছেন, ইডির মুখোমুখি হতে রাজি কেজরীওয়াল, শর্ত দিয়ে দিনক্ষণ জানালেন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ফের ইডির সমন এড়ালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল। সোমবার তাঁকে তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কিন্তু প্রতিবারের মতোই এবারও তিনি ইডির ডাকে সাড়া দেননি। তবে বিশেষত্ব এই যে, এই প্রথম বার ইডির ডাকে সাড়া দেওয়ার কথা জানালেন তিনি। সোমবার কেজরীওয়াল জানান, আগামী ১২ মার্চের পর তিনি ইডির প্রশ্নের উত্তর দিতে চান। প্রসঙ্গত, এর আগে কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে ইডির তলব এড়িয়েছেন কেজরীওয়াল।কেজরীওয়ালের দল আপের তরফে জানানো হয়েছে, ১২ মার্চের পর ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজিরা দিয়ে ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে চান কেজরীওয়াল। যদিও ইডির বক্তব্য, ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ হয় না। তাই কেজরীওয়ালকে সশরীরেই হাজিরা

দিতে হবে। তলবে সাড়া দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি জানালেও ইডির সমনকে সোমবারও ' বলে কটাক্ষ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কেজরীওয়ালকে অষ্টম বারের জন্য সমন পাঠায় ইডি। তাঁকে ৪ মার্চ ইডি দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল।দিল্লির আবগারি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় পঞ্চম বার ইডির সমন এড়ানোর পর তা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে গত ৩ ফেব্রুয়ারি আবেদন জানানো হয়েছিল। ৭ ফেব্রুয়ারি সেই মামলার শুনানিতে বিচারক দিব্যা মলহোত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন, আদালতে হাজির হয়ে জবাবদিহি করতে হবে আপের প্রধানকে। ঘটনাচক্রে, এই সময়ের মধ্যেই দিল্লির আবগারি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডির তরফে ষষ্ঠ সমন পাঠানো হয় তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি ভার্চুয়াল শুনানিতে হাজিরা দিয়ে কেজরী জানান, দিল্লি বিধানসভায় আস্থাভোট থাকার কারণে তিনি সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে পারছেন না। আদালত তাঁকে আগামী ১৬ মার্চ সশরীরে আদালতে হাজিরা দেওয়ার অনুমতি দেয়।ন্তদিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় এখনও পর্যন্ত আপের দুই প্রবীণ নেতা, দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া এবং রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংহ গ্রেফতার হয়ে তিহাড় জেলে গিয়েছেন। অভিযোগ, দিল্লি সরকারের ২০২১-২২ সালের আবগারি নীতি বেশ কিছু মদ ব্যবসায়ীকে সুবিধা করে দিচ্ছিল। এই নীতি প্রণয়নের জন্য যাঁরা ঘুষ দিয়েছিলেন, তাঁদের সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছিল। আপ সরকার সেই অভিযোগ মানেনি। সেই নীতি যদিও পরে খারিজ করা হয়।

বিকানের থেকে ফের প্রার্থী মেঘওয়াল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে

বিকানের, ৪ মার্চ ঃ রাজস্থানের বিকানের লোকসভা কেন্দ্র থেকে ফের প্রার্থী হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। বিকানের লোকসভা আসনে মেঘওয়ালের ওপর ভরসা রেখেছে বিজেপি। এই ভরসার জন্য দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। দলীয় কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি।সোমবার সকালে রাজস্থানের বিকানের-এ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, আমি জাতীয় ও রাজ্য নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমার প্রতি আস্থা রাখার জন্য আমি দলীয় কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই। বিকানেরের উন্নয়নে রেল, রাস্তা এবং বিমান সংযোগের মতো অনেক ক্ষেত্রে কাজ করা হয়েছে, কিন্তু কিছু কাজ এখনও বাকি আছে। যা করা হবে। বিজেপি একটি সংগঠন এবং ক্যাডার ভিত্তিক দল, দল যাকে বেছে নেবে সেই প্রার্থীদের দলের কর্মীরা সমর্থন করবে এবং আমরা যেমন বলি, ''ফির এক বার মোদী সরকার, আব কি বার ৪০০ পার''।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষ রাজনীতিতে স্বাগতঃদিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ৪ মার্চ ঃ বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় ইস্তফা দিতে চলেছেন, তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন বলেও শোনা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বললেন, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষ রাজনীতিতে স্বাগত, জনগণের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে এবং একটি পরিচ্ছন্ন রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর মতো সত্যবাদীদের রাজনীতিতে প্রযোজন। সংঃদেশখালি প্রসঙ্গে

বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসটের চাহিদা বাড়ছে

নয়াদিল্লি,৪মার্চ ঃ গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে। স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে। সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার। সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে। প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার)। তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয়। সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই। চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে। ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ। আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে। সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই। বর্তমানে তো এআইই সব। যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে। অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায়। অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও হন্টারটারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না। (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার)। এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয়। ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা। কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায়। একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে। বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি। এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে। এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে। যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম। কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে। ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইটারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে। এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে। যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। চঃিদ্রকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে। বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ। এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি। অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে। তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য। (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়)। ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে। ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও। এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায়। ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে। তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না। যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয়। কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয়। আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত। প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয়। বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উসাহ পাওয়া যায়। অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান। এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয়। কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে। ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া। তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে। চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন। স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায়। চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প। সম্পদই শক্তি। আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে। চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে। তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা। ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে। তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের

তাপসের 'অভিমান' ভাঙাতে তড়িঘড়ি বিধায়কের বাড়ি ছুটলেন ব্রাত্য-কুণাল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বেঁকে বসেছেন বরানগরের তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়। গুঞ্জন উঠছে তিনি নাকি বিধায়ক পদ ছাড়তে চলেছেন। সোমবার অথবা মঙ্গলবারই বিধানসভায় বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন এমনই জল্পনা উঠছে। সংকট কাটাতে সাতসকালে তাপস রায়ের বাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের দূত। দলের প্রবীণ বিধায়কের সিদ্ধান্ত বদল ও অভিমান কাটাতে সকালেই তাপস রায়ের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং কুণাল ঘোষ। কুণাল ঘোষ এদিন বলেন, আমি প্রায়ই তাপসদার বাড়িতে আসি। আজও এসেছি। নানা বিষয়ে গল্পগুজব হয়। তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতাই এটাকে নিতান্তই সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে বর্ণনা করেছেন। তবে আলোচনা এখনও চলছে। সেখানে কী কথাবার্তা হল, তার জন্য অপেক্ষা আর কিছুক্ষণের।বেশ কিছুকাল ধরেই রাজ্যের প্রবীণ বিধায়ক তাপস রায় দলবিরোধী কথাবার্তা বলছেন। দলীয় নেতৃত্বকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন বরানগরের বিধায়ক। তাঁর প্রতি দলীয় 'বঞ্চনা'র অভিমানের সুরও শোনা গিয়েছে তাপসের মুখে। সম্প্রতি কলকাতা উত্তরে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভার টিকিট দেওয়ার বিরোধিতা করে আসরে নামেন। তার পর থেকেই তাঁর সম্পর্কে দলের ভিতরে-বাইরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল দলত্যাগের সম্ভাবনা নিয়ে।রবিবার থেকে সেই জল্পনা আরও আকার নিতে শুরু করে। আর তা থেকেই এদিন সকালেই তাপস রায়ের বউবাজারের বাড়িতে চলে যান ব্রাত্য বসু ও কুণাল ঘোষ। তৃণমূল সূত্রে শোনা যাচ্ছে, তাপস রায়কে লোকসভা ভোটের আগে দলত্যাগ না করতে বোঝাতে পারেন তাঁরা। কারণ তাঁর মতো দীর্ঘদিনের মমতা-অভিষেকের সৈনিক দল ছাড়লে সাধারণ মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে। প্রসঙ্গত, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী হওয়ার বিরোধিতা করে দলের ভিতরে গত দু-তিন ধরে হাওয়া তৈরি হয়েছে। ক্রমশ তা ঝড়ে পরিণত হতে চলেছে। এই অবস্থায় তাপস রায় দলকে বাজিয়ে দেখতে চাইছেন কিনা তা নিয়ে দলের অন্দরেও আলোচনা শুরু হয়েছে।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেকদিন ধরেই তাপস রায় তার বরানগর কেন্দ্রে যাচ্ছেন না। উত্তর কলকাতা তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা জায়গা। ফলে সুদীর্ঘকাল বিধায়ক পদে থেকে এবার নতুন ময়দানে খেলার বাসনা হয়েছে কিনা তা সময়ই বলবে। তবে এদিনের আলোচনায় শেষ পর্যন্ত কী বেরিয়ে আসে, তার উপর নির্ভর করছে তাপস রায়ের রাজনৈতিক ভবিষ্য।

বিচারপতি গাঙ্গুলির ইস্তফার কথা শুনে,'গুরু'কী বললেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

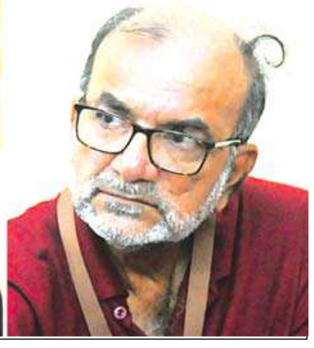

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় পদত্যাগ করবেন, এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মঙ্গলবার পদত্যাগ করবেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদ থেকে। খবর প্রকাশ্যে আসতেই অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনীতি-যোগ নিয়েও শুরু হয়েছে তীব্র জল্পনা। এই খবর শুনে ' বিস্মিত'বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশঞ্জন ভট্টাচার্য। বিকাশবাবুকে বিভিন্ন সময় এজলাসে গুরু বলে স্বীকার করেছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এমনকী তমলুক (Tamluk) অথবা দক্ষিণ কলকাতা, দমদমের মতো কোনও লোকসভা (আসনে প্রার্থী হতে পারেন বলেও দাবি করছেন কেউ কেউ। কিন্তু এখানেই উঠে এসেছে বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ। যাঁর সঙ্গে অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক নিয়ে চর্চা হয়েছে বিস্তর।এ প্রসঙ্গে কী বলছেন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গুরু' বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য?তিনি বলেন, আমি মনে করি না উনি বিজেপিতে যোগ দেবেন। বিজেপির হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলে মনি করি না, এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। যা জল্পনা-কল্পনা চলছে এর মধ্যে আমি নেই। বর্ষীয়ান আইনজীবীর দাবি, ওঁ তো নিজে মুখে বলেননি বিজেপিতে যাবেন, কেন ওঁকে অভিযুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে! উনি তো বাচ্চা নন, যা করেছেন বা যা করবেন ভেবেই করবেন। বিচারপতির সঙ্গে কথা বলবেন বিকাশ? তিনি জানান, আমি কেন ওঁর সঙ্গে কথা বলব, উনি যদি মনে করেন আমার সঙ্গে কথা বলবেন তো বলবেন! আমি আবার বলছি, কোনও কল্পনার মধ্যে আমি নেই, উনি যা করবেন ভেবেই করবেন, প্রবীণ মানুষ। বুদ্ধিমান মানুষ। একদা বামেদের সঙ্গে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের ' নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। বিকাশ কি বিশ্বাস করেন উনি বিজেপিতে যাচ্ছেন? সিপিএম নেতার দাবি, আবার বলছি, কোনও জল্পনায় আমি নেই। যাঁরা আছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন। তবুও আমার ধারণা উনি বিজেপিতে যাবেন না হয়ত।উল্লেখ্য, রবিবার নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায। তিনি জানান, মঙ্গলবার পদত্যাগপত্র জমা দেবেন রাষ্ট্রপতির কাছে। রাজনীতিতে যোগদানের কথাও স্পষ্টভাবে জানান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, রাজনীতিতে যোগ দেব কি না, তা সময়ই বলবে। তবে ক্ষমতাসীন দলের নানা মামলায় আমার রায় পছ ন্দ না হলেই যেভাবে আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়েছে, আমাকে বলা হয়েছে, ময়দানে নামতে। তা ভেবেই আমি ময়দানে নামতে চাই। দেখা যাক! তবে কি প্রার্থী হবেন? তাতে বিচারপতির উত্তর, সেটা আমার উপর নির্ভর করে না। মঙ্গলবার যা বলার বলব।

শুধুই উদ্বোধন, ৬ মার্চ গঙ্গার নীচে মেট্রো চড়বেন না মোদি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। আগামী বুধবার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড রুটের উদ্বোধন। ওই দিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।শুধু উদ্বোধন নয়, গঙ্গার ২৮ মিটার নীচ দিয়ে ঐতিহাসিক মেট্রো সফরেরও সাক্ষী থাকতে চান প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুধু পতাকা নেড়েই তাঁকে ফিরে যেতে হবে। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের (এসপিজি) কর্তারা এসপ্ল্যানেড স্টেশন পরিদর্শনে যান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন লালবাজার, পূর্ত, কলকাতা পুরসভা, দমকল সহ একাধিক রাজ্য সরকারি দফতরের আধিকারিকেরা। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই বুধবার প্রধানমন্ত্রীকে মেট্রো সফর না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর তা মেনেই এসপ্ল্যানেড স্টেশনে নেমে মেট্রো উদ্বোধন সারবেন মোদী। সেখান থেকেই কবি সুভাষ-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবির মো।) এবং তারাতলা-মাঝেরহাট মেট্রোর উদ্বোধন করার কথা রয়েছে মোদীর।এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ৪.৮ কিলোমিটার এই রুট নিয়ে উসাহের শেষ নেই। গ্রিন লাইনের এই মেট্রো রুটে জলের ২৬ মিটার নীচ দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছোবেন যাত্রীরা। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৮.৭৯ মিটার নীচে অবস্থিত। এই স্টেশনের আয়তন প্রায় ৩৬ হাজার ১৫৪ বর্গমিটার। রাস্তা থেকে লিফ্ট কিংবা এসক্যালেটর চা চারটি প্ল্যাটফর্ম বিশিষ্ট এসপ্ল্যানেড স্টেশনে মেট্রোয় ওঠার জায়গায় পৌঁছতেই প্রধানমন্ত্রীকে প্রায় ২০০ মিটার হাঁটতে হবে। আর মেট্রোর উদ্বোধনের পরই মোদী রেসকোর্স থেকে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে বারাসাতে আরও একটি কর্মসূচিতে অংশ নিতে যাবেন। সেক্ষেত্রে মেট্রো চা হাও।। ময়দানে পৌঁছে তাঁকে সময়ে ফিরিয়ে আনা যথেষ্ট কঠিন। তাই শুধুমাত্র উদ্বোধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৫মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৫মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২১ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদে৪শঃ২১ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২১ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার। জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। অর্থ-সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে আপনার স্ত্রী স্ত্রীর সাথে আপনার বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃষভ রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে পারে। এগুলির হাত থেকে মুক্তি
মিথুন রাশিঃসীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। আপনার ভ্রমণ হবে।
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায .রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান
সিংহরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযঃেগ করে থাকেন
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃসুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়।
কুম্ভ রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি।
মীন রাশিঃপ্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের

শাহজাহান মামলায় আগ্রহ হারাচ্ছে ইডি? সিআইডির তলবে কোর্টে যাবে ইডি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালিতে ঠিক কী হয়েছিল ৫ জানুয়ারি? তা জানতে ইডি কর্তা গৌরব ভারিলকে তলব করেছিল সিআইডি । কিন্তু হাজিরা দিলেন না তিনি। আগামী মঙ্গলবার ফের তাঁকে তলব করা হয়েছে বলে খবর। সিআইডির ডাকে ভবানীভবনে নয়, আদালতে যাবে তারা, রবিবার এমনটাই জানা গিয়েছে ইডি সূত্রে। ইডি সূত্রের খবর, তারা সিআইডির ডাকে হাজির হতে চায় না। তাদের দাবি, উচ্চ আদালতে ওই মামলা বিচারাধীন। তা ছাড়া ইডির অভিযোগের পরে যে এফআইআর হয়েছে, তার ভিত্তিতে শাহজাহানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই এফআইআর-এর উপরে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ রয়েছে। ইডির এক কর্তার কথায়, উত্তর ২৪ পরগনার ন্যাজাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ওই মামলায় পুলিশের তদন্তকারী অফিসার একপ্রস্থ ইডির অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। ফের সিআইডি তলব করেছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই মামলা বিচারাধীন থাকায় বয়ান রেকর্ডের জন্য ইডির সেই ডেপুটি ডিরেক্টর রবিবার হাজির হননি। ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণ-সহ বিভিন্ন নথি নিয়ে তাঁকে আসতে বলা হয়েছিল বলে সিআইডি জানিয়েছিল। সেই নথিও ইডির তরফে কেউ সিআইডিতে জমা দেননি বলে সূত্রের খবর। একটি সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার তাঁকে আসার জন্য ফের নোটিস পাঠানো হয়েছে। ইডি সূত্রের দাবি, এ নিয়ে আদালতে তারা তাদের বক্তব্য পেশ করবে। গত ৫ জানুয়ারি, রেশন বণ্টন দুর্নীতির তদন্তে ইডির একটি দল উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা (এখন বহিষ্কৃত) শাহজাহানের বাড়িতে গেলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার বদলে তাঁদের উপরে হামলা চালানো হয়। যার নেপথ্যে শাহজাহানই ছিলেন বলে ইডি সূত্রের দাবি। ওই ঘটনায় তিন জন ইডি অফিসার-সহ সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা জখম হন। ন্যাজাট থানায় শাহজাহানের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন ইডির ওই ডেপুটি ডিরেক্টর। ঘটনার দিন কাদের সঙ্গে শাহজাহানের কথা হয়েছিল বা কাদের মদতে শাহজাহান লুকিয়ে ছিলেন, তা জানতে তাঁর দু'টি মোবাইলের কল ডিটেলস বড় হাতিয়ার হতে চলেছে সিআইডির। একটি সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে যাঁরা শাহজাহানকে পালাতে বা ওই দিন হামলা চালাতে সাহায্য করেছিলেন বলে অভিযোগ। ৫৫ দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পরে গত বুধবার রাতে মিনাখাঁ থেকে শাহজাহানকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ। তার পরেই ন্যাজাট থানার ওই মামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় সিআইডির হাতে। বসিরহাট আদালত শাহজাহানকে দশ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়ার পরেই তাঁকে নিয়ে আসা হয় ভবানীভবনে। সেখানেই পাঁচ তলায় তাঁকে সাধারণ বন্দিদের সঙ্গে রাখা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে হাওড়া পুরনিগম এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ মার্চ ঃ জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে হাওড়া পুরনিগম এলাকায়। পুরনিগম সূত্রে জানা গেছে, জরুরি ভিত্তিতে হাওড়া পুরনিগম এবং কেএমডিএ দ্বারা হাওড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে জল সরবরাহ করার পাইপ লাইনের বিবিধ কাজের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার ৭ই মার্চ, ২০২৪ দুপুর ১২.৩০টা থেকে পরেরদিন অর্থা শুক্রবার ৮ই মার্চ, ২০২৪ সকাল ৫.৩০ পর্যন্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সব ওয়ার্ডে (১ থেকে ৫০) জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। ৮ই মার্চ ২০২৪ শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে সমস্ত ওয়ার্ডে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে পুরনিগম সূত্রের খবর।

রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ঝাঁঝালো অ্যাসিড, আতঙ্ক হাওড়ার চার্চ রোডে, ঘটনাস্থলে দমকল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ মার্চ ঃ রাস্তায় অ্যাসিড ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক হাওড়ার চার্চ রোডে। সোমবার দুপুরের ঘটনা। পাশেই বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প।ড়ুয়ারা অ্যাসিডের ঝাঁঝাঁলো গন্ধে অসুস্থ বোধ করতে থাকে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়া অ্যাসিড দ্রুত রাস্তা থেকে ধুয়ে ফেলা হয়। পুলিশ ওই রাস্তা ব্যারিকেড করে যান চলাচল সাময়িক বন্ধ করে দেয়। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। জানা গেছে, একটি গাড়ি করে অ্যাসিড নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখনই ড্রাম থেকে কোনও ভাবে রাস্তায় অ্যাসিড ছ।য়িে প।ে। ছ।য়িে প।ে ঝাঁঝালো গন্ধ। যদিও যে গাড়িতে করে ওই অ্যাসিড নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই গাড়িটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অর্ধেন্দু মন্ডল বলেন, হঠাৎ দেখছি অ্যাসিড ভর্তি গাড়ি থেকে অ্যাসিড পড়তে পড়তে যাচ্ছিল। গাড়িটি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পালিয়ে যায়। এখানে যতজন ছিল কেউ অ্যাসিডের গন্ধে টিকতে পারেনি। সকলেই পালিয়েছে। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ইঞ্জিন। মানুষ ছোটাছুটি করছিল। সৌভাগ্যক্রমে লোকজন কম ছিল। নাহলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। ঘটনার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী শামিম খান বলেন, এখানে ড্রাম থেকে অ্যাসিড পড়ে গিয়েছিল। এদিন রাস্তায় ভিড় না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে সবাই। এলাকা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। একটা গাড়ি করে এই অ্যাসিড নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র বিষয়ক সচেতনতা শিবির কুলতলিতে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি,৪ মার্চ ঃ এবার সুন্দরবনের জীববৈচিত্র রক্ষায় অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হলো। এবার কুলতলিতে হয়ে গেল জোড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই শিক্ষাকেন্দ্র দু'টির মূল উদ্দেশ্য হল,সুন্দরবনের মানুষের বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা। বাদাবন এবং তার জীববৈচিত্র সম্পর্কে পরিচিতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই অভিনব পদক্ষেপ নেওয়া হয় সুন্দরবনে। সৌজন্যে, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ বিষয়ক সংস্থা 'টাইগার ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া' (ডব্লিউটিআই) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিমপীঠ লোকমাতা রানি রাসমণি মিশন। রাষ্ট্রপুঞ্জ অনুমোদিত পরিবেশ এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সংস্থা আইইউসিএন, রাজ্য বন দফতর এবং পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের সহযোগিতায় ভারতীয় সুন্দরবনে প্রথম বারের মতো সুন্দরবনের দুটি শিক্ষাকেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের মধ্য-পূর্ব গুড়গুড়িয়া আদর্শ বিদ্যাপীঠ এবং অম্বিকানগর হরিপ্রিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে হয়ে গেল। এই শিক্ষাকেন্দ্র দু'টির মূল উদ্দেশ্য হল, স্থানীয় মানুষজন বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা। এ ছাড়া সুন্দরবন গবেষক অনিমেষ সিংহের বিশেষ সহযোগিতায় সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে 'টাইগার স্কাউট টিম'। যারা ওই দুই বিদ্যালয়-সহ এলাকার অন্যান্য স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সুন্দরবনের গাছপালা, বন্যপ্রাণী নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।সুন্দরবন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউটিআই-এর আধিকারিক সমীরকুমার সিংহ, অভিষেক ঘোষাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভাগীয় বনাধিকারিক (ডিএফও) মিলনকান্তি মণ্ডল, সহ আধিকারিক (এডিএফও) অনুরাগ চৌধুরী,বন দফতরের রায়দিঘির রেঞ্জার শুভায়ু সাহা,নিমপীঠ লোকমাতা রানী রাসমনি মিশনের সম্পাদক অমিতাভ রায়, কুলতলি ও নলগোড়া বিটের বন কর্মীরা সহ কুলতলি ব্লকের যুগ্ম বিডিও সৌরভ দাশগুপ্ত, পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক মৌমিতা ঘোষ সহ আরো অনেকে।এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো হয়।

মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ মার্চ ঃ শনিবার বিজেপির লোকসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হয়েছে। এই রাজ্যের ৪২ টি আসনের মধ্যে ২০ টি আসনের বিজেপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। আর এই ২০ টির মধ্যে দক্ষিন ২৪ পরগনার ২ টি লোকসভা কেন্দ্র জয়নগর ও যাদবপুরের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।জয়নগরে ডাঃ অশোক কান্ডারী ও যাদবপুরে ডঃ অনির্বাণ গাঙ্গুলী। আর সোমবারই যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অধীন জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া হাট এলাকায় মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার, জনসংযোগ কর্মসূচি ও দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডঃ অনির্বাণ গাঙ্গুলী। তিনি এদিন নিজের হাতে দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি জেতার ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানালেন।

নিউবারাকপুরে প্রবীণ নাগরিক সংবর্ধনা ও মিলনোৎসব

দুরন্ত বার্তা নিউবারাকপুর, ৪ মার্চ ঃ রবিবার রাতে নিউবারাকপুর পুরসভার ১৯ নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় অঙ্গনা অনুষ্ঠান ভবন প্রাঙ্গণে ওয়ার্ডের সত্তরোধর্ব প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা সহ এক মিলনোসব আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি মনোজ সরকার সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ও ওযার্ড কমিটির সদস্যরা। মন্ত্রী বলেন খুব ভালো উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই পুরসভার বেশ কিছু ওয়ার্ডে প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে ।প্রবীণ নাগরিকরা অবসরের পর বা বার্ধক্য একাকীত্ব বোধ করেন। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে একটু সম্মানিত করলে নিজেরা গৌরবান্বিত হলাম। প্রবীণ নাগরিকরা আমাদের পথপ্রদর্শক। তাদের চোখে মুখে একটু হাসি ফুটল। নবীন প্রবীণের মেলবন্ধন অটুট থাকবে। পুর প্রতিনিধির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। পুর প্রতিনিধি মনোজ সরকার জানান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহার নির্দেশে ওয়ার্ডের সত্তরোধর্ব একশ প্রবীণ নাগরিকদের উত্তরীয় পরিয়ে ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সমন্বিত কফি মগ প্রীতি তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হল । তৎসহ ওয়ার্ডের নাগরিকদের মিলনোৎসবে প্রীতিভোজ।

বাঁশবেড়িয়ায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল এন্ড স্পিরিচুয়াল সম্মেলন ২০২৪

দুরন্ত বার্তা, বাঁশবেড়িয়া, ৪ মার্চ ঃ ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল এন্ড স্পিরিচুয়াল সম্মেলন ২০২৪ - ব্যবস্থাপনায় লোকনাথ বৈদিক ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি। বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাবলিক লাইব্রেরীতে সারাদিন ধরে মহা জ্যোতিষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের প্রধান কর্ণধার জ্যোতিষ মনোজ মণ্ডল বলেন , একটি মফস্বল শহরে প্রথম জ্যোতিষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে সারা জাগালো। প্রায় ১৭৫ জন ডেলিগেট বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজির হন। এদিন বর্ষিয়ান জ্যোতিষী প্রফেসর ডঃ জগন্নাথ হালদার প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। মোহন্ত শ্রী দীপ্তেরানন্দ মহারাজ, শ্রী রথীন মল্লিক, সুদীপ সেন শাস্ত্রী ঋষভ শাস্ত্রী , প্রফেসর কুশল সেন, সঞ্জয় শাস্ত্রী, দিলদার শাস্ত্রী (পাঞ্জাবি), জ্যোতিষী সরস্বতী চ্যাটার্জী , প্রফেসর ডক্টর সাথি ঘোষাল, আচার্য বেনীমাধব শাস্ত্রী, শ্রীদীপ জ্যোতিষী প্রমুখরা। এদিন প্রত্যেককে উত্তরীয় ফুলের তোড়া , ব্যাচ , স্মারক ,মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। বেঙ্গল টপ টেন বিশিষ্ট জ্যোতিষীদের বঙ্গ গৌরব সম্মান, জ্যোতিষ অনন্য সম্মান, বেঙ্গল টপ টেন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

ভদ্রেশ্বরে রাজ্য কবাডিতে হুগলির জয়জয়কার

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ৪ মার্চ ঃ চন্দননগর কবাডি সংঘ ও ভদ্রেশ্বর কবাডি একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আন্ত জেলা নকআউট অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সের এবং ৫৪ কেজি ওজন ভিত্তিক কবাডি প্রতিযোগিতা দুদিন ধরে মার্চের শনি ও রবিবার ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়ার শ্যামনগর জুটমিলে মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছেলেদের বারটি জেলা দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন খেলার কবাডি উদ্বোধন করেন ১৯৯৮ সালের অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্বজি পালিত। সংগঠনের সম্পাদক রামা শংকর রায় বলেন , একসময় চন্দননগরে কবাডি খেলার পিঠস্থান ছিল। পুনরায় প্রতিশ্রুতিমান কবাডি খেলোয়াড় তুলে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তা এক কথায় সঠিক পদক্ষেপ। এই একটা বিষয়ে অন্য জেলাগুলি থেকে এগিয়েছিলাম। এখন পরিকাঠামোর অভাবে জায়গাটা ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছি। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ফাইনালে ছেলেদের বিভাগে হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মধ্যে খেলা হয়। কোর্টে হুগলির ছেলেরা যথেষ্ট

দাপটের সঙ্গে অনায়াসে মেদিনীপুর কে ঘায়েল করে ৪৮-৪৪ পয়েন্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। এদিন ভালো খেলার সুবাদে হুগলির ছেলে রাজ চৌহান বেস্ট ক্যাচার হয়।। অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেস্ট রেডার হয় শান্তনু মুর্মু। অন্যদিকে মেয়েদের হুগলির সাব জুনিযর দল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্স হয় নদীয়া। এখান থেকে বাছাই পর্ব করে চলতি মার্চ মাসে বিহারের পাটনায় জাতীয় সাব -জুনিয়র খেলতে বাংলা দল যাবে । পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মহিলা দলের খেলোয়াড় কাকলি বিশ্বাস, সম্পাদক ভীম রাম, লাল বাবু সিং, পাপ্পু জয়সওয়াল, সভাপতি প্রবীর চ্যাটার্জী, রঞ্জিত সিং প্রমুখরা।

আবার 'একলা চলো'র ডাক,তৃণমূলের ব্রিগেডের দিনই দেশজুড়ে 'রেল রোকো' কৃষকদের, রবিবার বলেই বাঁচোয়া

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আবারও 'একলা চলো' যাত্রার ডাক দিল কৃষকেরা। দেশ জুড়ে সকল কৃষককে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেন সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতা সরবন সিংহ পান্ধের। ফসলের ন্যায্য দাম সহ একাধিক দাবিতে দিল্লি চলোর ডাক দেয় কৃষকরা। সেই আন্দোলন এখনও চলছে এবং আগামী রবিবার বড় কর্মসূচির ঘোষণা করা হল। ১০ মার্চ 'রেল রোকো'র ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলি। রবিবার কৃষক সংগঠনের দুই নেতা সারওয়ান সিং পান্ধের এবং জগজি সিং ধাল্লেওয়াল জানান, ১০ মার্চ দুপুর বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত দেশজুড়ে 'রেল রোকো' কর্মসূচি করবেন তাঁরা। তার আগেই অবশ্য দিল্লির জন্য মিছিল শুরু হয়ে যাবে তাঁদের। পাঞ্জাব-হরিয়ানার অন্তত ২০০টি কৃষক সংগঠনের তরফে এই অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। যদিও দিল্লি ঢোকার পথে আটকে দেওয়া হয় প্রতিবাদী কৃষকদের। ব্যারিকেড করে দেওয়া হয় সীমান্ত। এমনকি দিল্লিজুড়ে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। কিন্তু কৃষক সংগঠনগুলি নিজেদের দাবিতে অনড়। কৃষক আন্দোলন ঠেকাতে প্রথম থেকেই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে হরিয়ানা প্রশাসন। দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে কৃষকদের। এর জেরে এক তরুণ কৃষক এবং এক পুলিশকর্মীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। কিন্তু কৃষকদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার

তাঁদের দাবি না মানা অবধি তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সেই আন্দোলনকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই এই 'রেল রোকো'র ডাক। ১০ মার্চ নিয়ে এই মুহূর্তে উত্তেজনা ক্রমাগত বা।ছে। ওই দিনটি রাজ্য এবং দেশীয় স্তরে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ, একই দিনে বাংলায় রয়েছে তৃণমূলের বিগ্রেড। অন্যদিকে, ওই দিনই আবার সন্দেশখালিতে বিজেপির সভা হওয়ার কথা। এছাড়া অন্যান্য বিরোধী দলগুলির কর্মসূচি তো আছেই। আগামী রবিবার কলকাতা সহ রাজ্যে এমনিতেই যানজটের সমস্যা হওয়ার কথা। এবার কৃষকদের ডাকে এই 'রেল রোকো'র প্রভাব যদি বাংলাতেও পড়ে তাহলে পরিস্থিতি কেমন হয়, সেটাই দেখার বিষয় হবে। তবে দিনটি যেহেতু রবিবার তাই অনেকের অনুমান, সাধারণ মানুষ খুব একটা নাজেহাল হবেন না। আগামী ১০ মার্চ সকাল ১১ টা থেকে হবে বিগ্রেড সমাবেশ। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা সহ একাধিক বিষয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই সমাবেশ থেকে প্রতিবাদ জানানো হবে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'জনগর্জন সভা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও কৃষকদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বার্তাও দিয়েছেন। ব্রিগেডের মঞ্চ থেকেও তিনি কৃষক আঃেদালন নিয়ে সরব হতে পারেন বলে অনেকের অনুমান। সব মিলিয়ে ১০ মার্চ দিনটি লোকসভা নির্বাচনের আগে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে।

হুগলিতে বাস চালকের দোষেই নিয়ন্ত্রণ হারাল বাস

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৪ মার্চ ঃ এক হাতে স্টিয়ারিং, আরেক হাতে চায়ের ভাঁড় বাস চালকের! নিয়ন্ত্রণ হারাল বাস। প্রাণ গেল এক যাত্রীর। আহত আরও ছয়। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আলিনগরে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম নিলুফা বেগম ইয়াসমিন (৩৫)। তিনি চুঁচুড়ার মনসাতলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে গাছে ধাক্কা মারে। তারপর উল্টো দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের সঙ্গে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চুঁচুড়া তারকেশ্বর ১৭ নম্বর রুটের বাসটি যাত্রী নিয়ে তারকেশ্বর থেকে চুঁচুড়ায় ফিরছিল। আলিনগরে একটি ত্রিপল কারখানার কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গাছে ধাক্কা মারে। ডানদিকে কাটিয়ে রাস্তায় উঠতেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। গাছে ধাক্কা এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোয় বাসের যাত্রীরা অনেকেই আসন ছেড়ে পড়ে যান।এক যাত্রী বাসের ঝাঁকুনিতে মাথা বেরিয়ে যায়। ডাম্পারের পিছনে লেগে মাথা থেঁতলে যায়। পোলবা থানার পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। চালক পলাতক। বাসের এক যাত্রী বলেন, বাসটির চালক আলিনগর থেকে চা কিনে চা খেতে খেতে বাস চালাচ্ছিলেন। তাতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।

অবৈধ লেনদেন ঘটেছে মতুয়া মহাসঙ্ঘের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে , তদন্ত চেয়ে ডিজিকে চিঠি মমতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সামনে লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ এসে গিয়েছে বাংলায়। এই আবহে মতুয়া মহাসঙ্ঘের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 'মোটা টাকা লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ। এভাবেই জমা পড়েছে কোটি টাকা বলে অভিযোগ তুলে তদন্ত চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে চিঠি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। সম্প্রতি তিনি ওই চিঠিটি পাঠিয়েছেন বলে মতুয়া মহাসঙ্ঘ সূত্রে খবর। চিঠিতে মমতাবালা লিখেছেন, আইনত ' ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ' মমতাবালা ঠাকুরের। প্রয়াত বীণাপাণি দেবী স্বাক্ষর করে তাঁকে সেই দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। ' বেঙ্গল সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন' আইন অনুযায়ী তাদের একটি দফতর রয়েছে সল্টলেকে। যে কারণে একটি নির্দিষ্ট 'আইন অনুযায়ী মতুয়া মহাসঙ্ঘের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের আয়ব্যয়ের হিসাব প্রতি বছর আয়কর রিটার্ন হিসেবে জমা দেন তিনি। সম্প্রতি তিনি জেনেছেন, ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ' ভাবে বিপুল অর্থ জমা পড়েছে। তাই ওই বিষয়ে তদন্ত চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে চিঠি লিখে তদন্তের আবেদন জানাচ্ছেন তিনি। রাজ্য পুলিশের ডিজিকে অভিযোগপত্র পাঠানোর কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সাংসদ মমতাবালা। সম্প্রতি ওই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে। সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ কী ভাবে মতুয়া মহাসঙ্ঘের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এল, তা নিয়েই তদন্ত চান তৃণমূলের এই রাজ্যসভার সাংসদ। মতুয়া মহাসঙ্ঘের 'এই নিয়ে বনগাঁর ঠাকুর পরিবারের বিবাদ সর্বজনবিদিত। এক দিকে রয়েছেন প্রয়াত কপিলকৃষ্ণ

ঠাকুরের স্ত্রী মমতাবালা। অন্য দিকে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন ত্রাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর ও তাঁর দুই পুত্র। মমতাবালা রয়েছেন তৃণমূলে। মঞ্জুলের পরিবার এখন আবার যুক্ত বিজেপির সঙ্গে। ওই অভিযোগের বিষয়ে রাজ্য পুলিশ এখনও কোনও পদক্ষেপ করেছে বলে প্রকাশ্যে কিছু জানা যায়নি। তবে বিষয়টি যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যুযুধান দুই পক্ষের রাজনৈতিক লড়াইয়ের অঙ্গ, তা রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকেরা বুঝতে পারছেন। লোকসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোটের দখল কারা রাখবে, পাঁচ বছর আগের মতোই মতুয়ারা ঢেলে বিজেপিকে ভোট দেবেন কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা এবং ওই ভোটের অধিকার নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছে। মমতাবালার ওই অভিযোগ সেই লড়াইকে আরও তীব্র করবে।মমতাবালা যেমন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ, তেমনই মঞ্জুলের দুই পুত্র বিজেপির জনপ্রতিনিধি। বড় ছেলে সুব্রত ঠাকুর বর্তমানে গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক। তেমনই ছোট ছেলে শান্তনু বনগাঁর বিজেপি সাংসদ হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য। রাজ্য রাজনীতির কারবারিদের একাংশ মনে করছে, ওই বিপুল পরিমাণ টাকার সঙ্গে মঞ্জুলের পরিবারের যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ করতে পারেন তৃণমূলের সাংসদ মমতাবালা। তাই ডিজির কাছে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশিই প্রকাশ্যেও ওই বিষয়ে অভিযোগ করবেন মঞ্জুলের দুই পুত্রের বিরুদ্ধে। যাঁদের এক জন রাজ্যের বিরোধী শিবিরের বিধায়ক এবং অন্য জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী!

নামখানা ব্লকে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল সমাবর্তন অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ৪ মার্চ ঃ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল সমাবর্তন অনুষ্ঠান ২০২৪ । সৃজনী আর্ট এন্ড কালচারাল একাডেমি আয়োজনে দশ মাইলের মহারাজগঞ্জ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। এই বছরের সমাবর্তন শ্লোগান ছিল ' প্রতিটি শিশুই সৃষ্টিশীলতার আধার। একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীসহ নামখানা ব্লকের প্রায় দুইশতাধিক ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সমাবর্তন উসবে উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের জনপ্রিয় চিত্র শিল্পী অসীম মণ্ডল। শিল্প প্রেমী শিক্ষক প্রবীর পড়ুয়াসহ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী কানাইলাল প্রামাণিক। অনুষ্ঠানে চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধক চিত্র শিল্পী অসীম বাবু বলেন , সৃজনী আর্ট এন্ড কালচারাল একাডেমির এই সমাবর্তনে এক অভিনব বিষয়। আমার শৈল্পিক চেতনায় এক নতুন পালক সংযোজন করেছে তা হল, এক শিশুমন অনেকগুলো গুন প্রকাশের এক মঞ্চ ও তাদের শিল্পী সুলভ আচরণ। অভিনব কৌশলে ছোট ছোট শিশুদের শিল্প সত্বাকে নতুন আঙ্গিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর বিষয়টি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। খুশির এই আবহকে ধরে রাখতে ও আগামীতে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই অঙ্কন যেন বিদ্যমান থাকে। অপরদিকে মহারাজগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন , প্রান্তিক এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এই ধরনের কর্ম প্রয়াসে আমাদের একযোগে এগিয়ে আসতে হবে সকল স্তরের মানুষকে। শিশুমন বিকাশে ছাত্র ছাত্রীদের আরও

উৎসাহ দিতে হবে ও শৈল্পিক শিক্ষন পদ্ধতি আরোও সুন্দর সহজতর হলে আগামী দিনে চিত্র শিল্প নিয়ে চর্চার আগ্রহ বাড়বে। ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত অতিথিবর্গ , অভিভাবক অভিভাবিকারা এলাকায. এই ধরনের সমাবর্তন মিলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নাচ, গান, আবৃত্তি সহ নানান পুরস্কার ও সম্মাননা উপভোগ ও প্রশংসা করেন। আঁকা বিভাগে চতুর্থ বছরের ছাত্রী আগমনী প্রামাণিক বর্ষসেরা ছাত্রী ও বিশেষ সম্মান অর্জন করে । এছাড়াও আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আঁকাতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনের জন্য ৫০ জনকে মেডেল , ট্রফি তুলে দেন কৃতিদের হাতে। সকল ছাত্র ছাত্রীদের সার্টিফিকেট ও মার্কসিট প্রদান করা ওই দিন। ইন্ডিযা বুক অফ রেকর্ড ও ভারত গৌরব সম্মান পুরস্কার প্রাপক একাডেমির অধ্যক্ষ পলাশ দাস সহযোগী সকল শিক্ষক - শিক্ষিকাদের ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিশুমনের শিল্পসত্বার যত্ন ও পরিচর্যা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

উত্তরপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের পথসভা

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ৪ মার্চ ঃ আগামী ১০ই মার্চ রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ব্রিগেড চলো জনগর্জন সভা। এই উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক পথসভা হয় এই পথসভায় কয়েকটি ওয়ার্ডের তৃণমূলের সদস্য ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজি ঘোষ ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল বিশিষ্ট সমাজসেবী ও তৃণমূল কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব সহ নেতৃবৃন্দ। তারা কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ১০০ দিনের টাকা আবাস যোজনার টাকা না দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেন। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন আমরা উত্তরপাড়ায় বেশ কিছু পথ সভা করছি আগামী দশই মার্চ ব্রিগেডে ভিড় উপচে পড়বে সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে ওরা দুই অঙ্কে পৌঁছতে পারবেনা লোকসভার ভোটে। পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন উত্তরপাড়ায় একের পর এক কত সভা হচ্ছে ১০ তারিখ প্রচুর মানুষের ভিড় হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৯৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২১ ফাল্গুন, ১৪৩০

ভারত বিরোধী পাক

ভারত বিরোধীরাই যে পাকিস্তানের গদিতে বসবে এটা আগে থেকেই জানা ছিল। নওয়াজ শরিফের সময়ে ভারতের সঙ্গে কটৈনৈতিক সম্পর্ক ভালোর দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে সেখানকার সেনা প্রধান থেকে শুরু করে জঙ্গিরা পর্যন্ত বিরক্ত প্রকাশ করতে থাকে। নওয়াজ এবং ইমরান খানকে সদি থেকে সরিয়ে দেওয়ার পিছনে কাজ করেছিল সেনা এবং জঙ্গিরা। তারই কৌশল করে নওয়াজতে বিদেশি নির্বাসন দিয়েছিল। এবারে ইমরান খানের পালা। কিন্তু ইমরানকে পাকিস্তান ছাড়া করতে পারবে কিনা সেটা বোঝা খুবই মুশকিল। কারণ ইমরান খানের সমর্থক নির্দল প্রার্থী এবারে বেশি আসন লাভ করেছে. তবুও ইমারানকে বিদেশে নির্বাসন দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না পাকিস্তানের সেনারা। তারা জানে ইমরান থাকা মানেই ভাতরে জয়গান গাওয়া যা পাকিস্তান সেনারা চায় না। জঙ্গিরা তো ভারতের সীমান্ত দখল করে নেওয়া হলে খুশি হয়। পাকিস্তানের হাত থেকে ক্রমশ লাদাখ এবং কাশ্মীর চলে গিয়েছে। সেই রাগে ফুঁসতে শুরু কর দিয়েছে পাকিস্তান প্রশাসন। রাষ্ট্রপুঞ্জে জেনেভা পরিষেদের পাকিস্তান ভারতের দিকে তাক করে কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে দাবি করতে শুর করে দিয়েছিল। সেখানে ভারতের প্রতিনিধি বলেছেন যে ভারতের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হাত দেওয়ার অধিকার নেই পাকিস্তানের। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তা নিয়ে নিরব পাকিস্তান। শাহবাজ যে প্রধানমন্ত্রী হবেন এটা আগেই জানতে পারা গিয়েছিল। এবারে বিলাবল ভুট্টোকে বিদেশ বা স্বরাষ্ট্র দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে বিলাবল ভুটো এখনও মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন না। তবে কূটনৈতিক মহল থেকে বলা হয়েছে যে বিলাবল ভুট্টো আগামি দিনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিলাবল ভুট্টো ভারত বিরোধী রাজনীতিবিদ। ইমরান খানও ভারত বিরোধিতার কথা বলে পাকিস্তানের গদিতে বসেছিলেন এবারে ইমরান ভারতে হয়ে কথা বলে নিজের গদিটাকে হারালো। ভারতের হয়ে কোনও কথা বলা যাবে না। ভারত এদিকে বলেছে যে শাহবাজ যে প্রধানমন্ত্রী পদে বসুক না কেন ভারতের লক্ষ্য থাকবে পাক কাশ্মীর দখল করে নেওয়া। সেই সিদ্ধান্ত থেকে ভারত এক চুলও সরবে না। ভারত এখন ভদ্রভাবে বলছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তান ফেরৎ দিক। তারপরে পাকিস্তানের সঙ্গে কথা হবে। এদিকে নওয়াজ শফির রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করলেও তিনি দলের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে থাকবেন এবং দলের হয়ে সাংসদীয় নেতাও হতে পারেন। ইমরান খানের সমর্থিত নির্দল লোকসভার সদস্যরা এখনও পর্যন্ত সংসদের নেতা ঠিক করতে পারেনি। তবে তাদের মধে আলোচনা চলছে। এদিকে ইমরান খানের সঙ্গে জেলের মধ্যে কথা বলার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ এবং আদালতের অনুমতি চেয়েছেন ইমরান দলের নেতারা। তবে এবারে আদালত এখন কোনও রকম মত দিচ্ছে না। তবে জানতে পারা গিয়েছে যে নয়া পাকিস্তান সরকার তৈরি হয়ে যাওয়ার পরই সরকার এ ব্যাপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে ভারত বিরোধিতা চলতে থাকবে। তা বন্ধ হবে না। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে পাকিস্তানের সরকার গঠনের দিকে তারা নজর রাখতে শুরু করেছে। তবে ভারতের লোকসভার নির্বাচন। এখনই ভারত পাকিস্তানের ব্যাপারে মাথা গলাতে রাজি নয়। ভারতের বিদেশ দফতর বলেছে যে ভারত সরকার সব সময়ে শান্তি চায়। কোনও রকম যুদ্ধ পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে নয় ভারত। তবে যুদ্ধকে যদি চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ভারত তাকে ছেড়ে দেবে না।

বাংলার বিপ্লবী মন্দির

বাংলার বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল। তারা ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে দেশ থেকে তাদেরকে বিতারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল বিপ্লবী অরবিন্দকে নেতা করে। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল অনুশীলন সমিতি। তৃতীয় কেন্দ্রটি ছিল নলিন মিত্রের ১৭০ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। দোতলা বাড়ি। ছাদে চলতো লাঠি খেলা। এখান থেকে বারীন্দ্রকুমার সহ বিপ্লবী দলের সদস্যরা বিকালে পায়ে হেঁটে ১০৮ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে বাড়িতে আসতো। সেখানে লাঠি খেলা এবং ইতিহাস চর্চা করে রাত এগারোটার সময়ে সকলেই বাড়ি ফিরতেন। কেন্দ্রের অর্থাভাব হয়নি। কারণ প্রেসিডেন্ট অর্থ জুটিয়ে দিতেন। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় অর্থাভাবে পড়লেন যতীন্দ্রনাথ। ফলে ১০৮ নম্বর লোয়ার সার্কুলার বাড়িটি তাঁকে ছাড়তে হল। পরিবারবর্গকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন বর্ধমানে শ্বশুর বাড়িতে। নিজে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের একটি মেসে থাকতে লাগলেন। কিছুদিন পরে ১৯০৪ সালে পুজোর ছুটিতে বাংলায় এলেন অরবিন্দ। এ সম্পর্কে লিখছেন বারীন্দ্র কুমার-“যতীনদার ডাকে শ্রীঅরবিন্দ এলেন বাংলা দেশে আমাদের দু-দলের বিরোধ মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন বোধহয় ১৯০৪ সাল। আমার আর অবিনাশের ডাক পড়ল শ্রীঅরবিন্দের কাছে। তিনি তখন এসে নেমেছেন যতীনদার সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ মেসে। তাঁকে একটি ঘর দেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে জানলাম, এতদিনের উদ্দাম কর্মী যতীনদার নিরস্ত থাকেন নাই। ম্যাটসিনিও, গ্যারিবল্ডীর জীবনী-প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও তাঁর ছেলে সুরেন্দ্রকে নিয়ে নূতন করে চাক বেঁধেছেন। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ডেকে বললেন- তোমরা অযথা যতীনকে সন্দেহ করছ।” (অগ্নিযুগ) কলকাতায় আবার আসার পূর্বে বারীন্দ্রকুমার অমরাবতীতে নেমে খাপার্দের সঙ্গে এবং ডাক্তার মুঞ্জের সঙ্গে দেখা করেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। পুজো করলেই শক্তি অর্জন করা যায়। নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা অপরাধ। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ধর্ম গ্রন্থ সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। ঠাকুর বলেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন লাভ।

প্রথমে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে ব্রিটিশ আমল দ্বিধাগ্রস্ত ছিল

বিশেষ প্রতিবেদক

বৃটিশ-পার্লামেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তখন তাঁদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতের ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের মনে আঘাত হানবার জন্য কোম্পানির কর্তারা অনিচ্ছুক ছিলেন বলেই কোম্পানির ১৭৯৩ সালের সনদে ভারতের শিক্ষা-বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তখন বাংলা তথা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য একদিকে যেমন কোম্পানি-সরকারের আনুকূল্যে ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা-চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি লর্ড ওয়েলেসলীর উদ্যোগে কোম্পানির তরুণ ইউরোপীয় কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই কলেজটি কিন্তু খৃষ্টীয় উনিশ শতকে বাংলা গদ্য-বিকাশের প্রথমপর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইংরেজদের ‘প্রাচ্য’-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক লর্ড মিন্টো ১৮১১ সালের ৬ই মার্চ তারিখের ‘মিনিট’-এ ভারতে প্রাচ্য শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহের অভাব দেখা দেওয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে, তখন ভারতীয়দের মধ্যে প্রাচ্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিল, এবং সেটার ফলে শেষপর্যন্ত ভারতের প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থগুলি ক্রমেই বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছিল। মিন্টো জানিয়েছিলেন যে, ইংরেজ সরকার যদি সে বিষয়ে অবিলম্বে কোন সাহায্য না করে, তাহলে পাঠ্যগ্রন্থ ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সমাপ্তি ঘটবে। (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ ৭৫-৭৬) তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, নদীয়ার নবদ্বীপে ও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভাউর নামক জায়গায় সংস্কৃত কলেজ এবং ভাগলপুর ও জৌনপুরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়োজন রয়েছে। মিন্টোর সেই প্রস্তাবে অবিলম্বে কোনো ফল না হলেও কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী উনিশ শতকের ভারতের শিক্ষা-সমস্যার প্রতি আর উদাসীন থাকতে পারেননি, এবং এর ফলে কোম্পানির ১৮১৩ সালের সনদে (Charter Act) ৪৩নং ধারায় ভারতে শিক্ষার প্রসারের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে বলা হয়েছিল, প্রত্যেক বৎসরে ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখতে হবে এবং তা ভারতের শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহদান, সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন এবং ভারতের বৃটিশ-শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের জন্য ব্যয় করা হবে। (Mother Tongue & Equality of Opportunity in Education– B. S. Goel & S. K. Saini– P. 10) কোম্পানির সনদ-আইনের শিক্ষা-বিষয়ক এই ধারাটি দ্ব্যর্থবোধক ও গভীর হতাশাব্যঞ্জক ছিল। কারণ, কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র সমাজের অভিজাতশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেই চিন্তা করেছিলেন। সনদে উল্লেখিত, ‘শিক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহদান’ ও ‘বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন’, এই বাক্যাংশ দুটিকে একত্রে পাঠ করলে এই সত্যিটাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, তখন যাঁরা অর্থ ও বর্ণকৌলীন্যের জোরে সুদূর বৈদিক যুগ থেকে শিক্ষাকে নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তাঁদের জন্যই কোম্পানী-সরকারের যত মাথাব্যথা ছিল; কিন্তু যাঁরা কোনোদিনই শিক্ষার অধিকার পাননি, তাঁরা বঞ্চিত হয়েই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁদেরকে শিক্ষিত করবার বিষয় নিয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়নি; শুধু শিক্ষার ধরন ও ভাষা-মাধ্যম নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। সনদ-আইনে উপরোক্ত দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করবার ফলে সেই টাকা কি ধরনের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে, এবং বাস্তবে শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম কি হবে, সেসব নিয়ে তখন প্রবল মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে থাকা খৃষ্টান মিশনারীদের একাংশের উদ্যোগে মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদান করবার ব্যাপক প্রয়াস শুরু হয়েছিল। বাংলায় থাকা ইংরেজ-ছাত্রদের জন্য উইলিয়ম কেরির উৎসাহে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকেরা যখন বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা (১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল) তখন কেরির অধিনায়কত্বে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেটাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তখন তাঁরা একদিকে যেমন আঞ্চলিক ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও আধুনিক শিক্ষাদানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশ করবার জন্য ১৮০০ সালে বাংলা হরফের ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আধুনিক জ্ঞানের আলো দেশীয় সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সেকাজ সম্ভব নয়, এই অভিমত ব্যক্ত করে ডাঃ জোশুয়া মার্শম্যান ইংল্যাণ্ডের মিশনারী কর্তৃপক্ষের কাছে ‘মিনিট’ পাঠিয়েছিলেন এবং সেই ‘মিনিট’-এ ব্যক্ত অভিমতের উপরে ভিত্তি করেই ১৮১৬ সালে তিনি, Hints relative to the Native Schools together with the outline of an institution for their expansion and management– নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। ভারতবর্ষ তথা বাংলায় আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে সেই ‘মিনিট’ ও পুস্তিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ-আইন গৃহীত হওয়ার পরে ভারতে আধুনিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সর্বপ্রথম মার্শম্যানই তাঁর সেই ‘মিনিট’-এ উপস্থিত করেছিলেন। সেখানে জনশিক্ষার জন্য যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল, সেগুলির অনেকগুলিই পরবর্তীকালে ১৮৫৬ সালে ‘উডের ডেসপ্যাচ’ আইনে গ্রহণ করা হয়েছিল। অবশ্য মার্শম্যানের সেই পরিকল্পনার পিছনে মাতৃভাষার মাধ্যমে বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য থাকলেও তাঁর সেই ‘মিনিট’-এর ঐতিহাসিক মূল্যকে কিন্তু কোনোভাবেই অস্বীকার করা চলে না। কারণ, উনিশ শতকের বাংলার কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা সেই সর্বপ্রথম তাঁর ‘মিনিট’-এ উপস্থিত করা হয়েছিল। নিজের Hints নামক পুস্তিকায় মার্শম্যান বঙ্গদেশে ইংরেজিভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করবার জন্য সেকালের কিছু ব্যক্তির চেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করে লিখেছিলেন, প্রথমেই একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে হলে তাঁদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমেই করতে হবে।

ভারত জাদুকর পিসি সরকার ম্যাজিক বাক্স হাতে নিয়ে জাপান জয় করেন

অনেক পুরোনো দিনের কথা শিয়ালদার সরস্বতী প্রেসে তখন প্রায়ই বিকেলবেলা বসত এক আড্ডার আসর আড্ডার আসরে প্রায়ই যেতেন এক উঠতি জাদুকর নাম প্রতুলচন্দ্র সরকার আর সরস্বতী প্রেসে সেই সময় দরকারি কাগজপত্র ছাপানোর জন্যে প্রায়ই আসতেন সুভাষচন্দ্র বসু। প্রতুলচন্দ্র সরকারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু-র আলাপ সেখানেই। শিক্ষিত বাঙালি হয়েও প্রতুল ব্রিটিশদের গোলামি না করে ম্যাজিক দেখিয়ে স্বাধীনভাবে নতুন কিছু করার চেষ্টা করছেন সেটা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র বসু হয়ে উঠলেন প্রতুলচন্দ্রের সুভাষদা। ধীরে ধীরে দুজনের গড়ে উঠল সখ্যতা..সরস্বতী প্রেসের সেই আড্ডায় প্রায়ই অনেকে প্রতুলচন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করতেন ম্যাজিক দেখাতে। কিন্তু রাজি হতেন না প্রতুল উ বলতেন, ম্যাজিক দেখানো হয় মঞ্চে, এখানে না। অনেক অনুরোধের পরেও সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন প্রতুলচন্দ্র উ নাছোড়বান্দা বন্ধুরা প্রতুলের এইসব যুক্তি মানতেন না। তারা প্রতুলের আড়ালে ধরলেন সুভাষচন্দ্র বসু-কে। ‘আপনি বললে ও দেখাবে উ আপনার কথা অমান্য করতে পারবে না।’ সুভাষচন্দ্র এরপর দুই একবার হালকা অনুরোধ করলেন কিন্তু প্রতুল রাজি হলেন না। একদিন প্ল্যান করা হল, ওকে রাগিয়ে দিতে হবে যাতে বাধ্য হয়ে ম্যাজিক দেখায়। পরিকল্পনামত আড্ডার সময় সুভাষচন্দ্র বললেন, প্রতুল আজ আর মন লাগছে না, একটা ম্যাজিক দেখাও। সবিনয়ে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন প্রতুলচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র বললেন, দেখাবে কি করে ! বড়দের ম্যাজিক তুমি জানো না উ যা দেখাও ওই বাচ্চাদের জন্যেই উ এই কথাতেই কাজ হল। ক্ষেপে গেলেন প্রতুল, বললেন,কি আমি ম্যাজিক জানি না ! দিন আপনার রুমালটা উ এই বলে সুভাষচন্দ্র বসুর রুমালটা নিয়ে দেখালেন বেশ কয়েকটা অসাধারণ ম্যাজিক মুগ্ধ হলেন সুভাষচন্দ্র উ বললেন, প্রতুল একদিন তুমি অবশ্যই বড় হবে,বিশ্বজোড়া খ্যাতি হবে তোমার। তবে তোমাকে একটু রেগে উঠতে হবে,রাগলেই তুমি হবে বিশ্বজয়ী। জাপানে যাওয়ার ব্যাপারটাও প্রতুলচন্দ্র সরকারের মাথায় প্রথম ঢোকান সুভাষচন্দ্র বসু। বারবার বলতেন,ইংল্যান্ড গিয়ে লাভ নেই। ওরা নেটিভদের সম্মান দেয় না। তুমি জাপানে যাও,সম্মান পাবে উ দেখা হলেই প্রতুলকে জিজ্ঞেস করতেন,কবে যাচ্ছ জাপান ? কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না। প্রতুল তখন উঠতি জাদুকর, পরিচিতি নেই,অর্থ নেই। এসব ভাবতে ভাবতেই একদিন চৌরঙ্গী থেকে হেঁটে আসছিলেন প্রতুল। হঠাৎ একটা কালো অস্টিন গাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল। সুভাষচন্দ্র গাড়ি থেকে বললেন,প্রতুল কোথায় যাচ্ছ ? আমার গাড়িতে এসো,আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। প্রতুল প্রথমে রাজি হলেন না। সুভাষচন্দ্র বললেন, আমি বলছি,তুমি এসো। গাড়িতে উঠলেন প্রতুলকে সুভাষচন্দ্র বললেন,শোনো রাসবিহারীর সাথে কথা হল। তুমি জাপান চলে যাও। জাপানে ম্যাজিক দেখিয়ে নিজেও উপার্জন কর,রাসবিহারীকেও কিছু টাকা তুলে দাও। এরপর আর জাপানে যাওয়া নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবেননি প্রতুল উ প্রস্তুতি শুরু করলেন জাপানে যাওয়ার উ তিল তিল করে জমানো পয়সা আর সুভাষচন্দ্র বসুর আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে প্রতুল জাপানে যাওয়ার জাহাজে উঠলেন। যাত্রীবাহী বিলাসবহুল জাহাজে ভাড়া বেশি, তাই মালবাহী জাহাজে চড়লেন প্রতুলচন্দ্র। খদ্দের ডেকের যাত্রী ছিলেন প্রতুল। জাপানে জাহাজ পৌঁছানোর কিছুদিন আগে শুরু হল সামুদ্রিক ঝড় বৃষ্টি। ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন কেবল যাত্রীরাই ভিতরে যেতে পারবেন। ডেকে রাখতে হবে সঙ্গের জিনিসপত্র,বাক্স কিন্তু প্রতুলের কাছে নিজের ম্যাজিক বাক্স ছিল জীবনের সব কিছু। যেহেতু ম্যাজিক বাক্স নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না তাই ম্যাজিক বাক্স আঁকড়ে ধরে ডেকেই বসে রইলেন প্রতুল উ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাক্স আঁকড়ে ডেকেই রাত কাটালেন তিনি। পরদিন সকালে একজন সহৃদয় ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন,আপনি সারারাত এই বাক্সটি আঁকড়ে ধরে বৃষ্টিতে ভিজলেন উ কি আছে এই বাক্সতে উ প্রতুল বললেন,আমার জীবন। এই বাক্স না থাকলে আমার থাকা না থাকা সমান উ প্রতুলচন্দ্রের এই কথা শুনে তখন যাত্রীরা জড়ো হয়ে গেছেন। শুরু হয়ে গেছে জল্পনা। কেউ বলছেন বাক্সে আছে সোনা,কেউ বলছে ওই বাক্সে চালান করা হচ্ছে ব্রিটিশ বিরোধী গোপন নথিপত্র, কারও সন্দেহ ওই বাক্সে আছে পিস্তল বা রিভলভার। অবশেষে আত্মসমর্পণ করলেন প্রতুলচন্দ্র। তবে সজ্ঞানে নয়, অজ্ঞানে। সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর এসে যায় প্রতুলের, বেহুঁশ হয়ে যান প্রতুল। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় জাহাজের ঘরে উ সেখানে কয়েকদিন পর সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি উ ইতিমধ্যে ঝড় থেমে গেছে। জাহাজ পৌঁছে গেছে কোবে বন্দর। প্রতুল তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার ভিসা কোথায়,আর এখানে কি করতে এসেছেন ? প্রতুল বললেন ভিসা নেই,আমি ম্যাজিক দেখাই উ বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতুলকে জাপানে ঢুকতে বাধা দিলেন। প্রতুল বললেন,আমাকে যেতে হবেই,আমি লিখে দিচ্ছি আমি ম্যাজিক দেখাবো না কিন্তু শুধু আমাকে দেশে ঢোকার অনুমতি দিন ।বন্দর কর্তৃপক্ষ নতুন ভিসা দিল আর উপরে লিখে দিল ম্যাজিক দেখিয়ে ব্যবসা করা যাবে না। সেই ভিসা নিয়ে জাপানে প্রবেশ করলেন প্রতুল উ প্রতুলকে সেইসময় সাহায্য করেছিলেন এক প্রবাসী বাঙালি ভদ্রলোক। তিনি খবর নিয়ে জানতে পারলেন তিনদিন পর ম্যাজিশিয়ান ক্লাবে জাদুকরদের এক সভা বসছে উ তবে জাপানি জাদুকরদের নাক উঁচু উ ওরা বিদেশীদের পাত্তা দেয় না উ প্রতুলকে নিজের প্রতিভায় জয় করতে হবে ওদের মন। প্রতুল নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছালেন সেই সভায় জাপানের জাদুকররা মানতে চাইলেন না প্রতুল জাদুকর। প্রতুল বললেন তাঁর ম্যাজিক বাক্স চুরি হয়ে গেছে। জাপানি ম্যাজিশিয়ানরা বললেন,আপনি ম্যাজিক দেখান। আমরা আপনার সব শো-র ব্যবস্থা করে দেব। ১৯৩৭ সালের ২০ জুন প্রতুলের প্রথম শো হল জাপানে। দেখালেন বিখ্যাত খেলা এক্স-রে আই। প্রথমে ময়দার তাল তারপর রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হল প্রতুলের। কিন্তু এরপরেও সামনের বোর্ডে যা লেখা হল সব বলে দিলেন প্রতুল। হুলস্থুল পড়ে গেল জাপানে। অনুরোধ এল এই খেলা আবার দেখাতে হবে। ২৬ জুন আবার শো হল। শো হাউসফুল। জাপানে ম্যাজিক দেখিয়ে যে টাকা উপার্জন করেছিলেন তাঁর বেশিরভাগটাই তুলে দিয়েছিলেন রাসবিহারী বসুর হাতে। পরবর্তীতে ম্যাজিক দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে... প্রতুলচন্দ্র সরকার শুধুই জাদুকর ছিলেন না, ছিলেন জাদুকরের বেশে এক বিপ্লবী..!

‘সঙ্গীত জগতে ভি বালসারা ছিলেন আমাদের কাছে একটি দুর্লভ পরশ পাথর’

কঙ্কণ ভট্টাচার্য

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় গান বাজনা নিয়ে ঠেলে গুঁতিয়ে লড়ে যেতে যেতে আমার কিছু উপলব্ধি হয়েছে। একজন সঙ্গীত কর্মীর জীবন মানেই যেখানকার যা ভালো লাগা, তা কুড়িয়ে কাচিয়ে নিয়ে কিছু শেখা, কিছু কাজে লাগানো। পিট সিগার তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইয়ে বলেছেন আসলে একজন সঙ্গীতস্রষ্টার সৃষ্টির শতকরা নিরানব্বই ভাগ উপাদানই ঐতিহ্য থেকে নেওয়া জিনিস। অবশিষ্ট একভাগ নিজের ভাবনাজাত উপাদান, যাঁরা সৃষ্টিতে দান করতে পারেন তাঁরাই কালজয়ী স্রষ্টার স্বীকৃতি পান। কিন্তু ওই ‘একভাগ’ এক মহা মূল্যবান জিনিস। সেটি মাত্র কয়েকজনই দিতে পারেন। লুইডিগ ভ্যান বিটোফেন থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে সলিল চৌধুরীরা সেরকম মানুষ। তাই এঁরা ইতিহাস। আমরা যারা অতি সামান্য, কিন্তু সঙ্গীত জীবন যাপন করি, তারা কোন হিসেবেই আসি না। আসলে আমরা সঙ্গীত সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়ানোর দল মাত্র। যেমন আমি, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে কত সাগরের তীরে যে নানা রঙের উজ্জ্বল পাথরের টুকরো সংগ্রহ করেছি তার হিসাব নেই। সেই নামহীন মণি মুক্তোগুলো কখন আমার নিজের জিনিস হয়ে গেছে তা বুঝতেও পারিনি। এই রকম এক সমুদ্রের নাম ভিয়েস্তাপ আদের্শির বালসারা, যিনি ভি বালসারা নামেই সমধিক পরিচিত। একই সঙ্গে কলকাতার সঙ্গীত জগতে তিনি সবার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ‘দাদা’, সেই সঙ্গে আমারও।

দাদার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় ১৯৮৬ সালে। সে বছর ‘মে দিবস’এর শতবর্ষ পালিত হচ্ছিল। এই উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর মে দিবস নিয়ে সৃষ্ট নির্বাচিত বাংলা গানের একটি ক্যাসেট প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়। সেই তালিকায় প্রবীণ গণসঙ্গীত স্রষ্টা গনেশ চক্রবর্তীর ‘বিশ্ব শ্রমিক আমরা মে দিবসে’ নামে একটি গান নির্বাচিত হয়েছিল। দল তৈরি করে গানটি শিখিয়ে সঙ্গীত আয়োজনের দায়িত্ব ছিল আমার। সে সময় আমি সবে গানে সঙ্গীত আয়োজনের কাজে হাত দিয়েছি। বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবু সাহস করে এই দায়িত্ব নিয়েছিলাম। রেকর্ডিংয়ের দিন এইচ এম ভি ষ্টুডিওতে পৌঁছে দেখি পুরো রেকর্ডিংয়ের পরিচালক এবং সঙ্গীত আয়োজক ভি বালসারা। দেখে আমার অবস্থা খারাপ। তবু সাহস করে আমার করা সঙ্গীত আয়োজনের কর্ডচার্ট সহ স্বরলিপি ওনার হাতে দিয়ে বললাম, দাদা আমি এটা করে এনেছি। যদি মনে করেন চলবে, এটা ব্যবহার করতে পারেন। আর যদি না চলে আপনাকেই কিছু করে দিতে হবে। দাদা কাগজ হাতে নিয়ে এক ঝলক দেখে বললেন, বাহ এটাই তো চাই। তুমি নিজে ভেবে কাজটা করেছ, এটা কম নাকি। এই যে দশটা গান হচ্ছে, তুমি ছাড়া কেউ কিন্তু এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আনেন নি। এটা শুধু চলবে না, দৌড়বে। এত আন্তরিকভাবে উনি কথাটা বললেন যে আমার সব ভয় কেটে গেল। আমি আবেগে ওনাকে জড়িয়েই ধরলাম। এবার উনি আমার করা যন্ত্র বিভাজন অনুযায়ী রিহার্সাল শুরু করলেন। চলতে চলতেই আমাকে ডেকে বললেন, তোমার একটু অনুমতি চাই। তুমি এখানটায় ‘বাঁশী’ লিখেছ, আমার মনে হয় এটা ‘ট্রাম্পেট’ হলে আর একটু বলিষ্ঠ হয়, কারণ তুমি কিছু স্ট্যাকাটো নোট লিখেছ যেটা বাঁশীর থেকে ট্রাম্পেটেই ভালো আসবে। আর এইখানে তুমি ডি মেজর কর্ড দিয়েছ, ওটা চলবে, কিন্তু যদি অনুমতি দাও আমি এটা এফ সার্প মাইনর করি। ওটা মনেহয় গানের মেজাজটা আরও ভালো ধরতে পারবে। আমি বললাম, দাদা আমাকে লজ্জা দেবেন না। এবার দেখলাম, সামান্য পরিবর্তনে গানটির মেজাজটাই জমজমাট হয়ে গেল। সেদিন বুঝলাম কত বড় হলে একজন মানুষ এভাবে একজন তরুণ পরিচালকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আরও অনুভব করলাম কি অসাধারণ কান থাকলে একবার শুনেই গানের মেজাজ এভাবে ধরে ফেলা যায়। আরও শিখলাম, কর্ড মানে গানের পর্দাগুলো ব্যবহার করে যাহোক তাহোক কিছু কর্ড লেখা নয়, কর্ড মানে একটা আলাদা রঙ, একটা মেজাজ। যা পেলাম সেটা আমার আজীবনের শিক্ষা হয়ে রইল। সবশেষে বুঝলাম, কেন উনি সবার এত প্রিয় ‘দাদা’। এর পরের অভিজ্ঞতা আরো রোমাঞ্চকর। ১৯৮৯ সাল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দুর্গাপূজা উপলক্ষে ক্যাসেটের রেকর্ডিং চলছে। (ক্রমশ)

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় মঞ্চস্থ ‘বাঁশি’ নৃত্যানুষ্ঠান ‘আনন্দ চন্দ্রিকা’র

‘আনন্দ চন্দ্রিকা’ গোষ্ঠী’র পরিচালিকা নৃত্য গুরুমা অমিতা দত্ত এবং তাঁর সম্প্রদায় রবীন্দ্র সদনে ‘বাঁশি’ নামক একটি মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করলেন। দোল উৎসব দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত। ঠিক সেই মুহূর্তে কৃষ্ণনামকে স্মরণ করেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। রাধা, মীরা এবং বৃন্দাবন সহ আধুনিক কৃষ্ণপ্রেমের যে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে তাকে শিল্পিক রূপ দিস আনন্দ চন্দ্রিকার শিল্পীরা। নৃত্যানুষ্ঠিানে মোট আটটি গান ছিল- ‘শ্যাম তেরি বংশী, গহণ কুসুম, সখী ও, বাঁশী কেন গায়, ওগো শোন, ডাকাতিয়া বাঁশী, এখনও তারে, বাঁশি শুনে কি ’। বাংলায় রাধা- কৃষ্ণ প্রেম ধর্মের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন নবদ্বীপের পণ্ডিত চৈতন্যদেব। তিনিও মাঝে মধ্যে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বৈষ্ণব সঙ্গীতে

অংশ গ্রহণ করতেন। ‘বাঁশি’ নৃত্যানুষ্ঠানকে মঞ্চস্থ করতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন অমিতা দত্ত, শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়, রায়না পাইন, পম্পা রায় বিশ্বাস, পম্পা পাল, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, স্বর্ণালি মৌলিক, বিদিশা জানা, ঐশ্বর্য ভদ্র, মঞ্জিমা রায় প্রমুখ। এই নৃত্যশৈলীর ধারনা, নির্দেশনায় পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন গুরুমা অমিতা দত্ত। শব্দে ছিলেন চন্দ্রচূড় ভট্টাচার্য। শ্রীঅরবিন্দ ভবন, রবীন্দ্র তীর্থ, মুকুল ছন্দ, বিচিত্রিতা এবং নৃত্যাশ্রমের খুদেরাও অংশ গ্রহণ করে। ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বাংলায় ভারত সরকারের সংস্কৃত মন্ত্রণায়ের সহযোগিতায় ‘ধূমকেতু’র ৮ম বর্ষ পুতুল উৎসব

ছোটবেলায় পুতুল নাচ দেখানো হতো স্কুলে স্কুলে। সরকার থেকেই তার উদ্যোগ গ্রহণ করা হতো। আজকেও তা করা হয়। তবে অতি সামান্য। এই বাংলায় পুতুল নাচকে নতুন আঙ্গিকে পরিণত করেছেন তাঁর নাম দিলীপ মণ্ডল। তিনি একা নন, তাঁর একটি দলও রয়েছে। সেই সংস্থার নাম হচ্ছে ‘ধূমকেতু’। কলকাতার দ্য ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ইন্সটিটিউটের প্রেক্ষাগৃহে ৮ম জাতীয় পুতুল উৎসব পালন করা হল। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে সহযোগিতা করা হয়েছিল। পুতুলনাচে যেসব সংস্থা অংশ গ্রহণ করে- ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার, সংবেদন, সুরজিৎ আকাদেমি, ক্রিয়েটিভ পাপেট থিয়েটার ট্রাস্ট, মিউজিক ক্রেজ, আশা নিকেতন, দমদম প্রয়াস, বারুইপুর নৃত্যলোক এবং রংতাল থিয়েটার। দুইদিন ব্যাপী এই জাতীয় নৃত্য উৎসব পালন করা হয়। শিশুরা আনন্দ উপভোগ করে

নেট পরীক্ষায় পার্সেন্টাইলে প্রথম র‍্যাঙ্কার রামপুরহাটের আনিসুর হক, গবেষণা করলে ভূগর্ভস্থ জল তার পছন্দ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ মার্চ ঃ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে র‍্যাঙ্ক না করতে পারলে, মেডিক্যাল - ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ক্র্যাক না করতে পারলে বা নিদেন পক্ষে স্নাতকস্তরে কাঙ্ক্ষিত পছন্দসই বিষয় না পেলে অনেকেই হতাশ হন। কিন্তু ভালো কিছু করার তীব্র ইচ্ছে থাকলে এবং পাশাপাশি লক্ষ্য সঠিক রাখলে শেষ বিজয় সম্ভব। তার উদাহরণ রামপুরহাট হাসপাতাল পাড়ার বাসিন্দা আনিসুর হক। সর্বভারতীয় নেট পরীক্ষায় পার্সেন্টাইলে প্রথম র‍্যাঙ্ক করে আজ বীরভূমের গর্ব আনিসুর। বাবা ফজলুল হক কমপ্রেহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী এবং মা হাসনেহারা খাতুন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এএনএম কর্মী। বড় দিদি তনুজা জুলেখা সিউড়িতে সরকারি নার্সিং কলেজের শিক্ষিকা। জানা গেছে, জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলে পড়াশোনা করে সে। সি বি এস সি বোর্ডের অধীন মাধ্যমিকে ২০১৩ সালে সি জি পি এ তে নয় দশমিক চার পেয়ে উত্তীর্ণ হয় আনিসুর। ২০১৫ সালে উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৮০ শতাংশ মার্কস পান। মাঝে একটি বছর নষ্ট হয়। মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরীক্ষা দেন তিনি। তবে সেখানে সাফল্য আসে নি। তারপর ২০১৬ সালে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হন তিনি। প্রায় ৭৪ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তরে চুয়াত্তর শতাংশের সামান্য কিছু মার্কস পান তিনি। গেট পরীক্ষা দিয়ে তিনি আইআইটি খড়গপুরে এম টেক করেন। ইতিমধ্যে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে নেট পরীক্ষায় বসে। সদ্য প্রকাশিত ফল প্রকাশে পাঁচ হাজার নয় শত বিয়াল্লিশ জনের মধ্যে সারা দেশে প্রথম র‍্যাঙ্ক করেন তিনি। আনিসুর জানান, আগে কোন পরীক্ষায় তিনি কোনো র‍্যাঙ্ক করেন নি। তবে নেট পরীক্ষায় সারা দেশে প্রথম হন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই রামপুরহাটের ছেলে হিসেবে রামপুরহাটে হাসপাতাল পাড়ার বাড়িতে আনন্দ এবং সেই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত রামপুরহাট ও সারা জেলা। আনিসুর বলেন, প্রথমে চেয়েছিলাম গণিত ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়তে। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে আশানুরূপ ফল না হওয়াই প্রেসিডেন্সিতে আবেদন করার সুযোগ পাই নি। তবে পরীক্ষা দিয়ে জিওলজি এবং বায়োলজি বিষয়ে পরীক্ষা দিই। তারপর জিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করি। তিনি জানান, গেটের র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী কেন্দ্র সরকারের ও এনজিসি এবং কোল ইন্ডিয়ায় চাকরির ইন্টারভিউ কল পাওয়া যায়। সেটা পেলে অবশ্যই গ্রহণ করবো। গবেষণা করলে আইআইটি বা আইএসসি তে গবেষণা করতে পারি। আগে গাইডের সাথে বসতে হবে। সেক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জল নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে আছে। কারণ ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ কমছে। পুরুলিয়া ও বীরভূমে এর প্রভাব বেশি। বাবা ফজলুল হক এবং মা হাসনেহারা খাতুন চান ছেলে গবেষণা করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক।

জঙ্গলমহলে ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে জাতিসত্তার আন্দোলন, এবার প্রতিবাদে সদগোপ সমাজ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৪ মার্চ ঃ ভোটের ঠিক আগেই ঝাড়গ্রাম জেলায় কুড়মি, মুণ্ডা ভূমিজদের আন্দোলনের মধ্যে নতুন সংযোজন ঘটল। এবার শুরু হল সদগোপ সমাজের আন্দোলন। লোকসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলে জাতিসত্তার আন্দোলনে সরব হলেন সদগোপেরাও। অর্থাৎ, জঙ্গলমহলে জাতিসত্তার আন্দোলন ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে, এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ে। লোকসভা ভোটের আগে জাতিসত্তার দাবিকে আরও জোরালো ভাবে প্রশাসনের নজরে আনতে এবার পথে সদগোপ সম্প্রদায়ও। নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে গতকাল, রবিবার সদগোপ সমাজ একত্রিত হয়েছিল লোধাশুলি এলাকার এক অতিথিশালায়। রবিবার ছিল সদগোপদের জেলা সম্মেলন। তপসিলি জাতি-ভুক্ত হওয়ার দাবিতে এবার সরব তারা। ঝাড়গ্রামের সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি রণজিত বালা জানান, অন্যান্য রাজ্যে আমরা ওবিসি তালিকা-ভুক্ত হলেও বাংলায় তা হয়নি। বাংলায় তালিকাভুক্ত না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা। তিনি জানিয়েছেন, রবিবারের এই আলোচনাসভায় আগামী দিনের রূপরেখা ঠিক করা হল এবং গঠন করা হল জেলা কমিটি। রণজিত বালা ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন সদগোপ আন্দোলনের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ, সদগোপ সমাজের নেতা অবনীকুমার ঘোষ। এর আগে জাতিসত্তার দাবিতে সরব হতে দেখা গেছে কুড়মিদেরও। তাঁরা বিভিন্ন দাবিতে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। যা লোকসভা ভোটে যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। মুণ্ডা ভূমিজ সংগঠনও বঞ্চনার দাবিতে সরব হয়েছে। তারা মুখ্যমন্ত্রীকেই এই বিষয়ে লিখিত ভাবে জানানোর চেষ্টাও করে। পাশাপাশি আগামী দিনে তীব্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেয় তারা।

রোগীর আত্মীয়দের থাকার জন্য কান্দিতে উদ্বোধন হল আর্ত পরিজন নিবাস

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ৪ মার্চ ঃ অনেক দূর থেকে রোগী আসেন হাসপাতালে। অনেক সময়ে রাতে থাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এত দিন রোগীর আত্মীয় পরিজনদের কার্যত রাস্তায় রাত কাটাতে হতো। যা নিরাপদ নয়। রোগীর আত্মীয়দের কথা চিন্তা করেই রোগীর আত্মীয়দের থাকার জন্য কান্দিতে তৈরি হল ৩০ শয্যা বিশিষ্ট আর্ত পরিজন নিবাস বা রাত্রি নিবাস। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তৈরি করা হয়েছে রাত্রি নিবাস। প্রসঙ্গত গত মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে এসে যার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন। সেই রাত্রি নিবাসের সোমবার ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, কান্দি পৌরসভার পৌরপিতা জয়দেব ঘটক, কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকার, কান্দি মহকুমা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর রাজেশ সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই রাত্রি নিবাসে বাইরে থেকে আগত হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের পরিজনরা স্বল্প মূল্যে, থাকতে পারবেন এবং এই রাত্রি নিবাসের সঙ্গেই থাকছে একটি ক্যান্টিন যেখানে স্বল্পমূল্যে খাবার পাওয়া যাবে। আপাতত ৩০ টি শয্যা বিশিষ্ট এই রাত্রি নিবাস উদ্বোধন করা হলো বলে জানিয়েছেন বিধায়ক অপূর্ব সরকার। হাসপাতালে রাত্রি নিবাস উদ্বোধন হওয়ায় সভাপতি খুশি রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। এই বিষয়ে কান্দি মহকুমা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর রাজেশ সাহা বলেনন্ড কান্দিতে রাত্রি নিবাস তৈরি হওয়ায় রোগীর আত্মীদের রাতে যেমন থাকার সুবিধা হল, তেমনই তাঁদের নিরাপত্তাও সুরক্ষিত হল। বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন কান্দি মহকুমার মানুষের বড়ো পাওনা রাত্রি নিবাস। রোগীর আত্মীয় পরিজনারা যাতে রাতে সুস্থ সুন্দরভাবে থাকতে পারেন তার জন্য সরকারের এই নিবাস। এছাড়াও ক্যান্টিন থাকছে যেখানে স্বল্প মূলে খাবার পাবেন।

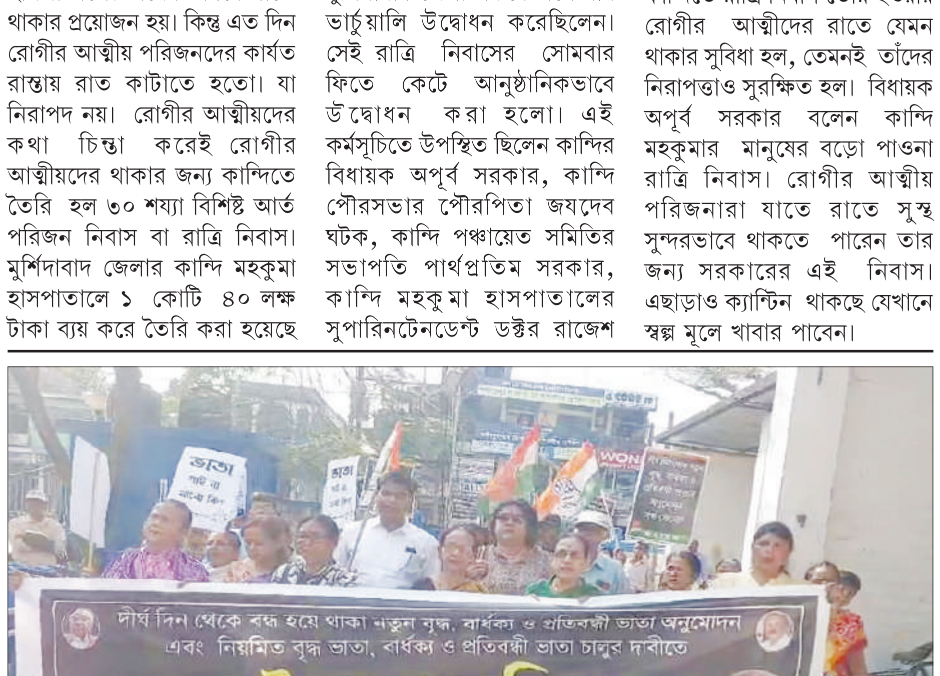

আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কয়েকশো বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দীর্ঘ কয়েকমাস থেকে ভাতা পান না। এছাড়া দীর্ঘ কয়েকবছর থেকে নতুন করে কেউ বৃদ্ধ ভাতার প্রকল্পের আওতায় আসেনি। অবিলম্বে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের ভাতা প্রদানের দাবিতে সোমবার আলিপুরদুয়ার পৌরসভায় ডেপুটেশন প্রদান করল কংগ্রেস। এদিন আলিপুরদুয়ার শহরে মিছিল করে এসে আলিপুরদুয়ার পৌরসভার বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কংগ্রেস পরবর্তীতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

তৃণমূলে যোগদান বিজেপি সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ মার্চ ঃ বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করার পর বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি সিদ্দিক আলীর বিরুদ্ধে নিয়ে আসা বিজেপির সমস্ত অভিযোগ কে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে, এদিন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন সিদ্দিক আলী মিয়া। তিনি বলেন বিজেপিতে কোন মর্যাদা নেই, দীর্ঘ প্রায় দশ বছরের উপর বেশি সময় ধরে তিনি বিজেপিতে ছিলেন। এমনকি দলে থাকাকালীন মুর্শিদাবাদের ধর্মীয় কাজেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন চার বছরের জন্য। এরপরও মর্যাদা না পাওয়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারাকে সামনে রাখতে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। তার বিরুদ্ধে নিয়ে আসা সমস্ত অভিযোগ সম্পন্ন ভিত্তিহীন। একই সাথে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক মন্তব্য করে বলেন, আগামীকাল থেকে জেলার প্রতিটি মন্দিরে পুজো দিয়ে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়যাত্রা শুরু করবে তৃণমূল। সেই সঙ্গে তিনি নিজে মহা মৃত্যুঞ্জয় যোগ্য করার কথা জানান।

অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করলো যুব ভারতী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ সুষ্ঠ রোগী পরিষেবার স্বার্থে আরোও একটি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করলো যুব ভারতী। দীর্ঘদিন ধরেই সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত শিলিগুড়ি গেট বাজার যুব ভারতী। বর্তমানে মানুষের সেবার স্বার্থে ক্লাবের সম্পূর্ন ভবনই প্রায় উৎসর্গ করেছে রোগী পরিষেবায়। বর্তমানে ছোট একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রূপ নিয়েছে গেটবাজার যুব ভারতী। সকাল হতেই দুরদুরান্ত থেকে রোগীরা নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হাজির হয় এখানে। সামান্য মূল্যে এই পরিষেবা দিয়ে থাকেন তারা। সোমবার চিকিৎসা পরিষেবায় আরোও একধাপ এগোলো এই সংস্থাটি। এদিন মেয়র গৌতম দেবের হাত দিয়ে আরোও একটি অ্যাম্বুলেন্স চালু করলেন। এদিন নারকেল ফাটিয়ে ও সবুজ পতাকা নাড়িয়ে এর সূচনা করেন তিনি। উপস্থিন ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুর চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ মানিক দে, কাউন্সিলর তাপস চ্যাটার্জি, বিমান তপাদার। গেটবাজার যুব ভারতীর সভাপতি মনোজ দাস জানান, খুব সামান্য মূল্যে এই অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পাবে রোগী পরিজনেরা।

মন্দির সহ আরও দুটি বাড়ির মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মার্চ ঃ পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের নিত্যানন্দপুর এলাকায় একটি দোসুয়ালি মন্দির সহ আরও দুটি বাড়ির মন্দিরের চুরির ঘটনা ঘটে, এই ঘটনার ফলে সকাল থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মালদা থানার পুলিশ। জানা গেছে, সাহাপুরের নিত্যানন্দপুর গ্রামে একটি দোসুয়ালি রাধাগোবিন্দ মন্দির রয়েছে। সকালবেলা সেই মন্দিরে পুরোহিত এসে দেখেন মন্দিরে দরজা খোলা রয়েছে এবং প্রতিটি বিগ্রহের অলংকার খোলা রয়েছে। ঘটনা দেখেই আঁতকে উঠেন পুরোহিত মশাই এবং ঘটনাটি সকলকে জানান। পাশাপাশি একই রাত্রে আরো দুটি বাড়ির মনসা মন্দিরে বিগ্রহের গয়নাগাটি চুরি যায়। এলাকাবাসীর ধারণা সম্ভবত এই এলাকার দুস্কৃতীদের এই কাজ হয়েছে কারণ এসব সমাজ বিরোধীরা নেশার টাকা যোগাড় করতেই এসব চুরির কাজে লিপ্ত হচ্ছে তাই এলাকাবাসীর দাবি অতিসত্বর পুলিশ যেন তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করে এবং উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন কারণ এই ধরনের ঘটনা এই এলাকায় প্রথম।

একনায়কতন্ত্র চালানোর অভিযোগ তুলে কর্মবিরতি রেখে অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতির ওপর একনায়কতন্ত্র চালানোর অভিযোগ তুলে কর্মবিরতি রেখে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক - অধ্যাপিকারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় কলেজ চত্বরে। জানা যায়, চলতি বছরের প্রথম পরীক্ষায় প্রায় ৯০ শতাংশ পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়।

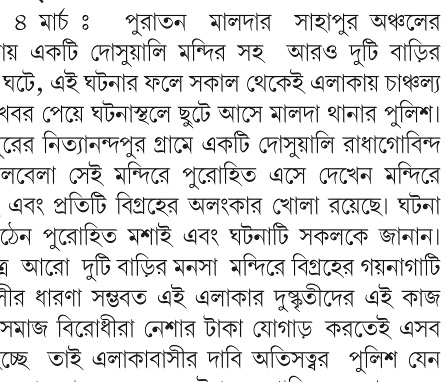

অভিযোগ, এর কারণ হিসেবে কলেজে নিয়মিত ক্লাস না হওয়া ও অধ্যাপকদের অনুপস্থিতিকে দায়ী করেছেন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়ন্ত কর। আরে তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে সোমবার বিক্ষোভ শুরু করে অধ্যাপক- অধ্যাপিকারা। তাদের অভিযোগ, সভাপতি তাদের ফাঁকিবাজ শিক্ষক বলে দাগিয়ে দিয়েছেন যা কোনোভাবেই তারা মানতে নারাজ। তারা জানান, তারা প্রতিনিয়ত ক্লাস করান কিন্তু বেশীরভাগ দিনই ছাত্রছাত্রীরা অনুপস্থিত থাকে, যার খোঁজ রাখেন না সভাপতি। তিনি শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোনো কথাই শোনেন না, নিজের খুশি মত কলেজ চালান।

৭ বছরের একমাত্র সন্তান কে বাঁচাতে মরিয়া মা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ জাপানি এনকেফেলাইটিসের মত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত সুর্যসেন কলোনীর বি ব্লকের যতিকা সরকারের

ছোট্ট ৭ বছরের শিশু জিউস সরকার। বাঁচার আকুতি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হলেন পরিবার। সামান্য মশার কামড় কি করতে পারে তা মনে হয় এই ছোট্ট শিশু টি কে না দেখলে জানা যেত না। মাত্র দুই মাস আগে যে শিশুটি ছুটে বেড়াচ্ছিল সেই শিশুটি আজ জীবন মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক এমনই এক বেদনাদায়ক একটি প্রতিবেদন নিয়ে আমরা এসেছি আমরা আপনাদের সামনে। পেশায় সামান্য টোটো চালকের সন্তান ছোট্ট ৭ বছরের জিউস সরকার মশার কামড়ের দুরারোগ্য ব্যাধি জাপানি এনকেফেলাইটিসে আক্রান্ত। এই মুহূর্তে শিশু টি সেকেন্ড স্টেজ কোমায় রয়েছে। পরিবারটির নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। এর আগেও প্রতিবেশীদের সাহয্যে ব্যাঙ্গালোর থেকে টাকার অভাবে প্রায় বিনা চিকিৎসায় তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই মুহূর্তে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছে শিশুটি। চোখে দেখার মত অবস্থায় নেই শিশুটি। আমাদের এই প্রতিবেদন দেখে আপনারাও আপনাদের সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিউস কে দিতে পারেন নতুন জীবন। সহৃদয় ব্যক্তিরা ৮৬১৭৫৬৭১৯১ এই নাম্বারে যোগাযোগ করে শিশুটির চিকিৎসার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেন।

ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনা, গলিত লোহা ছিটকে পুড়ে মৃত্যু কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ মার্চ ঃ সেইল- এর কারখানায় দুর্ঘটনা। ফের গলিত লোহা পড়ে ঝলসে মৃত্যু হল শ্রমিকের। রবিবার রাতে দুর্গাপুরে সেইলের অধীনস্থ দুর্গাপুরের মিশ্র ইস্পাত কারখানায় রাতের কাজ করতে এসেছিলেন এএসপি কারখানার এসএমএস বিভাগের স্থায়ী কর্মী ঋষিরাজ দাস। আচমকাই হট মেটাল ছিটকে যাওয়ায় দগ্ধ হন তিনি। জানা যাচ্ছে, ল্যাডেলে করে হট মেটাল নিয়ে যাওয়ার সময়ে সেই ল্যাডেল আচমকা কাত হয়ে পড়ে যায়। ল্যাডেল থেকে গরম, গলিত লোহা পড়ে ঋষিরাজের উপরে। কোনও রকমে তাঁকে উদ্ধার করে দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা করেও বাঁচানো যায়নি বছর পঁয়তাল্লিশের ঋষিরাজকে। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র কয়েকদিন আগেই দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় (ডিএসপি) উত্তপ্ত গলিত তরল লোহা ছলকে পড়ার কারণে ৫ জন শ্রমিক গুরুতর দগ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে ৪ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থা তাঁদের। ডিএসপি-র দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধদের দেখতে রবিবার হাসপাতালে যান পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক তথা দলের পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সিটু- সভাপতি বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা চিফ জেনারেল ম্যানেজার (নগর পরিষেবা) বিকাশ মানবাটি। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিকাশবাবুর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশও করেন।

প্রচার শুরু বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ মার্চ ঃ ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে চা বলয়ে প্রচার শুরু করে দিল আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। এদিন মনোজ টিগ্গা চা শ্রমিক মহল্লায় প্রচার চালান। সিঙ্গানিয়া চা বাগানে। কর্মরত শ্রমিকদের মাঝে গিয়ে প্রচার চালান। এদিন মনোজ টিগ্গা জানান চা বাগানের নানান সমস্যা আছে আগামীতে সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানে আমরা উদ্যোগী হব।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-লিংককেবিন-এইচডব্লুএইচ-পিএফ-২৪, তারিখঃ ০১.০৩.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-লিংককেবিন-এইচডব্লুএইচ-পিএফ-২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** হাওড়া লিংক কেবিন-এ পিএফ-২৪-এর সম্প্রসারণ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ₹ ৭২,২৪,২৩৬.১১; **বায়না অর্থঃ** ₹ ১,৪৪,৫০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০। **দরপ্রস্তাব পদ্ধতিঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ১২.০৩.২০২৪। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৬ মাস। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময়ঃ** ০১.০৩.২০২৪, সন্ধ্যা ৬টা ০৯ মিনিটে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্তই দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। HWH-525/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Tender Notice

Undersigned invites separate Tender [NIT No-2/of 2023-24(Sl no 1 to 7)] from the eligible and experienced agency for Repair, rewinding, carriage and Digha, Egra bungalow annual maintenance works under Egra (A-I) Sub-Division. Last date of Application for Tender Form is 11-03-2024 up to 2.00 P.M. For further details contact the office on any working day within office hour.

Sd/- Assistant Engineer (A.I.)
Egra (A.I.) Sub Division
Egra, Purba Medinipur

Office of the Andulia Gram Panchayet Mahadia::Murshidabad.

NIeT No 08/2023-24

NIeT 08 is invited through online by the Prodhan Andulia Gram Panchayat, Mahadia, Murshidabad. For 9 (Nine) nos work under Andulia Gram Panchayat from 04.03.2024 to 11.03.2024. For details may be contact to this office during office hours.

SD/ Prodhan
Andulia Gram Panchayat
Mahadia. Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-২৮-৩১-২৪ তারিখ ০১.০৩.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি)/আদ্রা কর্তৃক নীচে উল্লিখিত সিটিআর, টিএসআর, পিএসআর, স্টোন স্ল্যাব এবং ডিপো ব্যালাস্ট কাজের জন্য ০৪ (চার) টি ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপঃ ১. নং. **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি- আদ্রা-২৮-২৪, তারিখ ০১.০৩.২০২৪।** (i) আদ্রা ডিভিসন ঃ সম্পূর্ণ ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ সিটিআর(পি)- ভোজুডীহ এবং ভাগার মধ্যে ৫.৬৫৩ ট্র্যাক কিমি, ভাগা-মহুদার মধ্যে ১.৯০৫ টিকেএম এবং কোটশিলা-বোকারোর মধ্যে ০.২৭ টিকেএম ডিইএন (উত্তর)/আদ্রার আওতাধীনে। (মোট-৭.৮২৮ টিকেএম)। (ii) আদ্রা ডিভিসন ঃ আনুপূর্বিক স্লিপার পুনর্নবীকরণ (পি)- কোটশিলা-বোকারো স্টিল সিটির মধ্যে ৪০.৩৪১ টিকেএম, রুকনি-ভোজুডীহর মধ্যে ২.৯১৭ টিকেএম, বোকারো স্টিল সিটি-রাজাবেড়ার মধ্যে ১৬.২৪৮ টিকেএম, ভোজুডীহ-ভাগার মধ্যে ২.২১৬ টিকেএম এবং ভাগা-মহুদার মধ্যে ১.৬৪৬ টিকেএম। (মোট-৬৩.৩৬৮ টিকেএম)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১২,৬৯,২৯,২৫৫.১০ টাকা। ২. নং. **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-২৯-২৪, তারিখ ০১.০৩.২০২৪।** যেকোনো ধরনের রেলওয়ে ওয়াগনে বোঝাই করা সমেত যে কোনো খাদান থেকে ঝাঁটি পাহাড়ী/ইন্দ্রবিল ডিপোতে ৫০ মিমি গেজের মেশিনে গুঁড়ো করা ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ করা এবং স্তুপাকারে পৌঁছে দেওয়ার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩১,২৬,৯০৫ টাকা। ৩. নং. **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৩০-২৪, তারিখ ০১.০৩.২০২৪।** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে মধুকুণ্ডা-দামোদর শাখার মধ্যে কিমি ৩১১/১৫ থেকে ৩১১/২৯ (আপ এবং ডাউন)-এ স্থায়ী গতি নিয়ন্ত্রণ অপসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,০৬,৫৪,৯৩৮.৩৯ টাকা। ৪. নং. **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৩১-২৪, তারিখ ০১.০৩.২০২৪।** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে চাণ্ডিল-বার্নপুর-কালীপাহাড়ী শাখার মধ্যে পাইপ পুশিং পদ্ধতিতে (১২০০ মিমি ও ১৮০০ মিমি ব্যাসের) অনুচ্ছমানের পাইপ এবং স্টোন স্ল্যাব ব্রিজের প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৩,৩২,১৬,৮০৬.৩৪ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলি বিশদে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। (PR-1197)

NIQ

O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/ELECTION/NIQ-02/2023-24 & WBPWD/EE/JED/ELECTION/NIQ-03/2023-24

Bid submission last date: **07/03/2024 upto 1PM**

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

OFFICE OF THE COUNCILLORS NAIHATI, NAIHATI MUNICIPALITY

1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS

TENDER
NIT(e)/(14)/MARCH-01/2023-24
Memo No.: 5375/MC-11
Date: 04.03.2024

Online Tenders are invited by the Chairman on behalf of the Naihati Municipality through electronic tendering (e-tendering) for the 14 Nos. works from eligible and resourceful Companies/Firms/Contractors having sufficient credential and financial capability for execution of works as depicted hereunder for participating in the tender. Bid submission start date & time (online): **05.03.2024 after 9:00 Hrs**. Bid Submission closing date & time (online)-**12.03.2024 after 14:00 Hrs**. Bid opening date & time for Technical Proposals(online): **14.03.2024 after 14:15 Hrs. WB Govt. e-tender website must be followed.**

Sd/- Chairman
Naihati Municipality

e-Tender Notice

Pradhan, Panthihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites **e-Tender vide NIT No. Pant/NIT/58/2024, Pant/NIT/59/2024, Dated 05/03/2024**. Last date of submission of Bid through online 12/03/2024 upto 11 AM. For more information visit **https://www.wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER

Joypur Development Block, Joypur, Purulia
DATE CORRIGENDUM NOTICE
NIeT-13/BDO/JDB/2023-24
(Tender ID: 2024_DM_674239_1, 2024_DM_674239_2)

Due to insufficient Bidding Corrigendum notice are by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to 4.00 PM of 09/03/2024 for 02 nos. of work. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development Officer
Joypur Development Block

Date Corrigendum Notice

The last date of bid submission of Clock Tower has been extended up to 09.03.2024, 6:00 PM The quotation details as given below: NIeQ No.23 of ME/ COB/2023-24 (Tender Id: 2024_MAD_663645_1) dt. 08.02.2024. Details of e- N.I.Q. and Tender Documents may be downloaded from www.wbtenders.gov.in

Sd/-E.E., COB Divn, MED

Office of The Uluberi-I Panchayat Samity

Uluberia, Howrah
Notice Inviting E-Tender

Notice inviting E-tender for 25 (Twenty Five) numbers of work which will be published online(NIT. No. WB/HZP/Uluberia-I/e-NIT-33/2023-24 Dated:- 21/02/2024 & NIT. No. WB/HZP/Uluberia-I/e-NIT- 35/2023-24 Dated:- 26/02/2024 & NIT. No. WB/HZP/Uluberia-I/e-NIT-38/2023-24 Dated:- 29/02/2024. Last date of submission of bids is on 06/03/2024, 08/03/2024 & 09/03/2024. No EMD will be received through offline. Details are available in the office of the undersigned.

Sd/- EXECUTIVE OFFICER
ULUBERIA-I PANCHAYAT SAMITY
ULUBERI, HOWRAH

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/ ১২/ ১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www. hmcgov.in

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

সহকারী প্রকৌশলী (নির্বাচিত), এইচএমসি নীচে সজ্জিত দরপত্র আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং আপ টু ডেট জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে।

ক্রম নং	কাজের নাম	আনুমানিক পরিমাণ(টাকা)	এনআইটি নম্বর ও তারিখ
১।	এইচএমসি এর ৪৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে ফরিদপুর ব্লক, গোয়াবেরিয়া শান্তিনগর, শরৎ পল্লী, বাকসারা রোড, পোলেন পাড়া, সত্যেন বোস রোড, পূর্ণচন্দ্র মুখার্জি সরণি এবং হরেকৃষ্ণনগর ৬ তম বাই লেনে এলইডি স্ট্রীট লাইট সরবরাহ ও স্থাপন।	২৩,৩৪,৭৯৭.৪০	নং ডব্লুবি- এইচএমসি/ এনআইটি/ ইডি ০৪৭/ এল/ ২০২৩-২৪ তারিখ ঃ ০১-০৩-২০২৪
২।	এইচএমসি-এর ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে কাজীপাড়া থেকে নবান্ন পর্যন্ত ২য় হুগলি সেতু টোল প্লাজার রাস্তার পাশে এলইডি স্ট্রিট লাইট সরবরাহ ও স্থাপন	৮,৫২,০৭০.১৪	নং ডব্লুবি- এইচএমসি/ এনআইটি/ ইডি ০৪৭/ এল/ ২০২৩-২৪ তারিখ ঃ ০১-০৩-২০২৪
৩।	এমপিএসএডি স্কিমের অধীনে এসি ১৭৩ এর অধীনেএইচএমসি-এর ওয়ার্ড নং-৩৫-এ জগৎ ব্যানার্জি ঘাট রোডে ডেকোরেটিভ লাইট পোস্ট সরবরাহ ও স্থাপন।	৩০,০১,৯০৫.৮৪	নং ডব্লুবি- এইচএমসি/ এনআইটি/ ইডি ০৪৭/ এল/ ২০২৩-২৪ তারিখ ঃ ০১-০৩-২০২৪

অনুগ্রহ করে দেখুন ঃ https:// wbtendes.gov.in. বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ ১৯.০৩.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত

290(3)/23-24
2.3.24

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Electricity-II, KMC** invites e-tender online quoted/percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-185/23-24
Name of work : **Renovation of lighting system at Mayor Commissioner VIP Guest House under KMC**; Estimated Amount : **₹ 2,74,122.00**; Earnest Money : **₹ 5,500.00**; Period of Completion : **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-186/23-24
Name of work : **Comprehensive annual maintenance work contract of AC Machine at different garages and Dhapa Check Post under KMC**; Estimated Amount : **Open**; Earnest Money : **₹ 2,200.00**; Period of Completion : **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-187/23-24
Name of work : **Comprehensive mainateance contract of seven Nos. water cooler cum purifier machines installed at different sites of Electricity-II Department under KMC**; Estimated Amount : **Open**; Earnest Money : **₹ 5,600.00**; Period of Completion : **365 days.**

(4) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-188/23-24
Name of work : **Installation of an electrical distribution L.T. panel with allied electrical works at K.N. Sen Road Office Building under KMC**; Estimated Amount : **₹ 4,97,905.00**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of Completion : **20 days**; Last date and time of submission of bid : **15.03.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **05.03.2024 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 4)**. The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The **OSD & Ex. Officio Controlling Officer (L&E), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-130/23-24 (1st Call)
Name of work : **Supply and installation of light fitting and wiring at newly constructed chamber for caretaker at 3rd Floor of HUDCO Building under KMC**; Estimated Amount : **₹ 1,41,081.00**; Earnest Money : **₹ 3,000.00**; Period of Completion : **7 days.**

(2) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-160/23-24 (1st Call)
Name of work : **Day to day operation of CCTV System installed at S.S. Hogg Market Complex, Vigilance Department and Food Cell under KMC**; Estimated Amount : **Open**; Earnest Money : **₹ 7,200.00.**

(3) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-173/23-24 (1st Call)
Name of work : **Day to day operation and maintenance of different section of Town planning and Development Department (TPDD) under KMC**; Estimated Amount : **Open**; Earnest Money : **₹ 6,700.00**; Period of Completion : **365 days (For Sl. No. 2 & 3)**; Last date and time of submission of bid : **15.03.2024 upto 4pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **06.03.2024 (For Sl. No. 1 to 3).** The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **Executive Engineer (E), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-183/23-24 (1st Call)
Name of work : **Operation and maintenance of electrical installations and allied works at Dist-III Garage (Central) & Pool Car Garage under KMC**; Estimated Amount : **₹ 4,86,432.00**; Earnest Money : **₹ 9,750.00.**

(2) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-192/23-24 (1st Call)
Name of work : **Opereation and maintenance of Electrical installations and allied works at Central Garage under KMC**; Estimated Amount : **₹ 4,86,432.00**; Earnest Money : **₹ 9,750.00.**

(3) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-191/23-24
Name of work : **Washing, cleaning, garbage collection and allied works at the Lighting (H.Q.) and Electricity Department at Hudco Building 8th Floor under KMC**; Estimated Amount : **₹ 2,64,132.00**; Earnest Money : **₹ 5,300.00.**

(4) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-190/23-24
Name of work : **Annual maintenance of fixed wireless sets and walkie talkie at VIP Chambers and other places under KMC**; Estimated Amount : **₹ 2,19,715.40**; Earnest Money : **₹ 4,400.00**; Period of Completion : **365 days (For Sl. No. 1 to 4)**; Last date and time of submission of bid : **15.03.2024 upto 4pm (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **06.03.2024 (4 pm) (For Sl. No. 1 to 4).** The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).** 1525/23-24

বলিরেখা থেকে বাঁচতে আজ থেকেই ট্রাই করুন

চাল ধোয়া জলেই ফিরবে ত্বকের জেল্লা! রইল রূপচর্চার সহজ কিছু কথা ও টিপস

কোরিয়ানদের মতো গ্লাস স্কিন পেতে চান? তাও আবার একেবারে ঘরোয়া উপায়ে? তাহলে আজ থেকেই চাল ধোয়া জলে মুখ ধুতে শুরু করুন! হ্যাঁ, চাল ধোয়া জলেই ফিরবে ত্বকের জেল্লা। ত্বকের পক্ষে উপকারী প্রয়োজনীয় নানা ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের গুণে ভরপুর চালের জল দিয়ে ত্বকের যত্ন নেন চিন, জাপান এবং কোরিয়ার মানুষ। ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে গোলাপ জলের সঙ্গে চাল ভেজানো জল ব্যবহার করাই যায়। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, মুখ পরিষ্কার করে টোনার হিসেবেও স্প্রে করে নেওয়া যায় চাল ধোয়া জল। একটি বাটিতে কিছু পরিমাণ চাল ভিজিয়ে সারা রাত রেখে দিন। তারপর সেই জল স্প্রে বোতলে ভরে রাতে শুতে যাওয়ার আগে ভালো করে স্প্রে করে দিন। দেখবেন ত্বক একেবারে ঝকঝকে থাকবে। বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে প্রথমেই ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এরপর চাল ধোয়া জল মুখে স্প্রে করুন। দেখবেন ত্বকে বলিরেখা পড়বে না। তবে শুধুই ত্বকের ক্ষেত্রে নয়, শরীরের মেদ কমাতেই দারুণ সাহায্য করে চাল ধোয়া জল। কখনও চাল ধোয়া জল নিয়মিত খেলে হজম হবে

ভাল হবে, মেদও ঝরবে তাড়াতাড়ি। শীত গুটি গুটি পায়ে বিদায় নিচ্ছে। বসন্ত আসন্ন। শুষ্ক আবহাওয়ায় ত্বকের অবহেলা করলেই আর রক্ষে নেই! এদিকে বিয়ের মরশুম। একের পর এক বিয়েবাড়ির আমন্ত্রণ। ত্বককে জেল্লাদার করতে বড়িতেই ফ্রুট ফেসিয়াল করে নিন। পার্লারের খরচাও নেই। আবার সহজেই জেল্লাদার ত্বক পেয়ে যাবেন। বিয়েবাড়িতে আইক্যান্ডি হয়ে উঠতে ঝটপট জেনে নিন ফ্রুট ফেসিয়ালের রকমারি টিপস। ফ্রুট ফেসিয়াল যেমন ত্বককে পুষ্টি জোগায়, তেমনই জেল্লাদার করে তোলে। আর এই ত্বকচর্চার জন্য পার্লারে কারি কারি টাকা খরচ করার দরকার নেই। শুধুমাত্র ফলেই কেল্লাফতেহ! পেঁপে, কলা, কমলালেবু, বেদানা- এই ফলগুলো কিন্তু ম্যাজিকের মতো কাজ করে ত্বকের জেল্লা ফেরানোর জন্য। তবে ফ্রুট ফেসিয়াল করার আগে সবার প্রথমে স্ক্রাবিং দরকার। টক দইয়ের সঙ্গে ওটস মিক্সারে পেস্ট করে নিয়ে তাতে মধু দিন। সেটা মুখে, গলায়, কাঁধে লাগিয়ে মিনিট পনেরো রেখে হালকা শুকোতে দিন। এরপর ইষদুষ্ণ জল দিয়ে সার্কুলার মোশনে আসতে আসতে শুষ্ক চামড়ার জায়গাটা ঘষুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন।

এবার ফ্রুট ফেসিয়ালের পালা। বেদানার রসের সঙ্গে ময়দা, মধু মিশিয়ে ফেসমাস্ক তৈরি করুন। দেখবেন ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। যাঁদের শুষ্ক ত্বকের সমস্যা রয়েছে তাঁরা অবশ্যই ব্যবহার করুন কলা। কলার মধ্যে ভিটামিন কে, সি, ই, ফাইবার রয়েছে। যা ত্বকের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে। একটি কলা চটকে নিয়ে সারা মুখে ভাল করে মেখে নিন। একটু শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। পাকা পেঁপে চটকে নিয়ে তার মধ্যে মধু মিশিয়ে নিন। কিছুক্ষণ রেখে হালকা উষ্ণজলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। শীতকালে ত্বকের লাবণ্য বাড়াতে দিন দুয়েক অন্তর কমলালেবুর রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে লাগান। পনোরো মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কাচা দুধের সঙ্গে বেসনের ফেসপ্যাকও খুব উপকারী।

পূর্ব রেলওয়ের 'এক স্টেশন এক পণ্য' উদ্যোগ স্থানীয় কারিগরদের জীবনকে বদলে দেয় ঃ রাজ্যপাল

কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ স্থানীয় কারিগর এবং উদ্যোক্তাদের উন্নীত করার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে, পূর্ব রেলওয়ের 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট (ওএসওপি)' উদ্যোগটি শুধুমাত্র দেশীয় পণ্যের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী বাজার তৈরি করেনি বরং এই অঞ্চলের অগণিত ব্যক্তির জীবিকার ক্ষেত্রে নতুন প্রাণের শ্বাস দিয়েছে।রেল মন্ত্রকের দূরদর্শী নির্দেশনায়, ভারত সরকারের 'লোকালের জন্য ভোকাল' ভিশনকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য ওএসওপি স্কিম চালু করা হয়েছিল। সারাদেশে রেলস্টেশনে নির্দিষ্ট আউটলেটস্টল এবং পোর্টেবল ট্রলি সরবরাহ করার মাধ্যমে, উদ্যোগটির লক্ষ্য দেশীয় পণ্য প্রদর্শন এবং বিক্রি করা, যার ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি করা। পূর্ব রেলওয়ে, বিশেষ করে, ইতিমধ্যেই এর ডিভিশন জুড়ে ২৯৮টি OSOP স্টল তৈরি করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমানে, ১৩৫টি স্টেশনে অপারেশনাল OSOP স্টল রয়েছে, আরও ১৬৩টি পাইপলাইনে রয়েছে। OSOP-এর প্রভাবকে পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ড. সি.ভি. আনন্দ বোস ছাড়া অন্য কেউই প্রশংসা করেননি, যার সাম্প্রতিক কৃষ্ণনগর ওএসওপি স্টলে এই উদ্যোগের রূপান্তরমূলক প্রভাব দেখায়। গভর্নর অনেক কারিগর এবং উদ্যোক্তাদের জীবনে এর গভীর প্রভাব তুলে ধরে এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। স্থানীয় পণ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী বাজার তৈরি করে স্থানীয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক উৎসর্গে অবিচল রয়েছে। শ্রী কৌশিক মিত্র, পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক, স্থানীয় প্রতিভা লালন এবং এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রতি রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির

টেকসইতা প্রচারে ওএসওপি যে বাস্তব পার্থক্য তৈরি করেছে তার একটি প্রমাণ হিসাবে তার এই সফর। অগ্রসরমান, পূর্ব রেলওয়ে স্থানীয় প্রতিভা বৃদ্ধি, দেশীয় পণ্যের প্রচার এবং OSOP-এর মতো উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তার উপর জোর দেন। ওএসওপির মতো উদ্যোগের মাধ্যমে, পূর্ব রেলওয়ে বাংলার দেশীয় কারুশিল্প এবং পণ্যগুলির প্রাণবন্ত বৈচিত্র্য প্রদর্শন করতে চায়, এই ক্ষমতায়ন প্রকল্পের সাফল্যে অবদান রাখার জন্য যাত্রী এবং দর্শনার্থীদের আমন্ত্রণ জানায়, মিত্র বলেছেন।

কাজিরঙা আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, পর্যটকদের জন্য তিনদিন বন্ধ জিপ ও হাতি সাফারি

গুয়াহাটি, ৪ মার্চ ঃ আগামী ৮ মার্চ দুদিনের কার্যসূচি নিয়ে অসম সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সফরকালে রাত কাটাবেন কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান (কাজিরঙা ন্যাশনাল পার্ক)-এ। প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৭ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত কহরা রেঞ্জে জিপ এবং হাতি সাফারি বন্ধ থাকবে বলে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। পূর্বাঞ্চল অসমের বন্যপ্রাণী বিভাগের বন আধিকারিক অরুণ ভিগনেশের জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ওই তিন দিন কহরা রেঞ্জে সাধারণ পর্যটকদের জন্য জিপ সাফারি এবং হাতি সাফারি বন্ধ থাকবে। তিনি জানান, জিপ সাফারি বন্ধ থাকবে ৭ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত এবং ৮ ও ৯ মার্চ বন্ধ থাকবে হাতি সাফারি। আগামী ৮ মার্চ সন্ধ্যায় গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে করে চলে যাবেন কাজিরঙা। সেখানে নৈশ যাপন করবেন তিনি। পরের দিন ৯ মার্চ সকালে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের কহরা বনাঞ্চলে খোলা জিপে উঠে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করবেন মোদী। তবে উদ্যান কর্তৃপক্ষ জিপ ও হাতি, উভয় সাফারির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কাজিরঙা থেকে একাধিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে যোরহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন প্রধানমন্ত্রী। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাজিরঙাকে একটি জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এ বছর সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছে উদ্যান। প্রসঙ্গত, আগামী ৯ মার্চ যোরহাটে কিংবদন্তি আহোম বীর সেনাপতি লাচিত বড়ফুকনের ১২৫ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তি উন্মোচন করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। এছাড়া তিনি শিবসাগর মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-র অধীনে নির্মিত ৫.৫ লক্ষ বাড়িতে 'গৃহ প্রবেশ' (গৃহ উষ্ণায়ন) অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এর পর যোরহাটের মেলেং মেটেলি ময়দানে একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। জানা গেছে, ওইদিনই (৯ মার্চ) যোরহাট থেকে অরুণাচল প্রদেশে চলে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। অরুণাচল প্রদেশে তিনি পশ্চিম কামেঙের সেলা সুরঙ্গ উদ্বোধন করবেন। তার পর ইটানগরে গিয়ে কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

আম্বানি ছেলের বিয়েতে এক মঞ্চে বলিউডের তিন খান

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃএবার সব কিছুকে ছাপিয়ে. জামনগরে আম্বানি পুত্রের বিয়ে অনুষ্ঠানে এক

মঞ্চে ফুটে উঠল তিন খানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানির বিয়েতে এমনই দৃশ্যের দেখা মিলল। আমির সলমন শাহরুখ, এই তিন খানই বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে রাজ করছে। সেই কারণে তিনজনের মধ্যে প্রতিযোগিতাও তুঙ্গে। এত বছর এক জায়গায় কাজ করতে করতে ঠোকাঠুকি তো লাগবেই। ওঁদেরও লেগেছিল। কখনও আমিরের সঙ্গে সলমন, আবার কখনও সলমনের সঙ্গে শাহরুখের ঝামেলা। আর এই মনোমালিন্য এত দূর অবধি গ।য়েছিল যে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। তবে সেসব দিন গেছে। এত বছর পর এইসব ছোটখাট সমস্যা আর কেউ মনে রাখেননি। তাই আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানির বিয়েতে স্টেজে উঠে 'নাটু নাটু'-তে নাচ করলেন তিনজনে। তবে এখানেই শেষ না, সলমন তাঁর 'জিনে কে হ্যা চার দিন' গানে বিখ্যাত ডান্স পোজে নাচলেন। সঙ্গ দিলেন শাহরুখ ও আমির। তারপর আমিরের 'মস্তি কি পাঠশালা' ও শাহরুখের 'ছাইয়া ছাইয়া' গানেও তিনজনে পা মেলালেন।তাঁদের নাচের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিও দেখে নেটিজেনদের নানান মন্তব্যে ভেসেছে কমেন্ট সেকশন।

ইসরায়েলের প্রতি কড়া ভাষায় কথা বললেন হ্যারিস

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় প্রস্তাবিত ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি চুক্তি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেংট কমলা হ্যারিস।একই সঙ্গে গাজায় অপর্যাপ্ত ত্রাণসহায়তা নিয়ে হ্যারিস ইসরায়েলের সমালোচনা করেছেন।গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা অঙ্গরাজ্যে দেওয়া বক্তব্যে হ্যারিস বলেন, গাজায় চরম দুর্ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপত্যকায় অন্তত ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি অবিলম্বে দরকার, যা এখন আলোচনার টেবিলে আছে।গাজায় ত্রাণ সরবরাহ বা।াতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারের প্রতি কা। ভাষায় আহ্বান জানিয়েছেন হ্যারিস। তিনি বলেছেন, ' প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বা।াতে ইসরায়েল সরকারকে অবশ্যই আরও কিছু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো অজুহাত চলবে না।'ইসরায়েলকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কর্মকর্তার সবচেয়ে কা। মন্তব্য এটি। ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন প্রচণ্ড চাপের মুখে, তখন এমন মন্তব্য করলেন তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট।এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা গত শনিবার বলেছেন, প্রস্তাবিত চুক্তিটি মোটামুটি মেনে নিয়েছে ইসরায়েল।প্রস্তাবে বলা হয়েছে, হামাস যদি সবচেয়ে দুর্বল-অরক্ষিত জিম্মিদের মুক্তি দিতে রাজি

হয়, তবে ছয় সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতি হবে।হামাসকে প্রস্তাবিত চুক্তিটি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন হ্যারিস। তিনি মনে করেন, চুক্তির আওতায় জিম্মিরা মুক্তি পাবেন, গাজায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ত্রাণ পৌঁছানো সম্ভব হবে।মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, হামাস দাবি করছে, তারা যুদ্ধবিরতি চায়। ভালো কথা। একটি চুক্তির প্রস্তাব আলোচনার টেবিলে আছে। হামাসের এই চুক্তির ব্যাপারে রাজি হওয়া উচিত।গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের তথ্যের ভিত্তিতে এএফপি বলছে, এই হামলায় প্রায় ১ হাজার ১৬০ জন নিহত হন। তাঁদের বেশির ভাগই বেসামরিক নাগরিক। সেদিন হামাস প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলছে, জিম্মির সংখ্যা এখন ১৩০। এর মধ্যে ৩১ জন মারা গেছেন বলে ধারণা করা হয়।গত ৭ অক্টোবর থেকেই গাজায় হামলা শুরু করে ইসরায়েল। হামাস সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৩০ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।আজ সোমবার ওয়াশিংটনে ইসরায়েলের যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রিসভার সদস্য বেনি গান্টজের সঙ্গে হ্যারিসের বৈঠক হওয়ার কথা আছে।

Name Change

I SHILA BHADRA CHATTOPADHYAY, S/O SAIBAL CHATTOPADHYAY, R/O 536, NETAJI COLONY, BARANAGAR, BARRACKPORE, PIN-700090, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHILBHADRA CHATTOPADHYAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT SHILA BHADRA CHATTOPADHYAY AND SHILBHADRA CHATTOPADHYAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) NUR MOSLEM SAIKH S/o- MOKSED SEKH, Residing at Vill- Jhitkupota Post- Jhitkupota, Ps-Kotwali, Dist- Nadia, Pin-741101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NUR MOSLEM SAIKH To NUR MASLEM SAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NUR MASLEM SAIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, NUR MASLEM SAIKH and NUR MOSLEM SAIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ABU HOSSAIN BISWAS S/o- NUR BOX SEKH, Residing at Vill- Madanpur Natunpara Post-Madanpur, Ps-Daulatabad, Dist-Murshidabad, Pin-742304, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABU HOSSAIN BISWAS To ABU HOSSAIN SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABU HOSSAIN SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, ABU HOSSAIN SEKH and ABU HOSSAIN BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ABDUL SAMAD S/o-SIDDIK, Residing at Vill- Purba Kaliganj (Damaipur) Post- Damaipur, P.S.-Chanchal, Dist- Malda, Pin-742139, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABDUL SAMAD To ABDUS SAMAD (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUS SAMAD in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, ABDUS SAMAD and ABDUL SAMAD both are Same and one identical person.

Name Change

I RAJ AGARWAL, SON OF CHAINROOP AGARWAL, RESIDING AT 171/41A RAI BAHADUR ROAD, BEHALA, KOLKATA-700034, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJ KUMAR AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024. THAT RAJ AGARWAL AND RAJ KUMAR AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I TUHIN SINGHA(OLD NAME), SON OF TULSHI SINHA, RESIDING AT BC 75 KAMAL PARK RKISHNAPUR, P.O-PRAFULLA KANAN, P.S.-BAGUIATI, KOLKATA-700101, WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME TO(SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS)TUHIN SINHA(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024. THAT TUHIN SINGHA AND TUHIN SINHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I CHAITI CHATTOPADHYAY, W/O SHILBHADRA CHATTOPADHYAY, R/O 536, NETAJI COLONY, BARANAGAR, BARRACKPORE, PIN-700090, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHAITI SHARMA BISWAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT CHAITI CHATTOPADHYAY AND CHAITI SHARMA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MANOYARA BIBI SEIKH, DAUGHTER OF AJFAL SEIKH, RESIDING AT VILL:-GANGULIDANGA PO: KASHIGRAM, PS:-KATWA, DISTRICT- PURBA BARDHAMAN, PIN:- 713150, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHENE BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024. THAT MANOYARA BIBI SEIKH AND CHENE BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NITTIKA AGARWAL, WIFE OF RAJ KUMAR AGARWAL, RESIDING AT 171/41A RAI BAHADUR ROAD, BEHALA, KOLKATA - 700034, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NITIKA AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024.THAT NITTIKA AGARWAL AND NITIKA AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAKHA DUTTA, D/O PANCHANAN BANIK, W/O RABINDRA NATH DUTTA, R/O 15/J, LENIN SARANI, PO MALLICKPARA, PS SERAMPORE, CHANDANNAGAR, PIN-712203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REKHA DUTTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT REKHA DUTTA AND RAKHA DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DHURJATI CHATTOPADHYAY & DHURJATI PROSAD CHATTOPADHYAY, S/O MANMOHAN CHATTOPADHYAY, R/O A/81, NEW RAIPUR ROAD, GARTA, KOLKATA-700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DHURJATI PRASAD CHATTOPADHYAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT DHURJATI PRASAD CHATTOPADHYAY, AND DHURJATI CHATTOPADHYAY & DHURJATI PROSAD CHATTOPADHYAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMED SAHABUDDIN, S/O LATE MAKBUL KAJI, R/O VILL DAKSHIN HABIBPUR, PS RANAGHAT, DIST RANAGHAT, PIN-741202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHABUDDIN KAJI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT SAHABUDDIN KAJI AND MOHAMMED SAHABUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAM SAHELI DEVI, D/O CHANDRA SHEKHAR PRASAD SINGH, R/O WEST OF GEM PUBLIC SCHOOL, LOHIANAGAR, PO SUHIRD NAGAR, SUJA SUHIRD NAGAR, DIST BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851218, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAM SAHELI KUMARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BEGUSARAI, BIHAR ON 29/03/2023, THAT RAM SAHELI KUMARI AND RAM SAHELI DEVI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SELIMA KHATUN, W/O MOSTAFA MANDAL, R/O VILL+PO DIYARA, PS SWARUPNAGAR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743247, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SELIMA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT SELIMA KHATUN AND SELIMA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I LATIF MOHAMMED KAZI, S/O SAHABUDDIN KAZI, R/O VILL DAKSHIN HABIBPUR, PS RANAGHAT, DIST RANAGHAT, PIN-741202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD LATIF KAZI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT MD LATIF KAZI AND LATIF MOHAMMED KAZI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MORSALIM MOLLICK, S/O YASIN MALLIK, R/O PRASADPUR, ILAHIPUR, HOOGHLY -712707, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MORSALIN MALLIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT MORSALIN MALLIK AND MORSALIM MOLLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ABHINBA PAL, S/O BASUDEB PAL, R/O 59, PRATAPGARH, PS GARFA, KOLKATA -700075, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHINABA PAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT ABHINABA PAL AND ABHINBA PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD SAIDUL ISLAM, S/O MOMIN MOLLA, R/O GABTALA, BHANGAP-1, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAHIDUL ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT MD SAHIDUL ISLAM AND MD SAIDUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAHENURA BEGUM KAJI, WIFE OF ABDUL MASUD KAZI, RESIDING AT SANTA, RATANPUR, GOGHAT, HOOGHLY-712614, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI MAHENURA BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024. THAT MAHENURA BEGUM KAJI AND KAZI MAHENURA BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ABDUL MASUD KAJI,SON OF KAJI ABDUL ODUD, RESIDING AT SANTA, RATANPUR, GOGHAT, HOOGHLY-712614, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL MASUD KAZI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024.THAT ABDUL MASUD KAJI AND ABDUL MASUD KAZI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NANCY AGARWAL (OLD NAME), WIFE OF SHYAM SONTHALIA, RESIDING AT RAADHYA APARTMENT, 31/1/1 RAM KRISHNA SAMADHI ROAD, FLAT-3A, 3RD FLOOR, KOLKATA-700054,WEST BENGAL. HAVE CHANGED MY NAME TO NANCY SONTHALIA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT SEALDAH COURT KOLKATA ON 19/02/2024.THAT NANCY AGARWAL AND NANCY SONTHALIA BOTH ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I YASIN MOLLICK, S/O LATE SATTAR MALLIK, R/O KANSARIPUKUR BASUBATI, HOOGHLY -712409, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YASIN MALLIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT YASIN MALLIK AND YASIN MOLLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Rinku Shaw & Rinku Devi (old name) D/O Bishwanath Shaw, residing at Paschim para, Radhanagar, VTC- Sonarpur, P.O.- Sonarpur, District- South 24 paraganas, Pin-700150, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rinku gupta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/03/2024. Rinku gupta (new name) and Rinku Shaw & Rinku Devi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Neena Sen (old name) W/O Amitabha Sen, residing at 39/1, Rajkrishna Chatterjee Road, P.S.- Kasba, Kolkata- 700042, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nina Sen (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/03/2024. Nina Sen (new name) and Neena Sen (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ashura Bibi (old name) W/O Hayat Ali Gazi, residing at Vill- Mohanpur, P.O & P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs- 743426, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ashura Bibi Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/03/2024. Ashura Bibi Gazi (new name) and Ashura Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Dinmahammad Mandal (old name) S/O Monglai Mondal, residing at Vill-Shrikati, P.O. Taragunia, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743401, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Din Mohammad Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/03/2024. Din Mohammad Mondal (new name) and Dinmahammad Mandal (old name) both are same identical person.

Name Change

I KAZI ABU JOBER, S/O KAZI ABU HAMED, R/O MONGALKOTE , PO + PS MONGALKOTE, PURBO BARDHAMAN, PIN-713147, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI ABU ZOBER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT KAZI ABU ZOBER AND KAZI ABU JOBER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SIRAJUL ISLAM CHOUDHURY, S/O ABU MUSA CHOWDHURY, R/O VILL+PO KARAJGRAM, PS KATWA, PURBA BARDHAMAN -713502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SIRAJUL ISLAM CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT SIRAJUL ISLAM CHOWDHURY AND SIRAJUL ISLAM CHOUDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Attul Krishna Sarkar (old name) S/O Ghanashyam Sarkar, residing at Vill-Tantra, P.O.- Bhabla, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743422, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Atul Krishna Sarkar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/03/2024. Atul Krishna Sarkar (new name) and Attul Krishna Sarkar (old name) both are same identical person.

Name Change

I JAHANARA BEGUM KAJI, WIFE OF KAZI ABDUL ODUD @ KAJI ABDUL ODUD, RESIDING AT SANTA, RATANPUR, GOGHAT, HOOGHLY-712614, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI JAHANARA BEGAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024. THAT JAHANARA BEGUM KAJI AND KAZI JAHANARA BEGAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Naushin Rahman (old name) W/O Tanzim Siddique, residing at 2/W, S.C MUKHERJEE ROAD, Entally, Kolkata- 700014, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nowshin Tanzim (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/03/2024. Nowshin Tanzim (new name) and Naushin Rahman (old name) both are same identical person.

Name Change

I MOHAMMED MUSTAK CHOUDHURY, S/O SIRAJUL ISLAM CHOWDHURY, R/O VILL+PO KARAJGRAM, PS KATWA, PURBA BARDHAMAN -713502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED MUSTAK CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT MOHAMMED MUSTAK CHOWDHURY AND MOHAMMED MUSTAK CHOUDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MOHAMMED MOHOSIN SK, SK MD MOHOSIN & SL. MD. MOHSIN (old name) S/O SK PHAARIYAD, residing at Vill- & P.O.- Hirapur, P.S.- Khanakul, Dist:- Hooghly, Pin:- 712406, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK MD MAHASIN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/03/2024. SK MD MAHASIN (new name) and MOHAMMED MOHOSIN SK, SK MD MOHOSIN & SL. MD. MOHSIN (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Archana Roy Sukul (old name) W/O Harashit Chandra Roy, residing at Akrampur Talikhola, P.O.- Noapara, P.S.- Barasat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700125, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Archana Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/03/2024. Archana Roy (new name) and Archana Roy Sukul (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Husna Ara (old name) W/O Abdul Rahim, residing at 1E/H/4, Ibrahim Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Hosnara (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/03/2024. Hosnara (new name) and Husna Ara (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Samir Bisnupada Paul S/o Bishnupada Haripad Paul R/o Vill- Srikrishnapur, P.O.-Srikrishnapur, P.S.- Ashoknagar, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-743711 shall henceforth be known as Samir Paul. I declare that Samir Paul and Samir Bisnupada Paulissa me and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-03-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি **Debarata Debnath** (পুরাতন নাম) পিতা **Narayan Debnath** ঠিকানা **New Khulna Pally, Madhyamgram (M), Korachandigarh, 24 Pgs (N), Pin-700130, W.B.** কলকাতায় নোটারি পাবলিক **Dated 04-03-2024** এর **Affidavit no. 45/2024** দ্বারা আমার নাম এখন থেকে **Debabrata Debnath** (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। **Debabrata Debnath** (নতুন নাম) ও **Debarata Debnath**(পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় খাদি মেলার সূচনা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় সোমবার বর্ধমানে শুরু হল পূর্ব বর্ধমান জেলা খাদি মেলা। বর্ধমানের টাউন হল ময়দানে আয়োজিত ওই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা নাকাশিপাড়ার বিধায়ক কল্লোল খাঁ, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক নিমাই চাঁদ হালদার, পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) অমিয় কুমার দাস, সহকারি জেলাসভাপতি গার্গী নাহা, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদের সদস্য উজ্জ্বল প্রামানিক, জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আরতি খান সহ অন্যান্যরা। খাদি বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহ আধিকারিক নিমাই চাঁদ হালদার বলেন, পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যা ১৫৫৯ সালে গঠিত হয় এবং ১৯৬০ সাল থেকে পথ চলা শুরু। চরকায় কার্পাস তুলো থেকে হাতে সুতো কাটা হয় ও হস্ত চালিত তাঁতের সাহায্যে কাপড় বোনা হয়, এই কাপড়ই হলো খদ্দর বা খাদি। কাপাস তুলো ছাড়াও তসর ও রেশমের গুটি থেকে হাতে তৈরি সুতো দিয়ে, রেশম, তসর, গরদ, কেটিয়া, মটকা, বাপ্তা ইত্যাদি হাতে বোনা খাদি বস্ত্র উৎপাদিত হয়। প্রতিটি শিল্পী সমস্ত প্রক্রিয়াটি হাতে তৈরী করেন। উৎপাদনের উপর রাজ্য সরকার ভর্তুকি প্রদান করে থাকেন। মসলিন হলো সুক্ষ্ম খাদিবস্ত্র যা ১০০-৫০০ কাউন্টের সুতো দিয়ে তৈরী। অতিসূক্ষ্ম মসলিন কাপ। একটি আংটির মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন খাদি সংস্থা খাদি পর্ষদ বা কমিশন দ্বারা নিবন্ধিত হয়ে খাদি সুতো ও খাদি বস্ত্র উৎপাদন করে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ঘরে ঘরে খাদির

উৎপাদিত দ্রব্য পৌঁছে দিতে জেলায় এই প্রথম খাদি মেলা আয়োজিত হচ্ছে। এই মেলা চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত। খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কল্লোল খাঁ তার বক্তব্যে খাদির উৎপাদন ও সারা দেশ জুড়ে তা প্রচলনে মহাত্মা গান্ধীর কথা স্মরণ করেন, তাঁর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের কথা মনে করিয়ে দেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সারা বংলা জুড়ে খাদির প্রচার ও প্রসারের বিষয়টি তুলে ধরেন। খাদি ও গ্রামীণ শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা, তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিপননের ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে সেই বিষয়গুলি উল্লেখ করেন। জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন, খাদি শুধুমাত্র পোষাকি একটা নাম নয়, এটা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত একটি নাম। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে হস্তশিল্পীদের পরিচয় পত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের হাতের তৈরী সামান্য জিনিসও বানিজ্যিকভাবে রুপায়িত করার ব্যবস্থা করেছেন তা সাধুবাদযোগ্য। শ্যামাপ্রসন্নবাবু বর্ধমানবাসীকে খাদি মেলায় আসার জন্য এবং হস্তশিল্পীদের তৈরী বিভিন্ন পন্য দ্রব্য কিনে মেলাটিকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য আহ্বান করেন।

মহিশুড়ায় কর্মীসভায় রাজ্যের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মোশারফ হোসেন

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৪ মার্চঃ সোমবার বিকেলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নবদ্বীপ ব্লকের মহিশুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খড়েরমাঠ এলাকায় রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে কর্মীসভা ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেন। পাশাপাশি সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আকমল সর্দার, নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জুরানী ঘোষ, সহ সভাপতি তাপস ঘোষ, নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্লোল কর সহ-সংগঠনের অসংখ্য কর্মী সমর্থকেরা। উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভুয়সী প্রশংসার পাশাপাশি বিজেপিকে আপাদমস্তক একটি সম্প্রদায়িক দল হিসেবে চিহ্নিত করে তীব্র আক্রমণ করতে দেখা যায় তৃণমূলের রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মোশারফ হোসেনকে। সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, ''বিজেপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বিজেপির হিসেব কাজ করছে না। তাদের ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেছে। তারা ভাবতেই পারেননি, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণের জন্য একটা সুন্দর ও জনমুখী বাজেট করে দেবেন রাজ্যের এত অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও।'' তিনি বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেনা বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ংলার আকাশে বাতাসে ধূলিকণায় মিশে আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ করা যায়নি।'' বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''বাঘ ধরলে ছেড়ে দেবে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরলে ছেড়ে দেবে না।''

ভারতবর্ষের দলিত, সংখ্যালঘু ও নারী সমাজের মানবাধিকার আরো শক্তিশালী করার কথা জানালেন ইব্রাহিম খান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মার্চ ঃ ভারতবর্ষের দলিত , সংখ্যালঘু , ও নারী সমাজের মানবাধিকার আরো শক্তিশালী করার কথা জানালেন ভারত সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সালিশিটার জেনারেল (ভূতপূর্ব) টিপিএম ইব্রাহিম খান। ইব্রাহিম খান জানান ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার বিষয়ে গৃহীত সনদ সকলের অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। মানবাধিকার খর্ব হলে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট এর প্রতিকার এর ব্যবস্থা রয়েছে। কালিয়াচক কলেজের ভ্যালু অ্যাডেড কোর্সের একটি সেমিনারে বক্তব্য দিতে গিয়ে এই বক্তব্য রাখেন ভারত সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সালিশিটার জেনারেল (ভূতপূর্ব) টিপিএম ইব্রাহিম খান। কালিয়াচক কলেজের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এই প্রোগ্রামে ইব্রাহিম খান এর অনলাইনের মাধ্যমে প্রদত্ত বক্তব্যে ছাত্র- ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে বক্তব্য রাখেন। ব্লেন্ডেড মোডে অর্থাৎ অনলাইন এবং অফলাইনে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রোগ্রামে পৌরহিত্য করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর নাজিবর রহমান। সাত দিনের এই কোর্সে কনভেনার রয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর বিজয়া মিশ্র এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার গজেন বাড়ুই। সহযোগিতায় করেন ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টের ডঃ মনিরুল ইসলাম। কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর নাজিবর রহমান ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা সমাজ কর্মীদের মানবাধিকার বিষয়ে সম্মিলিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। তিনি বলেন নিজের অধিকার যেমন আদায় করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া দরকার তেমনি অন্যের অধিকার যাতে খর্ব না হয় এই ব্যাপারেও সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি দলিত, সংখ্যালঘু, ও নারী সমাজের মানবাধিকার আরো শক্তিশালী হওয়া দরকার। মানবাধিকার ক্ষুন্ন হলে কাল কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রছাত্রীদের দলিত, সংখ্যালঘু, ও নারী সমাজের মানবাধিকার আরো শক্তিশালী করার জন্য আহ্বান জানান। এই ধরনের সেমিনার করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কলেজের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা।

স্কুলের ভেতরেই ধুমধাম করে চলছে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান, পরিষ্কার করল পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ , ৪ মার্চ ঃ স্কুল নয়, যেন বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানের লজ। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের জয়কৃষ্ণপুর -১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুলের ভেতরেই ধুমধাম করে চলছে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান। চলছে নাচ গান, ড্যান্স। ভাড়া করে আনা হয়েছে ডিজে বকসও। স্কুল প্রাঙ্গণে রবিবার বিকেল থেকে শুরু করে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলল ডিজে নাচ গান এবং বিয়ে বাড়ির মহাভোজন। শুধু তাই নয় সোমবার বেলা সাড়ে দশটার পর

শিক্ষকদের উপস্থিতিতে এবং নির্দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে পরিষ্কার করানো হলো স্কুল বারান্দা। বিয়ে বাড়ির ভোজ খাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট টিস্যু পেপার, জলের বোতল সবকিছুই ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করছেন ছাত্রছাত্রীরা। আর যা নিয়েই কার্যত ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেল মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের জয়কৃষ্ণপুর -১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্থানীয় সুধীর ঘোষ নামে এক ব্যক্তির ছেলের বিয়েতেই এই কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়। যদিও স্কুলে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান করার কোনরকম অনুমতি দেওয়া হয়নি বলেই সাফাই দিয়েছেন প্রধানশিক্ষক। অনুষ্ঠানটি স্কুলের ফ্লাড সেন্টার করা হয়েছে বলে দাবি করলেও কেন ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে স্কুলের ভেতরে পড়ে থাকা বিয়ে বাড়ির উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করবেন ছাত্রছাত্রীরা, তার সদুত্তর মেলেনি প্রধান শিক্ষক সুশীল হাঁসদার কাছ থেকে। যদিও এই বিষয়ে স্কুল ইন্সপেক্টর হোসনেয়ারা খাতুন জানিয়েছেন, উনি না জানিয়েই এমনটা করেছেন। বিষয়টি নজরে এসেছে। ইতিমধ্যেই ওই শিক্ষককে লিখিত জবাবের জন্য অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রক্ত নিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রক্ত নিয়ে প্রতারণা। রক্তের জন্য দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ছেন রোগীর পরিবার ও পরিজনেরা। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এমনই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে এক যুবক। ধৃতের নাম শিবা দাস (২৫)। কাওয়াখালির বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বাসিন্দা আমিনূর আলম তার অসুস্থ স্ত্রীকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করান। হাসপাতালের তরফে ব্যক্তিকে রক্তের ব্যবস্থা করার কথা বলে। কোথায় রক্ত পাওয়া যাবে তার খোঁজ শুরু করেন ব্যক্তি। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি আমিনূর আলমের সঙ্গে দেখা হয় শিবা দাসের। শিবা নিজেকে মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাঙ্কের কর্মী বলে জানায়। এরপর ব্যক্তি শিবাকে দুই ইউনিট রক্তের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে। রক্তের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ব্যক্তির কাছ থেকে তিন হাজার তিনশো টাকা নেয় শিবা। অভিযোগ, সেই টাকা নিয়েই চম্পট দেয় যুবক। যুবকের খোঁজ করেও তাকে আর পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে অন্য জায়গা থেকে রক্ত সংগ্রহ করেন ব্যক্তি। অন্যদিকে রবিবার মেডিক্যাল কলেজে শিবাকে দেখতে পেয়ে টাকা ফেরত চান ব্যক্তি। তবে টাকা না দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে ঝগড়া করে ফের পালিয়ে যায় যুবক। এরপরই মেডিক্যাল ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে আমিনূর আলম। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে কাওয়াখালি থেকে শিবা দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলে আজ তাকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

দুর্গাপুর কেমিক্যালসের টাউনশিপের দরজায় ঝুলল তালা, বিপাকে পড়ুয়া থেকে আবাসিকরা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ মার্চ ঃ বছর কয়েক আগেই কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়েছে। পাঁচিল ঘেরা টাউনশিপ। তার ভেতরে রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। রয়েছে কয়েকশো আবাসিক। এবারও ওই টাউনশিপের মূল দরজায় ঝুলল তালা। আর তাতেই বিপাকে পড়েছে আবাসিকরা। স্কুল- কলেজ যাতায়াতের গাড়ি ঢোকা বন্ধ। এমনকি স্কুলের মিড ডে মিলের খাদ্যসামগ্রীর গাড়ি ঢোকা বন্ধ হয়ে পড়েছে। বন্ধ হয়ে পড়ছে অ্যাম্বুলেন্স ঢোকা। আর তার জেরে একপ্রকার বন্দিদশায় আবাসিকরা। গেটের তালা খোলার দাবীতে নিরাপত্তা রক্ষীদের ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল আবাসিকরা। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরে রাজ্য সরকারের কেমিক্যালস কারখানায়। ঘটনায় জানা গেছে, চলতি বছরের গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুরের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাপুর কেমিক্যালস টাউনশিপের সদর গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। তার জেরে বিপাকে প।ছে আবাসিকরা। জানা গেছে, দূষন নিয়ন্ত্রন পর্ষদের নির্দেশে রাজ্য সরকারের ওই কারখানাটি বছর কয়েক আগে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। কারখানার প্রায় ৩০০ আবাসন রয়েছে। কারখানা বন্ধ হলেও প্রায় দে।'শ শ্রমিকরা ওই কারখানার টাউনশিপের আবাসনে রয়েছে। তাদের বেতনও দেওয়া হয়। সদর গেটে তালা দেওয়ায় বিপাকে পড়ে আবাসিকরা। টাউনশিপের গেটের কমপক্ষে পাঁচ'শ মিটার ভেতরে রয়েছে স্কুল। এদিন বিক্ষোভরত আবাসিকরা জানান, গেটের ভেতর কোন বড় গাড়ি ঢুকতে পারছে না। স্কুল পড়ুয়াদের যাতায়াতে চরম সমস্যা তৈরী হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারছে না। দুর্গাপুর কেমিক্যালস কারখানা কর্তৃপক্ষ আবাসিকদের এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানিয়েই তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন আচমকা তালা দিয়ে মানুষের পথ বন্ধ করল কারখানা কর্তৃপক্ষ? কি করে বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের খাবারের গাড়ি ঢুকবে? কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে? চরম সমস্যায় পড়েছি। তাই অবিলম্বে গেটের তালা খুলে দেওয়া হোক। এই অভিযোগ তুলে দুর্গাপুর কেমিক্যালসের নিরাপত্তা এজেন্সিকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ শুরু করে দেন আবাসিকরা। সেই বিক্ষোভে সামিল হন পড়ুয়ারা এবং শিক্ষক শিক্ষিকারাও। এক আবাসিক সুভাষ রায় বলেন,গত ২৮ তারিখ আচমকায় তালা দিয়ে দেওয়া হয় মূল প্রবেশদ্বারে। একেবারে যাতাযাত বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যালয়ের গাড়ি। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। প্রায় ৫০০ মিটার দূরে মূল প্রবেশদ্বারে এইভাবে তালা দিয়ে দেওয়ায় চূড়ান্ত সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে।' ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায.কোকওভেন থানার পুলিশ। কারখানার নিরাপত্তা এজেন্সি জানিয়েছেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনেই তালা দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তালা খুলে দেওয়া হয়েছে।

ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস নিয়ে শুরু রাজনৈতিক তরজা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মার্চ ঃ মালদা জেলার বামনগোলা ব্লকের অন্তর্গত গোবিন্দপুর মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালডাঙ্গা এলাকা। এই এলাকার নাম প্রায় সকলের কাছে পরিচিত। কারণ এই গ্রামে রাস্তা না থাকাই যানবাহন তো দূরের কথা কোন অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত ঢোকে না। আর তার কারণেই কয়েক মাস আগে খাটিয়ায় করে কাঁধে তুলে এক রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় মারা গিয়েছিল। আজ সেই এলাকার মানুষ ঢালাই রাস্তা পাচ্ছে। দুই ধাপে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হবে। প্রথম ধাপে আজ প্রায় ১১৪৫ মিটার ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। আর এখানেই শুরু হয়েছে রাজনীতি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সামনে লোকসভা ভোট তাই রাস্তার শিলান্যাস করা হচ্ছে। ভোট আসলে বারবারই এই রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। কিন্তু আদৌ ঢালাই রাস্তা হয়নি এখনো পর্যন্ত। তাই কেউ অসুস্থ হলে এখনো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র ভরসা খাটিয়া। বিজেপির দাবি খাটিয়ায় করে নিয়ে যাওয়ার সময় রোগী মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাস্তা তৈরির। ঠিকমতো তার তহবিল থেকে সে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হবে বরাদ্দ করা হয়েছে সাড়ে চার কোটি টাকা। ভোটের সঙ্গে রাস্তা তৈরীর কোন রাজনীতি নেই আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তাই রাস্তা হচ্ছে।

দুর্গাপুরে কেপমারির ঘটনায় ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ মার্চ ঃ সিসিটিভির ফুটেজে দেখে ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই গ্রেফতার হল বেনাচিতির কেপমারির ঘটনায় অভিযুক্ত একজন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম কালিদাস নাইডু। সে হুগলির চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত ব্যান্ডেলের বালিকাটা এলাকার বাসিন্দা। উল্লেখ্য, গত ২ মার্চ জোতিষ দাস নামের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী বেনাচিতির একটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ১লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তুলে কেপমারির শিকার হন। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে কাপড়ের একটি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে ব্যাঙ্কের বাইরে যান। এবং সেই টাকা ভর্তি ওই ব্যাগ সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝোলান। তারপরেই ঘটে অভিনব বিপত্তি। জোতিষ দাস দাবি করে বলেন, তিনি টাকা ভর্তি থলে নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝোলালাম। রাস্তার ওপর কিছু দশ, বিশ টাকার নোট পড়ে রয়েছে বলে জানায় এক যুবক। আর ওই টাকা দেখতে যাওয়ায় কাল হয়। দেড় মিনিটের মধ্যে তার থলে থেকে টাকা উধাও হয়ে যায় বলে অভিযোগ। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ওই রাষ্ট্রাযাত্ত ব্যাঙ্ক সহ রাস্তার পাশের বেশ কয়েকটি দোকান থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করে। ওই ফুটেজ দেখে ব্যান্ডেল থেকে কালিদাস নাইডুকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় আরও দুজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বড়সড় ভাঙন, বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান আউশগ্রামে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ মার্চঃ লোকসভার আগে যেখানে তৃণমূলের রাজ্য নেতাদের একাংশের মধ্যে ভাঙন দেখা দিচ্ছে এবং তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়ে প্রবল জল্পনা চলছে, সেখানে উল্টো চিত্র আউশগ্রামে। সেখানে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করলো প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট-টি পরিবার। পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম দুই ব্লকের ভেদিয়া অঞ্চলের পঞ্চাশ-ষাটটি পরিবার বিজেপি দল থেকে তৃণমূল দলে অংশগ্রহণ করলো। আগত বিজেপি কর্মীদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে স্বাগত জানালেন আউশগ্রাম ২ এর ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন। আউশগ্রাম ২ ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন বলেন, ''রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প চালু করেছেন। রাজ্যের প্রতিটা স্তরের মানুষের জন্য প্রকল্প রয়েছে। এই সব প্রকল্পের সুবিধা যেমন তৃণমূলের কর্মীরা পাচ্ছেন তেমনি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকরাও পাচ্ছেন। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করল ওই পরিবারগুলি। একটা মানুষ বেঁচে থাকতে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এই তিনটি খুবই প্রয়োজন, এর সবটাই দিদি পূরণ করছেন। প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন কিন্তু রেশন দেন না। তাই বিজেপির মোহ ভঙ্গ হয়ে তৃণমূলে আসছে তার এলাকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের মানুষজন।'' সদ্য বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা আনন্দ মন্ডল বলেন, ''দুই বছর ধরে আমরা একশো দিনের কাজের টাকা পাইনি, অবশেষে সেই টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিলেন। আমার ফোন এ মেসেজও এসেছে যে আমার ব্যাংক একাউন্ট-এ টাকা ঢুকে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সুযোগ সুবিধা দেন সেই সুযোগ সুবিধা বিজেপি সরকার দিতে পারবে না।'' দীর্ঘদিন বিজেপি দল করে কোনো সুরাহা না পেয়েই তৃণমূলে ফিরেছেন তিনি।

বিড়ি শ্রমিকদের স্বার্থে সিআইটিইউর ডেপুটেশন পূর্বস্থলীতে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৪ মার্চ ঃ সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পাটুলিতে অবস্থিত পূর্বস্থলী দুই ব্লক অফিসে সিআইটিইউ পূর্বস্থলী শাখা কমিটির উদ্যোগে সাত দফা দাবি নিয়ে পাটুলীর ব্লক কার্যালয়ে অবস্থান বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হল। মূলতঃ বিড়ি শ্রমিকদের সরকারি

নির্ধারিত ঘোষণা মত হাজার বিড়ি বাধলে ২৬৯ টাকা মজুরি দিতে হবে, বিড়ি শ্রমিকদের ছেলে - মেয়েদেরকে পড়াশোনার দায় সরকারকে বহন করতে হবে, বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয.পত্র প্রদান করতে হবে। উক্ত সমস্ত দাবি সহ মোট সাত দফা দাবিতে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে সিটু নেতৃত্ব। কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন, ডিওআইএফআই রাজ্য কমিটির সদস্য বীরেশ্বর নন্দী, ব্লকের কৃষক সভার সম্পাদক বিন কাসেম শেখ, ব্লকের সিটু নেতা সহ বিশিষ্টজনেরা।

যুবকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ মার্চ ঃ বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। রবিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার দুর্লভপুর মোড়ের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম কৃষ্ণ নন্দী (২৪)। কৃষ্ণ বিয়েবাড়ির থেকে বাইক চালিয়ে ডিভিসির মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের আবাসনে ফিরছিলেন। দুর্লভপুর বড়জোড়া শিল্প করিডোরে কোনও লরি বা ডাম্পারের ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে তার দেহটি দলা পাকিয়ে যায়। কোনওভাবে প্লাস্টিক মুড়ে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠাতে হয়। মৃতের জ্যাঠা শ্যামল নন্দী বলেন, কৃষ্ণ সদ্য বিটেক পাশ করে চাকরির চেষ্টা করছিল। বাকরুদ্ধ পরিবার।

'মাথার উপর কেষ্ট আছে', বীরভূমে অনুব্রত-স্তুতি বক্সীর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ মার্চ ঃ মামলা করেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলকে। তিহাড় জেলে রাত কাটচ্ছেন বীরভূমের একসময়ের 'বেতাজ বাদশা।' যাঁর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত, তিনি আজ গরু পাচার মামলায় জেলে বন্দি। কিন্তু ঘাসফুল শিবির তাঁকে ভোলেনি। লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের তাঁর নাম দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মুখে। কয়েক দিন আগেই দলের সাংগঠনিক বৈঠকে সুপ্রিমো

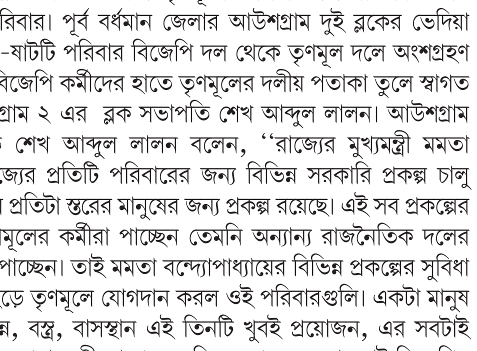

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, অনুব্রতকে ভুললে চলবে না। এবার বীরভূমের তৃণমূল নেতৃত্বকে আরও একবার অনুব্রতর কথা মনে করিয়ে দিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেডে তৃণমূলের জনগর্জন সভা আছে, তারই প্রস্তুতি সভা ছিল বীরভূমে। সোমবার সেই সভায় উপস্থিত হয়ে সুব্রত বক্সী শুরুতেই বলেন, এই জেলায় এলে সবার আগে যার নাম মনে পড়ে, সে হল কেষ্ট মণ্ডল (অনুব্রত মণ্ডল)। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের সাথী। অফুরন্ত সাংগঠনিক শক্তি। এরপর কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা সবাই তাঁকে চেনেন-জানেন। তবে আমি একটু বেশিই চিনি। ওঁকে খুব ভালোবাসি। আজ যে এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি, মনে রাখবেন আমাদের মাথার উপর কেষ্ট আছে। অনুব্রত মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর একটি সভায় গিয়ে মমতা বলেছিলেন, 'অনুব্রত জেল থেকে বেরলে তাঁকে বীরের সম্মান দিতে হবে।' লোকসভা ভোটের আগে ফের সে কথা শোনা যায় তাঁর মুখে। সম্প্রতি কালীঘাটের এক দলীয় বৈঠকে মমতা কর্মীদের বলেন, অনুব্রতকে ভুললে চলবে না। জেল থেকে বেরলে অনুব্রতকে যোগ্য সম্মান দিতে হবে। তাঁর তৈরি করা সংগঠন যেন কেউ ভুলে না যায়, সেই বার্তাও দিয়েছিলেন মমতা।

লটারির কাটার নেশা, শেষে মর্মান্তিক পরিণতি হল বৃদ্ধের

য়াদুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ মার্চ ঃ লটারি কাটার নেশা ছিল মারাত্মক। হামেশাই লটারির টিকিটও কাটতেন। কিন্তু ভাগ্য খুলত না। আশা করেছিল কোনও একদিন হয়ত বড় অঙ্কের টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। কিন্তু হল না। শেষে মর্মান্তিক পরিণতি হল বৃদ্ধের। লটারিতে টাকা না পাওয়ায় মানসিক অবসাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন ওই বৃদ্ধা। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার ফুলিয়া বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকায়। মৃতের নাম রঞ্জন বসার (৬১)। তিনি পেশায় তাঁত শ্রমিক। মৃতের ছেলে রঞ্জন বসাকের কথায়, রবিবার থেকেই তাঁর বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এ পাশে-ও পাশে খোঁজাখুঁজি করছিলেন পরিবারের সকলে মিলে। কিন্তু বাবাকে যে এই অবস্থায় দেখতে পাবেন ভাবেননি। বাড়ির পাশের একটি চালার নিচে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তক্ষনাত পুলিশ গিয়ে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সঞ্জয় জানান, আমার বাবা দীর্ঘদিন ধরে লটারি কাটায় অভ্যস্ত ছিলেন। একবারই শুধু লটারির টাকা পেয়েছিলেন। এরপর থেকে আরও লটারি কাটার নেশা বেড়ে যায়। কিন্তু বারে বার বঞ্চিত হয় বাবা। সেই কারণেই টাকা না পেয়ে মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে পরেন তিনি। অন্যদিকে, ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় হতভাগ গোটা পরিবার।

Hooghly Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly, West Bengal
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from the bonafide authorized dealer for the supply of 10 Nos. Water Tank Trailer, 300 Gallon capacity as per specification. Last date of submission of E-tender is 27.03.2024. Tender ID No. 2024_MAD_679345_1, NIT No. WBMAD/C/HCM/SWM/NIT1/3e/24. For more details please visit the website i.e. wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-Janai PO-Janai Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, janai, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. Sl no 1:- NIT no-160/JGP dt 04.03.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_679316_1, Publish Date-04.03.2024 6.00 PM; Name of The Work- cc road from land of shibnath chatterjee to ho ratan sarkar sn7 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Fund — 15 th FC UNTied; Estimated Amount-Rs.2,16,346.00 ,Completion Time :-15 days. Sl No:-2 NIT no-161/JGP dt 04.03.2024 Tenderid: 2024_ZPHD_679417_1 Publish date-04.03.2024 6.00 PM; Name of The work-Construction of Pucca Drain with Cover slab from HO Raja Bag to HO Barnali Porel at Sansad 4 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Fund – 15 th FC Tied ;Estimated Amount-Rs.2,41,003.00 , Completion Time :-15 days. Sl No:-3 NIT no-163/JGP dt 04.03.2024 Tenderid-2024_ZPHD_679472_1 Publish date-04.03.2024 6.00 PM; Name of The work-UC Pilling at Roypara UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Fund – 5 th SFC Tied; Estimated Amount-Rs.2,00,295.00,Completion Time-7 days. Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-09.03.2024, 1.30 PM, DATE of opening technical & Financial BID 11.03.2024 2.00PM

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, janai,Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Retender 2nd Call Sl No:-1 NIT no-162/JGP dt 04.03.2024 Tenderid-2024_ZPHD_662359_2 Publish date-04.03.2024 6.00 PM; Name of The work-Renovation of Janai Bazar UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Fund — 5 th SFC Tied;Estimated Amount-Rs.11,81,774.00,Completion Time :-15 days. Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-16.03.2024, 18.55 PM, DATE of opening technical & Financial BID:-19.03.2024 11.30AM. For details visit website https://wbtenders.gov.in

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

নিয়ম ৮(১)
পসেশন নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

শাস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের কাছে, পিও-বারুইপুর,জেলা-২৪ পৃষ্ঠা (দক্ষিণ), কলকাতা -৭০০ ১৪৪
টেলিফোনঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬, ই-মেইলঃ cs8319pnb.co.in

যেখানে
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩ এর সাথে পড়া ১৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক , অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে নোটিশের তারিখউক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য ঋণগ্রহীতাদেরকে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা (রা) অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা (দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী তার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি (গুলি) দখল করেছে। নিচে উল্লিখিত তারিখে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট) বিধি, ২০০২-এর বিধি ৮ সহ পঠিত।
ঋণগ্রহীতা জামিনদার বন্ধক-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এই আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাসের জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনও লেনদেনের পরিমাণ এবং সুদের জন্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চার্জ সাপেক্ষে হবে।

ক্রম. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতার নাম (সম্পত্তির মালিক)	বন্ধককৃত সম্পত্তির বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১।	ক) বি.ও. পোলেরহাট খ) মেসার্স গাজী পেপসি কোল্ড ড্রিংকস প্রপঃ সাইফুদ্দিন গাজী এসি-নম্বর ০৭৭৩২১০০৩২৫১৩ (ওডি) গ) সাইফুদ্দিন গাজী (প্রস্তাব), এস / ও মায়ানউদ্দিন গাজী গ্রাম-স্বরূপনগর, পিও-শ্যামনগর, পি.এস.-কাশিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪পরগণা পিন-৭০০ ১৩৫।	সাইফুদ্দিন গাজীর কম-বেশি ০.৯১ সাতক পরিমাপের জমির ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। লেফটেন্যান্ট মাইনুদ্দিন গাজী, তৌজি-৫৮৬,খতিয়ান নং ৯৯, দাগ নং ৩৯, ৪০, জেএল নং ২০, পোলেরহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, ভিল-স্বরূপনগর, পি.ও.-শ্যামনগর, পি.এস.-কাশিপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পৃষ্ঠা, এ.ডি.এস.আর এর অধীনে ২০১২ সালের ডিড নং ০৫৬৪৬-ভাঙ্গোর। **সম্পত্তি বাট এবং সীমানাঃ** উত্তরে- মহিউদ্দিন গাজীর একতলা ভবন দ্বারা, দক্ষিণে- আজজেল গাজীর একতলা ভবন দ্বারা, পূর্বে-১৬ ফুট চওড়া মেটাল রোড দ্বারা, পশ্চিমে-আকবর গাজীর একতলা ভবন দ্বারা।	ক) ৩১.০৮.২০২৩ খ) ২৯.০২.২০২৪ গ) টাকা ৫,৯৮,৪৯৩.৬৫ (টাকা পাঁচ লাখ আটানব্বই হাজার চারশ নিরানব্বই এবং পয়ষট্টি পয়সা মাত্র)

তারিখ ঃ ০৪.০৩.২০২৪
স্থান ঃ বারুইপুর

দেব আনন্দ শর্মা, প্রধান ব্যবস্থাপক এবং অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

জেনে-বুঝেও কেন ব্রিগেড?

ডার্বিতে এ বার লেগে গেল রাজনীতির রং

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ আইএসএলের ফিরতি ডার্বি নিয়ে টালবাহানার শেষ নেই। নির্ধারিত ছিল, ১০ মার্চ যুবভারতীতেই হবে মরসুমের শেষ বড় ম্যাচ। স্কোর লাইনের নিরিখে ২-১ এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ফিরতি ডার্বির আয়োজক ইস্টবেঙ্গল। যে কারণে এই ম্যাচ ঘিরে তুমুল আগ্রহ রয়েছে বাংলার ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে। ইস্টবেঙ্গল যতই তলানিতে থাকুক লিগ টেবলের, এই সম্মানের ডার্বি জিততে পারলে সমর্থকদের কষ্ট অনেকটাই লাঘব হবে। সেই সঙ্গে আইএসএলে প্রত্যাবর্তনও হতে পারে। প্রথম চারে থাকার অঙ্কও সাজাতে সুবিধা, যদি মোহনবাগানকে হারাতে পারে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন ডার্বি কোথায় হবে, কোন দিন হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। চিঠি চালাচালি, বাগবিতণ্ডার মধ্যেই কিন্তু ডার্বিতে লেগে গেল রাজনীতির রং। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রীড়া প্রেমী মানুষ। তিনি সব সময় তিন প্রধানকে গুরুত্ব দেন। এই তিন ক্লাবের কোনও অনুষ্ঠান থাকলে ঠিক হাজির

থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্লাবের উন্নয়নে অনুদানও দেন। তাঁরই রাজনৈতিক পার্টি তৃণমূল কেন ১০ মার্চ ব্রিগেড ডাকল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। ডিওয়াইএফআই প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রশ্ন তুলে দিল, অনেক আগে থেকেই ১০ মার্চ যে বড় ম্যাচ হবে, তা নিশ্চিত ছিল। তার পরও কেন ওই দিন ব্রিগেড সমাবেশ ডাকল তৃণমূল? রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা ও রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় যৌথ্য ভাবে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, ''তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশের ধাক্কায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বাংলার ফুটবলের চিরন্তন বড় ম্যাচ। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, তাঁর সরকার নাকি বাংলার খেলাধুলোর পাশে আছে। অথচ তাঁর দলের খামখেয়ালী সিদ্ধান্তে আঘাত পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের অগণিত সমর্থকের আবেগ। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বাংলার বড় ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সমর্থক নির্বেশেষে এর প্রতিবাদে গর্জে উঠুন।'' ১০ মার্চের ব্রিগেডের কারণেই ডার্বিতে পুলিশ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ বড় ম্যাচ যুবভারতীতে আয়োজন করা সম্ভব হবে না। ভিন রাজ্যে হয়তো সরে যাচ্ছে ডার্বি। প্রথমে ভাবা হয়েছিল ভুবনেশ্বরে আয়োজন করা হতে পারে। এখন শোনা যাচ্ছে, জামশেদপুরে হতে পারে এই ম্যাচ।

আর পরীক্ষা নয়, আইপিএলের জন্য কেকেআর-এর ওপেনার বেছে নিলেন গম্ভীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ দশ বছর আগে ফিরে যেতে চায় শাহরুখ খানের টিম। শুধু ১০ নয়, কেকেআরের টিমের ১২ বছর আগে ফিরে গেলেও চলবে। বিষয়টা একটু পরিষ্কার করা যাক। ২০১২ ও ২০১৪ এই দুই আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই সময় কেকেআরের ক্যাপ্টেন ছিলেন গৌতম গম্ভীর। ২০২৪ এর আইপিএলেও কেকেআর টিমে রয়েছেন গৌতম গম্ভীর। মাঠে অবশ্য ব্যাট নিয়ে নামবেন না তিনি। কিন্তু সর্বক্ষণ ডাগআউটে তাঁকে দেখা যাবে। ২০১৪ সালের পর ২০২১ সালে আইপিএল ট্রফির খুব কাছে পৌঁছেছিল কেকেআর। কিন্তু মরুশহরে সে বার মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হেরে রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল কেকেআরকে। এ বার কেকেআরের ভাগ্য বদলাতে মরিয়া গৌতম গম্ভীর। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী একটি ম্যাচে চারজন বিদেশি ক্রিকেটার ক্রিকেটার খেলানো যায়। ফলে এ বারের আইপিএলে নিশ্চিত ভাবে কেকেআরের একাদশে থাকবেন মিচেল স্টার্ক। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার বিশ্বজয়ী অজি তারকা। চারজন বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে স্টার্ক ছাড়া বাকি তিনজন হলেন- আফগান তারকা রহমানুল্লা গুরবাজ, এবং দুই ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিকেটার সুনীল নারিন ও আন্দ্রে রাসেল। গত কয়েকটা মরসুম বার বার ওপেনিং জুটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে কেকেআর। এ বার সম্ভবত রহমানুল্লা গুরবাজ ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার জুটিকে পাকাপাকি ভাবে ওপেনিংয়ে নামাতে পারেন গৌতম গম্ভীর।

সূয়াশের ভয়-ভক্তি রোহিতকে নিয়ে

নাইট শিবিরে তৈরি হচ্ছে বিশেষ পরিকল্পনা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আইপিএলের অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রতি বারই কেকেআর মহা উদ্যোগ নিয়ে মরসুম শুরু করে। কিন্তু শেষ অবধি খেই হারিয়ে ফেলে। এ বার অবশ্য ছবিটা বদলাতে পারে। কারণ কেকেআর শিবিরে রয়েছেন মেন্টর গৌতম গম্ভীর। তিনি মাঠে নেমে খেলবেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা যদি নাইটবাহিনী কাজে লাগাতে পারে তা হলেই সাফল্য আসবে। এমনটাই বলছে ক্রিকেট মহল। এর আগে গম্ভীর জানিয়েছিলেন, তাঁর আইপিএল কেরিয়ারে সবচেয়ে ভয় লাগত রোহিত শর্মাকে। সম্প্রতি এক কেকেআরের স্পিনার জানিয়েছেন, তাঁর ভয় ও ভক্তি রোহিত শর্মাকে নিয়ে। যে কারণে মনে করা হচ্ছে নাইট শিবিরে তৈরি হচ্ছে বিশেষ পরিকল্পনা। বছর কুড়ির সূয়াশ শর্মাকে ২০২৩ সালের আইপিএলে বেগুনি জার্সিতে দেখা গিয়েছিল। নাইট শিবিরে সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তীদের সঙ্গে স্পিন বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন সূয়াশ শর্মা। দিল্লির ছেলে সূয়াশের সিনিয়র টিমে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকার পরও ভরসা রেখেছিল কেকেআর। গত মরসুমে তিনি ১১টি ম্যাচ খেলেছিলেন। তাতে ১০টি উইকেট নিয়েছিলেন। সেই সূয়াশ সম্প্রতি বলেছেন, রোহিত শর্মাকে বল করা সবচেয়ে কঠিন। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা দু'জনই বিশ্বমানের ক্রিকেটার। কেকেআরের সূয়াশকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিরাট ও রোহিতে দু'জনের মধ্যে কাকে বল করা কঠিন? উত্তরে সূয়াশ জানান, রোহিত শর্মাকে। এরপর সূয়াশ বলেন, ''আমি রোহিত ভাইকে আউট করেছি ঠিকই। কিন্তু ওকে বল করা সবচেয়ে কঠিন। ম্যাচের আগে আমি সব ব্যাটারদের ভিডিয়ো দেখি। কে কোন জায়গায় রান তোলে। সম্প্রতি ৪-৫ ম্যাচ দেখি কোন জায়গায় রান হচ্ছে। সেই দিক থেকে আমার মনে হয় রোহিত ভাইকেই বল করা কঠিন।'' অনেক সময় বিরাট কোহলির মুখেও শোনা গিয়েছে রোহিত শর্মা এক্সট্রা টাইম পান। এই এক্সট্রা টাইম কী সূয়াশের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ''বল দেওয়ার পর অন্য ব্যাটারদের তুলনায় রোহিত শর্মার কাছে এক্সট্রা টাইম থাকে।'' বিরাটের থেকে রোহিতকেই বেশি পছন্দ সূয়াশের। তিনি জানান, রোহিতের ব্যাটিং তাঁর বিশেষ পছন্দের। পাশাপাশি তিনি সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি করলে কোনও সেলিব্রেশন করেন না। এই বিষয়টিও সূয়াশকে রোহিতের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

প্রিমিয়ার লিগ

ফোডেনের জোড়া গোলে ম্যানচেস্টার ডার্বি সিটির

লন্ডন, ৪ মার্চঃ মার্কাস রাশফোর্ডের ৮ মিনিটের গোলে এগিয়ে যাওয়া ইউনাইটেড প্রথমার্ধটা শেষ করেছিল ইতিহাদে ম্যানচেস্টার ডার্বি জয়ের স্বপ্ন নিয়েই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ৩ গোল করে ইউনাইটেডের সেই স্বপ্ন চুরমার করেছে সিটি। জোড়া গোল করেছেন ফিল ফোডেন, সিটির অন্য গোলটি আর্লিং হলান্ডের। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দল লিভারপুলের চেয়ে ১ পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে সপ্তাহটা শেষ করল টানা তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। ২৭ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট সিটির। শনিবার দারউইন নুনিয়েজের শেষ মুহূর্তের গোলে নাটকীয় জয় পাওয়া লিভারপুলের সমান ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট। আগামী রবিবার অ্যানফিল্ডে মুখোমুখি হবে লিগের শীর্ষ দুই দল। ইতিহাদকে স্তব্ধ করে ৮ মিনিটে দারুণ এক গোল করে ইউনাইটেডকে এগিয়ে নেন রাশফোর্ড। প্রথমার্ধেই সমতা ফেরানোর সুযোগ কম পায়নি সিটি। কিন্তু হলান্ডের অবিশ্বাস্য ব্যর্থতায় ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় পেপ গার্দিওলার। প্রথমার্ধের শেষ দিকে একদম ফাঁকায় বল পেয়ে খুব কাছ থেকে কীভাবে যেন বলটি বার উঁচিয়ে বাইরে পাঠালেন নরওয়েজীয় তারকা। হলান্ডের দারুণ দারুণ সব গোলের মতো এই গোল না পাওয়াটাও মনে থাকবে অনেক দিন। হলান্ডের ব্যর্থতায় এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ শেষ করা ইউনাইটেডকে বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছিল একটি পরিসংখ্যানও। প্রিমিয়ার লিগে খেলা সর্বশেষ যে ১৪৩ ম্যাচে প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকে শেষ করেছিল, সে সব ম্যাচে হারেনি ইউনাইটেড (১২৩ জয়, ২০ ড্র)। কিন্তু সেই পরিসংখ্যান থামল নগর প্রতিদ্বন্দ্বির মাঠে। আজকের আগে সর্বশেষ ২০১৪ সালে ২১ সেপ্টেম্বর প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকে শেষ করে প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচ হেরেছিল ইউনাইটেড। সেই ম্যাচে লেস্টার সিটির কাছে ৫-৩ গোলে হেরেছিল প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের সবচেয়ে সফল দলটি। ৫৬ মিনিটে সিটিকে সমতা ফেরান ফোডেন। বক্সের বাইরে থেকে তাঁর বাঁ পায়ের শটে করা গোলটি রাশফোর্ডের গোলের চেয়ে সুন্দর ছিল। প্রথমার্ধে ৭৪ শতাংশ বলের দখল রাখার পরও গোল করতে ব্যর্থ সিটি দ্বিতীয় গোলটি পেয়ে যায় ৮০ মিনিটে। এই গোলটা বক্সের মধ্যে দারুণভাবে বলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে করেছেন ফোডেন। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে তৃতীয় গোলটি করে সিটির জয় নিশ্চিত করে দেন হলান্ড। এবারের লিগে ১১তম হারের দেখা পাওয়া ইউনাইটেড ১১ ম্যাচ হাতে রেখে শীর্ষ চারের চেয়ে ১১ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ল। ২৭ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে দলটি এখন আছে ছয়ে।

শুরুর দু'সপ্তাহ আগে বিশাল ধাক্কা সিএসকে'তে

প্রায় পুরো মরসুম নেই ধোনির দলের মহাতারকা

চেন্নাই, ৪ মার্চঃ দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে এ বারের আইপিএল শুরু হওয়ার দিন। হাতে আর রয়েছে মাত্র ১৮দিন। তারপর শুরু হয়ে যাবে ক্রিকেট বিনোদনে ভরপুর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার সপ্তাহ দুয়েক আগে হঠাই খারাপ খবর চেন্নাই সুপার কিংসে। কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল কিউয়ি তারকা ক্রিকেটার ডেভন কনওয়েকে হয়তো এ বারের আইপিএলের শুরুর দিকে পাবে না সিএসকে এ বার অবশ্য ডেভন কনওয়ের যা আপডেট সামনে এসেছে, তাতে মহেন্দ্র সিং ধোনির সিএসকে সম্ভবত পুরো আইপিএলেই তাঁকে পাবে না। ডেভন কনওয়ের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চোট লেগেছিল। চলতি সপ্তাহে তাঁর অস্ত্রোপচার হতে পারে। আর তা হলে তাঁর সুস্থ হতে কমপক্ষে আট সপ্তাহ লাগবে।

কিউয়ি ক্রিকেট বোর্ডের এই বিবৃতি স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়াল সিএসকে শিবিরের। কিউয়ি বোর্ড জানিয়েছে, বিশেষজ্ঞর পরামর্শ মেনে ডেভন কনওয়ের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হলে তা করানো হবে। তারপর তাঁর যদি সুস্থ হতে আট সপ্তাহ সময় লাগে, ততদিনে আইপিএল প্রায় শেষ হতে চলবে। তাই এ বারের আইপিএলে সিএসকে আর কনওয়ের সার্ভিস পাবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চোট সেরে ওঠার পরই সঙ্গে সঙ্গে কিউয়ি ক্রিকেটার ডেভন কনওয়ে মাঠে হয়তো নামতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আগে ভাগেই ইয়েলোব্রিগেডকে এ বারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের জন্য তাঁদের ওপেনার বিকল্প বেছে নিতে হবে। সাধারণত আইপিএলে ঋতুরাজ গায়কোয়াজড ও ডেভন কনওয়ে সিএসকের হয়ে ওপেন করেন। কনওয়ে এই আইপিএল মরসুমে না খেলতে পারলে তাঁর জায়গায় হয়তো আর এক কিউয়ি ওপেনার রাচিন রবীন্দ্রকে ওপেনিংয়ে ঋতুর সঙ্গে দেখা যেতে পারে। গত বছর হওয়া ওডিআই বিশ্বকাপে ওপেন করতে নেমে সফল হয়েছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাচিন রবীন্দ্র। ফলে ধোনির সিএসকে এ বারের আইপিএলে তাঁর উপর আস্থা রাখতেই পারে।

রিয়ালের ড্র আর জিরোনার হার কাজে লাগাতে পারেনি বার্সেলোনা

বিলবাও, ৪ মার্চঃ আগের দিন ভ্যালেন্সিয়ার মাঠ থেকে ড্র করে ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। গতকাল জিরোনা হেরে গেছে মায়োর্কার কাছে। সব মিলিয়ে বার্সেলোনার সুযোগ ছিল জিরোনাকে টপকে লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ওঠার এবং শীর্ষে থাকা রিয়ালের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান কমানোর। দুটির একটিও করতে পারেনি জাভি হার্নান্দেজের দল। কাল রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের মাঠ থেকে যে গোলশূন্য ড্র নিয়ে ফিরেছে বার্সেলোনা! পয়েন্ট হারানোর পাশাপাশি বার্সার যন্ত্রণা বাড়িয়েছে তারকা খেলোয়াড়দের চোটও। এ ম্যাচে চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং এবং পেদ্রি। ম্যাচের ২৬ মিনিটে গোড়ালির চোট নিয়ে মাঠ ছেড়ে যান ডি ইয়ং এবং ৪৫ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন পেদ্রি। ম্যাচ শেষে দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে হারিয়ে

হতাশ জাভি বলেছেন, ''এটা দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, দুজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় চোটে পড়েছে। পরে আমরা আরও বিস্তারিত (চোটের ব্যাপারে) জানতে পারব। তবে চোটের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে এ দুই খেলোয়াড় আরও অনেক ম্যাচ মিস করবে।'' ঘরের মাঠে এদিন বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে বার্সার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছে বিলবাও। ম্যাচে দুই দলই ৮টি করে শট নিয়ে ২টি করে লক্ষ্যে রাখে। গোল অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেউই পায়নি। তবে এই ম্যাচ জিতলে জিরোনাকে পেছনে ফেলে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে আসার সুযোগ ছিল বার্সার। কারণ একই রাতে অন্য ম্যাচে দুইয়ে থাকা জিরোনা ১-০ গোলে হেরে গেছে মায়োর্কার সঙ্গে। পয়েন্ট হারিয়ে হতাশ বার্সা কোচ জাভি বলেছেন, ''আমরা ভালো খেলতে পারিনি। আমরা আক্রমণও ভালো করতে পারিনি। এই ম্যাচে আমাদের আরও ভালো খেলা উচিত ছিল। আমরা সুযোগ হারিয়েছি। দল সব মিলিয়ে আরও ভালো খেলতে পারত।'' হতাশার সুর শোনা গেছে জিরোনা কোচ মিশেল সানচেজের কণ্ঠেও, ''এই ফলে আমি হতাশ। তবে দল যেভাবে খেলেছে, আমি খুশি।'' বার্সার ড্র ও জিরোনার হারে সুবিধা হয়েছে শীর্ষে থাকা রিয়ালের। ২৭ ম্যাচ শেষে রিয়ালের পয়েন্ট ৬৬। সমান ম্যাচে দ্বিতীয় স্থানে থাকা জিরোনার পয়েন্ট ৫৯। ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে বার্সেলোনা আছে তৃতীয় স্থানে। বার্সা নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে চ্যাম্পিয়নস লিগে নাপোলির বিপক্ষে। এর আগে নাপোলির মাঠে প্রথম লেগ ১-১ গোলে ড্র করেছে তারা।

শার্দূলে বাজিমাত, মুম্বই আবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে

মুম্বই, ৪ মার্চঃ এক, দুই বা ১০, ২০ বার নয়। এই নিয়ে মোট ৪৮ বার ঐতিহ্যশালী রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠল মুম্বই। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল। 'বি' গ্রুপের শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে উঠেছিল অজিঙ্ক রাহানের মুম্বই। ম্যাচের দু'টো দিন বাকি থাকতেই সেমিফাইনালে তামিলনাড়ুকে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে পৌঁছল মুম্বই। ব্যাটে-বলে লর্ড শার্দূল অনবদ্য পারফর্ম করে মুম্বইকে কাঙ্খিত জয় এনে দিয়েছেন। ৪১বার রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই। তারাই আবার উঠে পড়ল ফাইনালে। রাহানের টিম তৃতীয় দিনই ৭০ রানে হারিয়ে দিল তামিলনাড়ুকে। ব্যাটে-বলে দুরন্ত শার্দূল ঠাকুর। সেঞ্চুরি করার পাশাপাশি বল হাতে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ম্যাচের সেরার পুরস্কারও ঝুলিতে ভরেছেন শার্দূল ঠাকুর। প্রথম ইনিংসে মুম্বইয়ের তুষার দেশপান্ডে, শার্দূল ঠাকুররা তামিলনাড়ুকে ১৪৬ রানে আটকে দিয়েছিল। তারপর অবশ্য সাই কিশোরের আগুনে বোলিংয়ের জেরে এক সময় ধুঁকতে শুরু করেছিল মুম্বই। সেখান থেকে দলকে ট্র্যাকে ফেরান শার্দূল ঠাকুর। মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংসে দেখা গিয়েছে মুশির খানের হাফসেঞ্চুরি, শার্দূল ঠাকুরের সেঞ্চুরি এবং তনুষ কোটিয়ানের ৮৯ রান। ৬ উইকেট নিয়েও মুম্বইকে অল্প রানে আটকে রাখতে পারেননি সাই কিশোররা। প্রথম ইনিংসে ৩৭৮ রান তোলে মুম্বই। এরপর তৃতীয় দিন শুরু হয় তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় ইনিংস। শার্দূল-মোহিত-তনুষদের দাপুটে বোলিংয়ে ১৬২ রানেই শেষ হয়ে যায় তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় ইনিংস।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৬০০ ছক্কার বিশ্বরেকর্ডের সামনে রোহিত!

মুম্বই, ৪ মার্চঃ ফরম্যাট যাই হোক, বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার রোহিত শর্মা। সাদা বলের ক্রিকেটে তাঁর দাপট সারা বিশ্ব জানে। ওয়ান ডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক স্কোরের রেকর্ড রোহিতের দখলেই। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ২৬৪ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস খেলেছিলেন। একটা সময় তাঁকে শুধু সাদা বলের স্পেশালিস্টই মনে করা হত। টেস্টে খুব কমই সুযোগ পেতেন। পরবর্তীতে টেস্টেও সেরা ওপেনার হয়ে ওঠেন রোহিত শর্মা। আরও কীর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভারত অধিনায়ক। ফরম্যাট যাই হোক, বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের জন্যই পরিচিত রোহিত শর্মা। একটা সময় তাঁর শর্টপিচ ডেলিভারিতে সমস্যা ছিল। সেটাকেই শক্তি বানিয়ে নিয়েছিলেন। বিশ্ব ক্রিকেটে তাঁর মতো পুল ও হুক শট খেলার দক্ষ ক্রিকেটার হাতে গোনা কয়েকজনই রয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেটেও এর অন্যথা হয় না। ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ চলছে। ইতিমধ্যেই ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত। ধরমশালায় সিরিজের শেষ টেস্ট ৭-১১ মার্চ। আর এই টেস্টেই আরও একটা কীর্তি গড়তে পারেন রোহিত শর্মা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছয় মারার রেকর্ড রয়েছে রোহিত শর্মার দখলেই। দীর্ঘ সময় এই রেকর্ড ছিল ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ক্রিস গেইলের দখলে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৫৩টি ছয় মেরেছেন গেইল। তাঁকে ছাপিয়ে অনেক আগেই শীর্ষস্থান দখল করেছেন রোহিত শর্মা। তিন

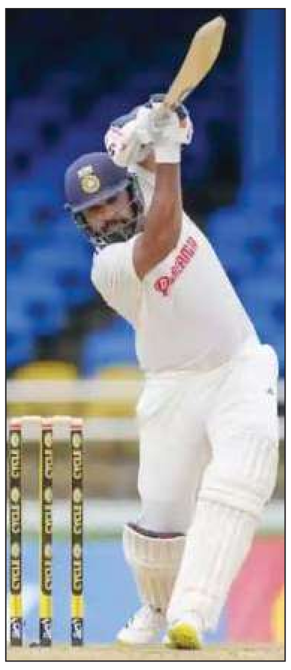

ফরম্যাট মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে গেইল ৪৮৩ ম্যাচে ৫৫৩ টি ছয় মেরেছেন। রোহিত শর্মা ৪৭১ ম্যাচে ৫৯৪টি ছয় মেরেছেন। ধরমশালায় ৬টি ছয় মারলেই বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৬০০টি ছয় মারার রেকর্ড গড়বেন রোহিত শর্মা। সক্রিয় ক্রিকেটারদের মধ্যে রোহিতের ধারেকাছে কেউ নেই। তালিকায় ১০ নম্বরে জস বাটলার। ৩২৬টি ছয় রয়েছে তাঁর। এর ডেভিড ওয়ার্নার। ৩১২টি ছয় রয়েছে ওয়ার্নারের। তারপরই রয়েছেন বিরাট কোহলি। ৫২২ ম্যাচে ২৯৪টি ছয় মেরেছেন কিং কোহলি। সবার উপরে রোহিতই।

বিশ্বকাপের টিকিটে নজর, আইপিএলে নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া রাহুল

বেঙ্গালুরু, ৪ মার্চঃ চোটপ্রবণ লোকেশ রাহুল কবে ফিরছেন ২২ গজে? এ বার এই নিয়ে এল বড় আপডেট। কয়েকদিন আগে লন্ডনে গিয়েছিলেন রাহুল। তিনি কোয়াড্রিশেপ টেন্ডনের চোটে ভুগছেন। যার ফলে আসন্ন ধরমশালা টেস্ট থেকেও তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। তবে এ বার রাহুলের অনুরাগীদের জন্য সুখবর। আইপিএলের আগেই সম্ভবত এনসিএ থেকে ফিট সার্টিফিকেট পেতে চলেছেন রাহুল। আসলে এ বারের আইপিএলের পরই রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। আর আইসিসির এই মেগা টুর্নামেন্টে ভারতের স্কোয়াডে জায়গা করে নিতে হলে রাহুলকে আইপিএলে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। একটি সংবাদ মাধ্যমের এক সূত্র বলেছেন, ''লন্ডনে সেরা মেডিকেল বিশেষজ্ঞের সঙ্গে রাহুল আলোচনা করেছেন। রবিবার তিনি ভারতে ফিরেছেন। তারপরই তিনি রিহ্যাবের জন্য বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে পৌঁছে যান। শীঘ্রই তিনি এনসিএ থেকে ম্যাচ ফিট হওয়ার সার্টিফিকেট পেতে চলেছেন। এ বারের আইপিলে তিনি নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া। কারণ এ বছর রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। আর সেখানে ভারতীয় স্কোয়াডে যাতে জায়গা করে নিতে পারেন সেই চেষ্টায় রয়েছেন রাহুল। উইকেট কিপার ব্যাটার হিসেবে রাহুল টি-২০ বিশ্বকাপে খেলতে চান।'' গত বছর ভারতের মাটিতে হওয়া ওডিআই বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে উইকেট কিপিং করেছিলেন লোকেশ রাহুল। এ বার টি-২০ বিশ্বকাপেও সেই দায়িত্ব রাহুল পালন করতে চান। অবশ্য তাঁর জন্য তা খুব সহজ হবে না। কারণ ঋষভ পন্থ পুরোপুরি ফিট হয়ে গেলে তিনি আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের উইকেট কিপারের বিরাট দাবিদারও হবেন। আপাতত রাহুলের ফোকাস আইপিএলে নজরকাড়া পারফর্ম করে টি-২০ বিশ্বকাপে কিপার-ব্যাটার হিসেবে টিকিট পাওয়া। ২২ মার্চ শুরু হবে আইপিএল। ২৪ মার্চ সওয়াই মানসিং ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে এ বারের আইপিএল যাত্রা শুরু করবে লোকেশ রাহুলের লখনউ সুপার জায়ান্টস।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com